ITIVRITTA SARA

OR

MARSHMAN'S BRIEF SURVEY OF HISTORY

In Bengali

PART I.

FROM THE CREATION TO THE BEGINNING

OF THE CHRISTIAN ÆRA

ইতিবৃত্তসার।

প্রথম ভাগ।

সৃষ্টি অবধি খৃষ্টিয় শকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত।

মার্ষম্যান্ বিরচিত ব্রিফ্ সর্বে অব্

হিষ্টরির অনুবাদ।

CALCUTTA:

THE GOURIYA PRESS.

1862.

Price R. 1—4—,, মূল্য ১।০

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী কোন প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থ না থাকায় উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক মৃত বাবু রামকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয় বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি তাদৃশ গ্রন্থের প্রণয়ন মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার অনবকাশ প্রযুক্ত তিনি সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্রকে মার্ষম্যান্-বিরচিত 'ব্রিফ্ সর্বে অব্ হিষ্টরি' নামক ইংরেজী পুস্তক যথাক্ষর অনুবাদ করিতে ভার প্রদান করেন। তদনুসারে তাঁহারা এই ইতিবৃত্তসার লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার কোন কোন অংশ সংকলিত হইলে রামকমল বাবুকে দেখান হয়। তিনি দেখিয়া অনাহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই এবং সেই সেই অংশের দুই এক স্থল পরিবর্ত্তিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুস্তক খানি সমগ্র অনুবাদিত না হইতে হইতেই তিনি লোক যাত্রা সম্বরণ করেন ; তাহাতে অনুবাদকেরা নিরুৎসাহ হইয়া অবশিষ্ট অংশের অনুবাদে বিরত হন। পরিশেষে একদিবস অনুবাদিত অংশ পাঠ করিয়া আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল যে, পুস্তক খানি সাঙ্গ হইয়া প্রকাশিত হইলে সাধারণের অনেক উপকার দর্শিবে। পরে আমি, পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইলে প্রকাশযোগ্য হইবে কি না এই অভিপ্রায়ে কয়েক জন কৃতবিদ্য-ব্যক্তিকে সেই সেই অংশ দেখাইলাম।

তাঁহারা যথেষ্ট ভরসা দিলেন। তখন আমি সাহসী হইয়া এই পুস্তকের সাঙ্গতাসম্পাদন ও মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় এক বৎসর অতীত হইল পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু নানা অসুবিধাবশতঃ এত দিন মুদ্রাসম্পন্ন হইয়া প্রচারিত হইতে পারে নাই।

এস্থলে ইহাও অবশ্য নির্দ্দেশ্য বোধ হইতেছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীশঙ্কর ঘোষাল এই পুস্তকের আদ্যন্ত সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ইহার অঙ্গসংস্কারার্থ বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত একবার দেখিয়া দিয়াছেন ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত বা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং মুদ্রাকালেও সমুদায় প্রুফ্ শীট্ একবার পরিশোধিত করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি তাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার না করিলে পুস্তকখানি নানা-লেখনী-বিনির্গতের ন্যায় বোধ হইত, কখনই এরূপ বিশদ ও সুসংলগ্ন হইয়া উঠিত না।

পরিশেষে পাঠকবর্গকে এবিষয়েরও পরিচয় দেওয়া আবশ্যক যে, রামকমল বাবুর জীবিত দশায় যে যে ভাগ লিখিত হইয়াছিল অথচ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তৎ সমুদায় যথাক্ষর অনুবাদিত হইয়াছে; অবশিষ্ট ভাগ মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। যথাক্ষর অনুবাদনিবন্ধন এই পুস্তকে সৃষ্টিক্রম, পাতিত্যসংক্রম, সাধারণ জলপ্লাবন প্রভৃতি কতিপয় বিষয় খৃষ্টীয় মতানুসারী হইয়াছে, তৎসমস্ত পাঠে পাঠকবর্গ যেন এরূপ বিবেচনা

করিবেন না যে, আমাদিগেরও সেই মত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস আছে। এই পুস্তকে কতকগুলি নূতন শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্তের অভিধেয় বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত সেই সেই স্থলে এক একটী টীকা লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারীদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত দুই এক স্থল আদর্শানুযায়ী হয় নাই, এবং অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে; সেই দোষ পরিহারার্থ শেষে একটী শুদ্ধিপত্র যোজিত হইল। যদ্যপি কেহ শুদ্ধিপত্র দর্শনে পুস্তকের প্রতি হতাদর হন, আমার মতে সেও বরং ভাল, কিন্তু অশুদ্ধ শোধন না করিয়া দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—তাহাতে পাঠকেরও অপকার, গ্রন্থকর্ত্তারও দুর্নাম। যাহা হউক, এক্ষণে, পুস্তকখানি যে উদ্দেশে লিখিত হয় এবং যে উদ্দেশে প্রচারিত হইল, তাহা সুসিদ্ধ হইলে আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
১২৬৯ সাল
২৫ জ্যৈষ্ঠ

প্রকাশক

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	পার্থির	পার্থিব
২	৩	(পৃথিবীর)	পৃথিবীর
ঐ	২২	খ্রীষ্টানদিগের	
৩	২০	পুত্রবধু	পুত্রবধূ
৪	১৮	কীর্ত্তিস্ত	কীর্ত্তিস্ত-
৫	১০	াশ্যক	আবশ্যক
৯	১৯	নোয়া ব্যাবেল	নোয়া--ব্যাবেল
ঐ	ঐ	ব্যাবিলোনিয়ায়	ব্যাবিলোনিয়ার
১০	৫	সিসষ্ট্রি	সিসষ্ট্রি-
ঐ	৬	সিক্রপস	সিক্রপস্
ঐ	৭	হর্কি উলিস	হর্কিউলিস্
ঐ	২০	পরিবাবের	পরিবারের
১১	৩	সারাল	সারল
ঐ	১১	ন্যুনাধিক	ন্যূনাধিক
১২	৩	তাহারা	তাহারা ব্যারিলনের
ঐ	১৮	ষে,	যে,
১৩	১৮	নিমবডের	নিমরডের
১৪	২৪	-মেব	-মের
১৬	৬	মনুষ্যবংশের	মনুষ্য-
১৮	৬	তাহাদিগের	তাঁহাদিগের
২১	৭	বলিদান	বলিদানপ্রথা

পৃষ্ঠ		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২১	...	১৫	ইশ্বরোপাসনার	...	ঈশ্বরোপাসনার
২৪	...	২২	বং	...	এবং
২৬	...	৪	হিতবর্গ ও	...	হিতবর্গ
ঐ	...	৭	এবং	...	; তন্নিমিত্ত
ঐ	...	১২	ন্থনাধিক	...	ন্যূনাধিক
ঐ	...	২২	কনোন	...	কেনান
২৮	...	১	কনান	...	কেনান
৩৭	...	১৭	আইন,	...	আইন
ঐ	...	১৯	বিহার	...	ব্যবহার
৩৯	...	১৩	র্ব্ব হে	...	র্ব্বাহে
৪১	...	১	বসতি	...	০
৪২	...	৭	যাবৎ,	...	যাবৎ
ঐ	...	১৮	অববোধ	...	অবরোধ
৪৪	...	৩	পনিসসীয়েরা	...	পনীসিয়েরা
৪৫	...	৪	কিয়ৎকালেয়	...	কিয়ৎকালের
ঐ	...	৬	একত্রিত	...	একত্র
৪৬	...	১০	সম্যাবস্থা	...	সাম্যাবস্থা
৪৭	...	১৭	সবিশেষ সমুদায়ের		সমুদায়ের সবিশেষ
ঐ	...	২১	স্পার্টা	...	স্পার্টা
৫১	...	১	যথেচ্ছানুসারে	...	যথেচ্ছাচারে

পৃষ্ঠ		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৫২	...	১	সুকুমার *	...	* সুকুমার-
ঐ	...	৪ ও ৫	" তিনি " ইত্যাদি " ছিল না। " ইত্যন্ত		
ঐ	...	৯	হিপার্বস	...	হিপার্কস্
৫৬	...	১২	কোমীয়ার	...	ফোসিয়ার
৫৭	...	২১	খেরীয়া	...	বুখেরীয়া
৫৮	...	১৩	৩০০০,০০০	...	৩,০০,০০০
৬০	...	৩	কধিক	...	অধিক
ঐ	...	১৪	প্রতিমূর্ত্তিক	...	প্রাতিমূর্ত্তিক
৬১	...	৭	গ্রীক প্রভৃতি ভৃতিগ্রাহীদিগকে		গ্রীক ভৃতি- গ্রাহীদিগকে
ঐ	...	৮	* তিনি	...	তিনি
৬৩	...	১৬ ও ১৭	"ইহা" আদি "মাত্র " অন্ত		
৬৪	...	৭	সাম্রাজের	...	সাম্রাজ্যের
ঐ	...	২০	নেবুক ডনেজর	...	নেবুকড্নেজর
৬৫	...	১৮	জব্রালটার	...	জিব্রালটার
৬৬	...	২	গ্রেটব্রীটন	...	গ্রেট্ব্রিটেন
ঐ	...	৮	স্থানের এই সকলের	...	এই সকল স্থানের

পৃষ্ঠ		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৬৭	...	৭	প্রতিবাসি সন্নিকৃষ্ট	...	সন্নিকৃষ্ট-
ঐ	...	৮	কৃযিজীবী	...	কৃষিজীবী
৬৯	...	২২	হইলেন কিন্তু ইতি	...	হইলেন ; কিন্তু ইতি-
৭০	...	৬	কহিত	...	কহিত।
ঐ	...	১৬	অফগানি	...	আফগানি-
৭১	...	২	তাঁহারা	...	তাঁহারা,
ঐ	...	৪	আসিয়ারনাই।	...	নাই। পরিশেষে মধ্যভাগে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য সকল অভ্যুদিত হয়, এবং ক্ষুদ্ররাজ্য জুড়িয়া বাবিলনের অধিপতি নেবুকড্‌নেজরের করগ্রহে নিপতিত হইয়া তদীয় রাজ্যে অন্তর্ভাবিত হয়।
ঐ	...	১৫	সুতরাং এই রাজোর	...	সুতরাং এই রাজ্যের
ঐ	...	১৭	আবশ্চকতা	...	আবশ্যকতা
৭২	...	১	মহ।	...	মহা
ঐ	...	১১	রাজ্যলুগ্ধ	...	রাজ্যলুব্ধ
ঐ	...	১৪	সর্ডানাপলস্‌	...	সার্ডানাপলস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	১৬	আর্বেসস কে	আর্বেসস্‌কে
৭৫ অন্যত্র চ	৯	মিডীয়া	মীডিয়া
ঐ	১৪	আসীরিযা	আসীরিয়া
৭৮	১৫	সন্তব পর	সন্তবপর
৮১	৬	স্যাগস্টম্‌	স্যাগণ্টম্‌
৮২	৩	সাইরস	তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; সাইরস্‌
ঐ অন্যত্র চ	৯	পিলপনিসীয়	পিলপনীসিয়
ঐ	ঐ	আল্‌সিবাইডিস্‌	আল্‌সিবায়াডিস্‌
ঐ	১১	ম্যাল্‌টালসিডাস কৃত	আণ্টাল-সিডাস্‌-কৃত
৮৩	১৮	সীথী	সীথিয়
৮৪	১০	পেলুঝিয়	পেলুসিয়ম
ঐ	২২	সার্ডিস্‌	স্মার্ডিস্‌
৯৯	২৪	সাহার্য্যার্থ	সাহায্যার্থ
১০০	১১	লাইসর্গসের	লাইকর্গসের
ঐ	১২	অনুমোদিত	অননুমোদিত
১০১	৮	না পাইলেন না,	পাইলেন না,
ঐ	১৩	গুলি	গুলি

পৃষ্ঠ		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১০৬	...	৩	স্পিক্ টিয়নিক,	...	স্ফিক্ টিয়নিক,
১০৮	...	৩	গ্রীসের ণব্যাপার	...	গ্রীসে রণব্যাপার
১১২	...	১	দিগ্বজয়ে	...	দিগ্বিজয়ে
১২১	...	১৯	ঘোষ্টি	...	ঘোষ্টি
১২২	...	২২	জাক্ জাটিস্	...	জাক্জার্টিস্
১২৬	...	৯	সুরাশক্ত	...	সুরাসক্ত
১২৯	...	২২	কাশ্মীরে রাজা	...	কাশ্মীরের রাজা
১৩০	...	১৬	যথোচিত	...	যথোচিত
১৩৭	...	২০	লীরিয়া	...	লীবিয়া
১৪৪	...	৪	অধীন	...	অধীনে
ঐ	...	ঐ	সৈম্যও	...	সৈন্যও
১৪৬	...	৪	দরদর্শিতা	...	দূরদর্শিতা
ঐ	...	১৪	কাথেজও সিসিল।	...	কার্থেজ্ ও সিসিলি।
১৪৮	...	২	পঞ্চাশত	...	পঞ্চাশৎ
১৫৪	...	৮	বিস্বাস	...	বিশ্বাস
১৫৭	...	২১	ংশীয়দিগের	...	বংশীয়দিগের
১৫৮	...	১৬	ডিমেস্ট্রিয়স্	...	ডিমেট্রিয়স
১৬১	...	৬	ক্যাসণ্ডর,	...	ক্যাসণ্ডর
১৬৩	...	২৩	স্ত্রীপরতন্ত্র	...	স্ত্রীপরতন্ত্র
১৬৪	...	২১	পুনরায়ও	...	পুনরায়ও
১৬৮	...	৮	দ্রব্যেয়	...	দ্রব্যের

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭০	... ১১	পলিস্-পার্কল ...	পলিস্পার্কন্
১৭১	... ১	আলেক্জে ...	আলেক্জ-
১৭২	... ১২	লিস্পারক্নকে...	লিস্পার্কনকে
১৭৪	... ১	কুপ্স- ...	ইপ্স-
১৭৫	... ২১	কিন্তু কিছু ...	কিছু
১৭৬	... ২২	ইটোপিয়া ...	ইটোলিয়া
১৭৭	... ১	একিয়া ...	একিয়
ঐ	... ৮	ডিমট্রিয়স্ ...	ডিমেট্রিয়স্
১৭৮	.. ১৬	মিলিত ...	নিমীলিত
ঐ	... ২৩	সিলোসি- ...	সিনোসি-
১৭৯	... ৬	ইর্য্যাবুদ্ধি ...	ঈর্য্যাবুদ্ধি
ঐ	... ১৬	জলিতে ...	জ্বলিতে
ঐ	... ১৯	রোমন ...	রোমান্
১৮০	... ৮	দত ...	দূত
১৮২	... ১	প্রত্যাগনন ...	প্রত্যাগমন
১৮৪	... ৭	সেপ্টয়াজিণ্ট ...	সেপ্টুয়াজিণ্ট
১৮৭	... ২	রামিউলসের ...	রোমিউলসের
১৮৮	... ১	নপতির ...	নৃপতির
১৮৯	... ১২	নৃপপণ ...	নৃপগণ
১৯২	... ৮	রোমকরা ...	রোমকেরা
ঐ	... ১৫	সমহের ...	সমূহের
১৯৩	... ১৫	অষ্ট্রিয়া ...	অষ্ট্রিয়া

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৯৩	... ২২	টাকুইন	...	টার্কুইন
১৯৫	... ১৫	প্রতিকল	...	প্রতিকূল
১৯৭	... ১১	সাধ্যা	...	সাধ্বী
১৯৮	... ১	ব-	...	চ-
২০২	... ১১	অপসত	...	অপসৃত
২০৩	... ৫	বিস্মত	...	বিস্মৃত
ঐ	... ১২	বাজতন্ত্র	...	রাজতন্ত্র
২০৭	... ২	দতগণ	...	দূতগণ
ঐ	... ২০	আপিয়স্	...	এপিয়স্
ঐ	... ২৪	সমর্থ।	...	সমর্থ হইলেন।
২০৯	... ৬	উস্মূলন	...	উন্মূলন
২১৪	৮	আত্মারক্ষার্থে সম্পর্ণ		আত্মরক্ষার্থ সম্পূর্ণ
ঐ	... ১৯	ভস্মসাৎ	...	ভস্মসাৎ
২১৮	... ১৯	সংক্ক্রান্ত	...	সংক্রান্ত
ঐ অন্যত্রচ	২২	লিসিনস্	...	লিসিনিয়স্
২৩১	... ১১	দক্ষিণাত্য	...	দাক্ষিণাত্য
২৩৪	... ২	এদিগে	...	এদিকে
২৩৬	... ১৯	নানাদিগে	...	নানাদিকে
২৩৯	... ১১	প্রবহমান	...	প্রবহমাণ
২৪৪	... ২৩	পারিল না।	...	পারিলেন না।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৯ …	১	ন্যায়শাস্ত্রে …	নয়শাস্ত্রে
২৫০ …	১৫	অন্যান্যের …	অন্যোন্যের
ঐ …	১৮	অন্যোন্যের …	অন্যান্যের
২৫৮ …	১৬	ধনুকে …	ধনুকের
২৫৯ …	৪	করে …	করা
২৬০ …	১৩	ফরর্সেনিয়ার …	ফর্সেনিয়ার
২৭১ …	২৩	মহাত্ম্য …	মাহাত্ম্য
২৭৩ অন্যত্রচ	৪	প্রজ্জ্বলিত …	প্রজ্বলিত
ঐ …	১৭	একবার …	০
২৭৬ …	১৪	যুগার্থিন …	যুগার্থীন
ঐ …	১৯	ধত …	ধৃত
ঐ …	২৪	বাক্‌চতর্য্যে …	বাক্‌চাতুর্য্যে
২৭৮ …	২০	এবং এক্ …	এবং
২৮৮ …	১১	ধনসম্পত্তী …	ধনসম্পত্তি
২৯৩ …	১৩	নানক …	নামক
২৯৪ …	৮	হেলেপ্‌সণ্ট …	হেলেস্পণ্ট
২৯৬ …	৮	বলিয় …	বলিয়া
ঐ …	১৭	সংক্কল্প …	সঙ্কল্প
২৯৭ …	৯	পেক্ষ …	পেক্ষা
২৯৮ …	১১	হাস …	হ্রাস
৩০৬ …	২০	অধিকার ১৩ টী …	অধিকার ও ১৩টী

পৃষ্ঠ		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৩০৮	...	৫	তাঁহার পোষিত...		তাঁহার
ঐ	...	ঐ	অভিল	...	অভিলাষ
৩০৯	..	৯	রূপে	...	এইরূপে
ঐ	...	১২	লকল্লস্	...	লুকল্লস্
৩১০	...	১৫	তিনি যে,	...	তিনি যে
৩১২	...	২	ভূপতির	...	ভূপতির যতদূর
ঐ	...	৫	পর্য্যন্ত	...	এপর্য্যন্ত
ঐ	...	২১	পাইলেন	...	পাঠাইলেন
৩১৩	...	১৩	সমভিব্যহারে	...	সমভিব্যাহারে
৩১৬	...	৯	ক্রাসস্	...	ক্রাসস্,
৩১৯	...	১৫	জয়পতকা	..	জয়পতাকা
৩২৪	...	২৪	এবং ঐ	..	এবং
৩২৫	...	১৪	বিলপ্ত	...	বিলুপ্ত
৩২৯	...	১২	প্রধান্য	...	প্রাধান্য
৩৩০		৯ ও ১০	'তাঁহারাও' ইত্যাদি "ব্যক্তি" ইত্যন্ত		তাঁহাদেরও
৩৩২	...	৪	যিলিপির	...	ফিলিপির
ঐ	...	১৮	জলদস্থ	...	জলদস্যু
৩৩৩	...	৪	অকেটে বিয়সের	...	অক্টেবিয়সের

ইতিবৃত্তসার।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি হইতে সাধারণ জলপ্লাবন পর্য্যন্ত।

পৃথিবী ও মনুষ্যের সৃষ্টি—প্রাথমিক পাপস্পর্শ শূন্যতা—মনুষ্যের পাপিত্বসংক্রম—ইডেন্ উদ্যান হইতে নিষ্কাশন—কেন্ এবং এবেল—মানবীয় জীবিত কালদৈর্ঘ্য—পাপের বৃদ্ধি—জলযান—সাধারণ জলপ্লাবন।

প্রথমে জগদীশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। অনন্তর পার্থিব রজঃ হইতে মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বিবেকসমর্থ জীবাত্মা প্রদান করিলেন যে, তিনি স্বকীয় স্রষ্টার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া মানস সুখানুভবে অধিকারী হইতে পারিবেন। জগদীশ্বর আদি মনুষ্য আদম হইতে আদি নারী ইভের সৃষ্টি করেন। নৃদম্পতি কিয়ৎকাল সুখস্বচ্ছন্দে পবিত্রভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক দিবস সৃষ্টিকর্ত্তার নিদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া তদীয় অপ্রিয়ভাজন হইলেন এবং আপনাদিগকে ও স্বসন্ততিপর

স্পরাকে দুঃখ জালে নিবদ্ধ করিলেন। এই রূপে মণ্ডলে পাপের সঞ্চার হয় ও পবিত্রতা পৃথিবী হইতে পলায়ন করেন। (পৃথিবীর) সকল জাতীয় লোক হইতে পাপ বিরহিত আদিমকাল বিষয়ক কোন না কোন কথা পরম্পরাগত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গ্রীক জাতীয়দিগের মধ্যে ঐ কাল স্নুবর্ণ যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দুরা তাহাকে সত্য যুগ কহিয়া থাকেন। ধর্ম্ম পুস্তক* হইতে অবগত হওয়াযায় পরমেশ্বর আদম ও ইভকে অবাধ্যতাপরাধে সুখ নিধান ইডেন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে এই দণ্ড প্রদান করিলেন যে "অদ্যাবধি তোমাদিগকে শরীরায়াস দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে হইবেক" তাঁহাদিগের অধস্তন সন্তান সন্ততি অদ্যাপি উক্ত প্রকার দণ্ড সহ্য করিতেছেন। আদি মাতা পিতা হইতে কেন্ এবং এবেল জন্ম গ্রহণ করেন। কেন্ গর্ব্বিত ও পাষণ্ড ছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার তাদৃশ ভক্তি আস্থা ছিল না। এবেল বিনীত ও স্বীয় স্রষ্টার উপাসনায় নিরত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে সর্ব্ব শক্তিমান্ বিধাতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া ছিলেন। কিন্তু কেনের বলি অঙ্গীকৃত না হইয়া এবেলের বলিই গৃহীত হয়। তদ্দর্শনে কেন্ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ভ্রাতার বক্ষস্থলে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণবধ করিলেন। এইরূপে পৃথিবী আদি মাতা পিতার

* খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম পুস্তক অর্থাৎ বাইবল।

প্রথম সন্তান হইতে নরশোণিতে প্রথম কলুষিত হয়। কালক্রমে আদম ও ইভের অন্যান্য সন্তান জন্মে। এই প্রকারে ক্রমশঃ নরবংশের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। যদিও মনুষ্যের জীবিত কাল এক্ষণে ইহার বর্ত্তমান অবধি ন্যূনাধিক অশীতিবর্ষে পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুরাকালে অধিবাসি সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এই আশয়ে ইহা সহস্র বর্ষান্ত কৃত হয়। নরবংশের বৃদ্ধিসহকারে ভূমণ্ডলে অধর্ম্ম ও অহিতাচারেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত জগদীশ্বর স্বমত বিদ্বেষী মানবগণের অপরাধ সহন করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে এই মনস্থ করিলেন যে পৃথিবীকে পুনর্ব্বার সমনুষ্যা করিবার নিমিত্ত নোয়া এবং তদীয় পরিজনকে জীবিত রাখিয়া সমুদায় পতিত নৃবংশ পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত করিবেন। নোয়া অতি ন্যায় পরায়ণ এবং ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক ছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিজ অনুগ্রহের পাত্র বিবেচনা করিয়া এক জলযান নির্ম্মাণে আদেশ করিলেন। ঐ জলযান প্রস্তুত করিতে নোয়ার একশত বিংশতিবর্ষ লাগিয়াছিল।

জলযান প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া জগদীশ্বর নোয়াকে পরিবারস্থ সমস্ত লোক (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং, তাঁহার পত্নী, তিন সন্তান, এবং তিন পুত্রবধূ এই আট জন) এবং যাবতীয় চেতন পদার্থের এক এক দম্পতি লইয়া তদারোহণে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা সকলে যান মধ্যে প্রবিষ্ট

হইলে মহোদধির নির্ঝর সকল বিবৃত হইয়া অবিরত জলোদ্গার করিতে লাগিল এবং অহোরাত্র চল্লিশ দিন এমত বৃষ্টি হইল যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল এবং যাবতীয় জীবজন্তু বিনষ্ট হইল। তখন জগদীশ্বরের স্বেচ্ছানুসারে বৃষ্টি থামিয়া গেল, এবং ক্রমশঃ জল শুকাইতে লাগিল। এই অবসরে নোয়া সপরিবারে জলযান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিব্যুপরি সমাগত হইলেন এবং সর্ব্ব সাধারণ বিধ্বংস হইতে আপনাদিগের পরিত্রাণ জন্য ঈশ্বরের উপাসনার্থ উপহার প্রদান করিলেন। সার্ব্বত্রিক জলপ্লাবনের বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক, দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বজাতীয় লোকের মুখপরম্পরাগত উপাখ্যান, তৃতীয়তঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৃশ্যমান সন্দেহানাস্পদ জলপ্লাবনীয় এক এক প্রকার চিহ্ন। সৃষ্টির পরে ১৬৫৬ অব্দে উক্ত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপক্রমণিকা। *

ইতিহাসের নিদান, যথা; মুখ পরম্পরাগত উপাখ্যান, কীর্ত্তিস্ত

* অর্থাৎ প্রক্রান্ত বিষয় অবতারণ করিবার পূর্ব্বে যাহা যাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

মুদ্রা এবং লিপিবদ্ধ [illegible]—পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের বিভাগ—[illegible] বিবরণ।

একণে আমরা [illegible] মনুষ্যবর্গের ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের অভিলাষ, নানা জনপদে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য পরিবারের কিরূপে অধিষ্ঠান হইল এবং কিরূপেই বা তাহাদিগের আচার ব্যবহারের উপচয় হইল, সাধ্যানুসারে ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে যত্ন পাইব। এই ইতিহাস সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা [আব]শ্যক বিবেচনা হইতেছে।

ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত অতীত কালের সহিত আমাদিগের পরিচয়ের নিদান তিন, যথা মুখপরম্পরাগত উপাখ্যান, মুদ্রা ও কীর্ত্তিস্তম্ভ, এবং লিপিবদ্ধ বা মুদ্রাঙ্কিত শাসন।

সকল জাতীয় ইতিহাসই উপাখ্যান মূলক, অর্থাৎ এমত কোন জাতীয় ইতিহাস নাই যাহার প্রথম ভাগ উপাখ্যানবিমিশ্র নহে। দেখ, ভারতবর্ষে শ্রুতি শাস্ত্রে শব্দের ব্যুৎপত্ত্যনুসারে এই বুঝায় যে, ঐ শাস্ত্রে শ্রয়মাণ বিষয় সকল বিনিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ সকল গ্রন্থে ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং ইতিহাসবিষয়ক যে সমস্ত উপাখ্যান, লিপিবদ্ধ হইবার সময়, প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রকটিত আছে। উপাখ্যান

হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সচরাচর সে সমুদায়ই বিস্ময়াবহ এবং সংশয়াস্পদীভূত; একটী গল্প পুরুষানুক্রমে অনেক মুখ পরম্পরা হইতে সমাগত হইলে পদে পদে উহার এত পরিবর্ত্ত হয় যে, প্রকৃত তত্ত্ব পরিশেষে মিথ্যার গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সকল জাতির পুরাকালীন লেখ্য সমুদায় কল্পনা ভূয়িষ্ট উপন্যাসে পরিপূর্ণ। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বতন ইতিহাস সমস্ত পদ্যে বিরচিত, যে হেতু পদ্যাত্মক বাক্যনিচয় গদ্য অপেক্ষা অল্লায়াসে মনে করিয়া রাখিতে পারা যায়। ইতিহাসের কালনিরূপণার্থ, অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্ মহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল স্থির করিবার নিমিত্ত, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও মুদ্রা অনেক উপকারে আইসে। কোন অদ্ভুত ঘটনাকে স্মৃতিপথবর্ত্তী রাখিবার উদ্দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল বিনির্ম্মিত হয়, কখন কখন ঐ সকল স্তম্ভোপরি ঘটনার বৃত্তান্ত সমুৎকীর্ণ থাকে। অনেক স্থলে কীর্ত্তিস্তম্ভ বিলুপ্ত হইলে ও উৎকীর্ণ লেখ্য, কালের অপরিহার্য্য গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, আমাদিগের পক্ষে অধিক উপযোগ হয়; কারণ তদ্দ্বারা আমরা, কোন সময়ে ইতিহাস ঘটিত কোন্ প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। পৃথিবীর অসভ্যাবস্থায় লোকে, মুদ্রা কাহাকে বলিত জানিত না; কিন্তু কালসহকারে মনষ্য সমাজে সভ্যতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ-

ইলে মুদ্রাব্যবহার প্রচলিত হয়। কতক গুলি মুদ্রা কোন কোন মহৎ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল; তদ্দ্বারা ঐ ঘটনার দিন নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়। এবং আর কতক গুলিতে কোন কোন মহাত্মার আকৃতি, আখ্যা ও সময় নিখাত আছে: এতদ্দ্বারা আমরা লিখিত ইতিবৃত্তের সময় নির্দ্ধারণ ও ভ্রমনিরাকরণে সমর্থ হই। কিন্তু অক্ষরের সৃষ্টি হইলে পর যে সকল ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অতীত কালের বৃত্তান্ত যে রূপ অবগত হওয়া যায় এমত আর কোন উপায়েই হয় না। আবার মুদ্রাঙ্কনের প্রথা উদ্ভাবিত হওয়াতে ঐ সমস্ত ইতিহাস আরো বিশদ ও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

জলপ্লাবনোত্তর মানবজাতির সাধারণ ইতিহাস কি পদার্থ ইহা সবিশেষ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া ইতি-হাস-লেখকেরা ইহাকে সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া, আমরা খৃঃ পূঃ * দ্বাদশ শতাব্দী সম্ভূত ট্রয়দেশীয় সংগ্রামকে প্রথম পরি-চ্ছেদের অবধি করিলাম। ইহার তাৎপর্য্য, উক্ত সংগ্রাম তাৎকালিক ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ এবং ইউরোপীয়-দিগের আসিয়া মহাদেশে অবিস্মরণীয় প্রথম হঠাবির্ভা-বের সোপান বলিয়া পরিগণিত। দ্বাদশ শতাব্দীর বৃত্তান্ত

* অর্থাৎ খ্রিস্তধৃষ্ট জন্ম পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে।

প্রকটন করাই এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য এবং ইহাই ইতিহাসের নিতান্ত দুরবজ্ঞেয় ও জটিল পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম হইতে সাইরসের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছয় শতাব্দী এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। সাইরস বিশাল পশ্চিম আসিয়া মহাদেশে প্রথম একাধিপত্য স্থাপন করেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ সাইরসের সময় হইতে আলেগজণ্ডরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ২৩০ বৎসর ব্যাপী। উক্ত নরপতি পারসীক রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া আসিয়া মহাদেশে প্রথম ইউরোপীয় আধিরাজ্য সংস্থাপন করেন। ঐ আধিরাজ্য অদ্যাপি ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আলেকজণ্ডরের সময় খৃঃপূঃ ৫৩০ বৎসর হইতে যীশুখৃষ্টের জন্ম গ্রহণ পর্য্যন্ত; এই কালের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তৎসমুদায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। যৎকালে খৃষ্ট অবতীর্ণ হইলেন তখন রোমনগরীর পশ্চিম মহাদেশে একাধিপত্য এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টের জন্মকালাবধি রোমরাজ্যের বিনিপাত সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত, তত্তাবৎ পঞ্চম পরিচ্ছেদের অন্তঃপাতী। ঐ সময়ে বর্ত্তমান ইউরোপীয় ঐক্যবন্ধের প্রথমাঙ্কুর সমুত্থিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে চারি শত বৎসরের বৃত্তান্ত আছে; সচরাচর ইতিহাসের যে অংশ 'পুরাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা এই

পরিচ্ছেদেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ তিমিরাচ্ছন্ন যুগ নামে খ্যাত। ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের সংবর্দ্ধিত সভ্যতা সূচক শিল্প সমস্ত অসভ্যজাতির দৌরাত্ম্যে বিনিপাতিত হয় এবং সমুদায় ইউরোপ মধ্যে উপধর্ম্ম ও অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাব হয়। রোমরাজ্যের পতন হইতে কলম্বসের সময় পর্য্যন্ত ইহার পরিসর। উক্ত মহানুভব নূতন পৃথিবীর আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ইউরোপের উৎসাহ প্রদীপ্ত করিয়া দেন। ১৪৯২ খৃঃ অব্দ কলম্বসের সময় বলিয়া পরিগণিত। সপ্তম বা অন্ত্য পরিচ্ছেদের স্থায়িত্ব আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে কেবল বন্য ও অসভ্যাবিস্থায় অবস্থিত মানবজাতির ইতিহাস মাত্র অবগত হওয়া যায়; কিন্তু এই অন্তিম পরিচ্ছেদে জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চ সোপানাধিরূঢ় মনুষ্যবর্গের ইতিহাস নিহিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

খৃঃ পূঃ ২৩৪৪---১১৮৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ জলপ্লাবন হইতে ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম পর্য্যন্ত।

জলযানের অবস্থিতি—নোয়া ব্যাবেল বা ব্যাবিলোনিয়ায় প্রা-

শাপ—নিমরূড্—নিনিভা—বেলস—তাহার বৈপরীত্য—আসিরিয়া রাজ্য—সেমিরেমিস্—ভারতবর্ষে তদীয় যুদ্ধযাত্রা-ব্যাবিলন--মিসর—হার্ম্মিস—অক্ষরের সৃষ্টি—ধর্ম্ম--ইহুদীদিগের উৎপত্তি—গ্রীসদেশের প্রথম বসতি—মিসরদেশের অগ্রিম সভ্যতা--মিসর হইতে ইহুদীদিগের যাত্রা--সিসক্রিস—সিক্রপস—ক্যাডমস--ডানেয়স-গ্রীসীয় পুরাণ--আর্গনটিক সজ্জা—ক্রীট—মাইনস--হর্কিউলিস--থিজিউস।

পরিশেষে জলযান আরারাট্ পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থিতি করে। কোন কোন ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা ঐ পর্ব্বতকে আর্মিনিয়া দেশের অন্তঃপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উহা ভারতবর্ষের বায়ুকোণবর্ত্তী বাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের কোন অংশে অবস্থিত হইবেক। যাহা হউক, এই অনুমান নিম্ন-প্রদর্শিত কারণ বশতঃ অধিক সম্ভবপর বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ বৃহন্মহাদেশের অন্তর্গত ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার সংস্থানানুসারে বাক্‌ট্রিয়া রাজ্যকে অপেক্ষাকৃত অধিক মধ্য স্থলবর্ত্তী বিবেচনা হয়। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, ব্যাবিলোনীয় সমতল ক্ষেত্রের পূর্ব্ব হইতে মনুষ্যপরিবারের প্রথম সমাগম হয়। ফলতঃ আর্মিনিয়া ঐ প্রদেশের উত্তারাংশে অবস্থিত।

জলযান স্থিতিযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইলে নোয়া ঈশ্বরের আদেশানুসারে স্বীয় পরিবারের সহিত তথা হইতে বিনির্গত হইলেন এবং তদাশ্রিত অপরাপর জীবজন্তু

সকল ও মুক্তিলাভ করিল। পৃথিবী পুনর্ব্বার স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উর্ব্বরত্বে যোজিত হইল; জলপ্লাবন নিবন্ধন মৃত্তিকা অত্যন্ত সরস ও সারাল হওয়াতে উদ্ভিজ্জগণ অসামান্য বৃদ্ধি সহকারে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল; এবং পৃথ্বীতল ত্বরায় নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ও ভীষণ পশুচয়ে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু মানবজাতি তৎকালে অল্পসংখ্যায় একটীমাত্র স্থানে আবদ্ধ ছিলেন। পরে মনুষ্যজাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে ঐ সংখ্যার এত আধিক্য হয় যে, সুখস্বচ্ছন্দে একত্র অবস্থান করা সকলের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর ও কঠিন হইয়া উঠিল। তখন কিয়ৎসংখ্যক, অনুমান হয়, ন্যূনাধিক ৫০০০ ব্যক্তি, পৈতৃক ভূমি, (নোয়ার বাসস্থল) পরিত্যাগ করিয়া বসতি যোগ্য অভিনব প্রদেশের অন্বেষণে বহির্গত হইল। তাহারা ধীরে স্থিরে পশ্চিমাভিমুখে পর্য্যটন করত পরিশেষে শিনার বা বাবিলোনের সমতল ক্ষেত্রের উপান্তে উপনীত হইল। বিবেচনা হইতেছে, প্রধান গৃহস্বামী* উহাদিগের অগ্রগামী হয়েন নাই; তিনি, যথায় জলযান অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহারই আসন্নবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন ইহাই সর্ব্বথা সম্ভাবিত; আর তাঁহার সন্তান সন্ততিরা, ভারতবর্ষ চীন ও অন্যান্য প্রত্যাসন্ন

* নোয়া।

প্রদেশে যাইয়া অধিবাস করে ইহা অনুমিত হয়। যে সকল ঔপনিবেশিকেরা ব্যাবিলোনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তাহারা সমতল ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় বসতি করিতে সম্মত হইল এবং হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণোপযোগী প্রচুর উপাদান প্রাপ্ত হইয়া একটী পুরী ও গগনস্পর্শী একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে বদ্ধমনোরথ হইল। কিন্তু ত্বরায় তাহাদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। জগদীশ্বর তাহাদিগের এই দুরাগ্রহ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পরের ভাষার ব্যতিক্রম জন্মাইয়া দিলেন। সুতরাং কর্ম্মচারী পুরুষেরা পরস্পরের কথা বার্ত্তা বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা এই অদ্ভুত ব্যাপারে নিবৃত্ত এবং ইতস্তুতঃ প্রসৃত হইতে সম্মত হইল। এইরূপে তাহাদিগেরে পরিশ্রমে পশ্চিম খণ্ডে * ভাবী রাজ্য সকলের সূত্র পাত হইল।

যাহা হউক, অনুমান হয়, কতক গুলি লোক স্থানান্তরে না যাইয়া ব্যাবিলোনেই অবস্থিতি করিয়াছিল এবং নিমরড্ নামক এক অসমসাহসিক ব্যক্তি তাহাদিগের অধ্যক্ষতা পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে, ঐ ব্যক্তিই ইতি[illegible] ঔপনিবেশিকদিগকে সিনারে লইয়া আসিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট আছে

* আসিয়ার পশ্চিমবর্ত্তী বলিয়া ইউরোপ মহাদেশ পশ্চিমখণ্ড শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

"ঈশ্বর সমক্ষে তিনি পরাক্রান্ত মৃগহন্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন"। উক্ত বাক্যে এই বুঝাইতে পারে যে, তিনি আপন অনুচরবর্গকে চতুঃপার্শ্বস্থ কাননবাসী পশুযূথের মধ্য দিয়া নিরাপদে লইয়া আসিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ অরণ্যসত্ত্বাধিকৃত নিবিড় গহনে পরিবৃত হওয়াতে ঐ সমস্ত প্রাণি সমুন্মূলন ব্যতিরেকে মানবীয় বাসস্থলের পরিধি বিস্তৃত করা যাইতে পারিত না। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তিনি ব্যাবিলোনে শিশু সাম্রাজ্য সংস্থাপন এবং পরিশেষে অপরাপর নগরী নির্ম্মাণ করেন। খৃঃ পূঃ ২২১৩ অব্দে তিনি রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং ১৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া অনুমিত খৃঃ পূঃ ২০৬৫ অব্দে দেহ লীলা সম্বরণ করেন।

ইহা সম্ভব বটে যে নিম্রডের রাজ্য শাসন কালে অসুর (য়্যাসর) নামা এক ব্যক্তি বাবেল্ হইতে কতক গুলি বাস্তুবিহায়ক * লইয়া যান এবং টাইগ্রিস্ নদীর উত্তরাংশে উত্তীর্ণ হইয়া অসুরীয় (আসীরিয়া) রাজ্য এবং উহার রাজধানী নিনিভা নগরের পত্তন করেন।

বেলস্ নিম্রডের সন্নিহিত সপিণ্ড না হইলেও তদীয় রাজ্যে উত্তরাধিকারী হইয়া ছিলেন। তাদৃশ

---

* যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব বাসস্থান পরত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইয়া বসতি করে, বাস্তুবিহায়ক শব্দে তাহাদিগকে বুঝিতে হইবেক

পূর্ব্বতন সময়ে পুত্রপৌত্রিক অধিকারপ্রণালী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, প্রভূতপরাক্রমশালী অথবা সমধিক যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অধ্যক্ষতা ভার সমর্পিত হইত। বেলস্ অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও বিদ্যানুশীলনে আসক্ত ছিলেন। তিনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। কৃষিকর্ম্মের উন্নতিসাধনকল্পে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কথিত আছে তিনি ঐ বিদ্যার উদ্ভাবয়িতা ছিলেন। ব্যাবিলোনস্থ ক্যাল্‌ডিয়িক জ্যোতির্ব্বেত্তৃ বিদ্যালয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যমান ছিল।

নিম্‌রড্ যখন মরেন, অসুরের (য়্যাসরের) মৃত্যু ও প্রায় সেই সময়েই ঘটে। নাইনস্ তাঁহার রাজ্য সম্পদের অধিকারী হয়েন। উক্ত নৃপতি বীরস্বভাব ও দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তিনিই ইতিহাসোল্লিখিত প্রথম যুদ্ধের আরম্ভ করেন। স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিবার আশয়ে, তিনি নিম্‌রডের রাজ্যকে আপন অস্ত্রের লক্ষ্য স্থির করিলেন এবং অনায়াসে উহা হস্তগত করিলেন। অনন্তর, ব্যাবিলোনের পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার পরাক্রমের অধীনতা স্বীকার করিল। এইরূপে প্রথম-বিক্রমসম্ভূত আসীরিয়া রাজ্য সমুত্থিত হয়। তিনি এই সকল অধিকার লাভেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, বাক্‌ট্রিয়া আক্রমণ করিতে যান। ঐ রাজ্য, আমাদিগের বিবেচনায়, জলপ্লাবনো-

ত্তর মনুষ্যজাতির আদি বাসস্থান ইহা পূর্ব্বে উল্লি-
খিত হইয়াছে। পুনঃপুনঃ পরাভবের পর, পরিশেষে
তিনি এক জন নিজ সেনাপতির বনিতা সেমিরামিসের
সাহায্যে উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি পশ্চাৎ
ঐ নারীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাইনসের মৃত্যু হইলে, সেমিরামিস তদীয় সিংহাসনে
অধিরোহণ করিয়া ব্যাবিলোনে রাজধানী লইয়া যান।
ঐ স্থানকে তিনি পরিশেষে সমৃদ্ধ অট্টালিকা মালায়
ভূষিত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন।
কথিত আছে, সেমিরামিস্ নিজ পতির অবলম্বিত জয়া-
ধায় [illegible] হইয়া এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারস্থিত
সমুদায় প্রদেশ নিষ্কণ্টক হইয়াছে বিবেচনা করিয়া,
এক দল পরাক্রান্ত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং হিন্দু-
দিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ঐ নদের অপর পারে
যাত্রা করিলেন। ইতিহাস-লেখকেরা তাঁহার সৈন্য
সংখ্যার যেরূপ বাহুল্য বর্ণন করেন তাহা কোন ক্রমেই
বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই ঘটনাতে
ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতে পারে যে, এই রণপ্রয়াণ
তৎকালের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধযাত্রা বলিয়া পরিগণিত হই-
য়াছিল। যাহা হউক, সেমিরামিস্ এই বারে সসৈন্যে
পরাস্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি রণক্ষেত্রে
প্রাণ পরিত্যাগ করেন; অপরে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন

যে, তিনি সংগ্রাম স্থল হইতে অবমানিতা হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করাতে প্রজাবর্গ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে যে দেবাসুরযুদ্ধের উল্লেখ আছে, উহা এই যুদ্ধ হইলেও হইতে পারে এই রূপ অনুমান নিতান্ত অসম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, মনুষ্যবংশের পরিবারের কিয়দংশ বাক্‌ট্রিয়ায় অবস্থিতি করিয়াছিল এবং পশ্চাৎ উহারাই ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে ইতস্ততঃ পর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অপরাংশ ব্যাবিলোনে গমন করে। এইরূপে দুই প্রধান মনুষ্যশাখা সিন্ধুনদ দ্বারা পরস্পর হইতে বিভাজিত হয় এবং উক্ত সংগ্রাম যাত্রায় উভয়ের মধ্যেই প্রথম শস্ত্রক্ষোভ জন্মে। উক্ত অনুমানে ইহাও যুক্তিবহির্ভূত বোধ হইতেছে না যে, হিন্দুরা, আপনাদিগের হইয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু, তাঁহারা জয় লাভ করেন; এবং আপনাদিগের প্রতিকূলে যাহারা অস্ত্র ধারণ করে, তাহাদিগকে পরাক্রান্ত দৈত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যেহেতু রণক্ষেত্র শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছিল।

সেমিরামিসের মৃত্যু বা রাজ্যভ্রংশের পর তদীয় পুত্র নিনায়স্ আসীরিয়া রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অনন্তর নিনায়সের পরলোক হইলে, যে

বিত্তত রাজাবলী ক্রমশঃ সিংহাসনাধিকার করিয়াছি-লেন, তাঁহারদিগের রাজ্যশাসনের বিবরণ নিতান্ত অনি-শ্চিত ও সংশয়াবহ। তাঁহারদিগের মধ্যে অন্তিম রাজা পরমবিলাসী সার্ডানাপলস্ শত্রুবর্গের সহিত যুঝিতে অসমর্থম্মন্য হইয়া এক প্রকাণ্ড চিতা সজ্জিত করিলেন এবং স্বীয় পরিবার ও সম্পত্তির সহিত তদুপরি অধিরোহণ করিয়া সমুদায় ভস্মাবশেষ করিলেন। এই আ-সীরিয়া রাজ্যের বিধ্বংস, ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিবেচ্য।

এইক্ষণে ভাষাবিপ্লবের সময় পুনর্ব্বার আমাদি-গের বিচারমার্গে প্রবিষ্ট হইল। ঐ ঘটনা দ্বারা নানা-স্থানে, বিশেষতঃ ব্যাবিলোনের পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশ সকলে বাস্তুপরিবর্ত্ত উৎপাদিত হয় অর্থাৎ অনেকে স্ব স্ব বাস-স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে অধিকন্তু ব্যাবি-লোনের পশ্চিমস্থ জনপদ সমূহে যাইয়া নূতন ব-সতি করে। মিজ্‌রহিম কিয়ৎসংখ্যক লোকের অধিনে-তৃত্বপদ গ্রহণ করিয়া মিসর দেশে যাত্রা করেন। সচ-রাচর ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করিয়া থাকেন, ব্যাবি-লোনে নিম্‌রডের রাজ্য সংস্থাপিত হইলে ১৫ বৎসর পরে, তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মিসর দেশ নদীমাতৃক, তথায় জলকষ্ট নাই দেখিয়া মিজ্‌-রহিম ঐ দেশে অধিবাস করিলেন। তিনিই মিসরের

প্রথম অধিপতি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কাল ক্রমে তিনি ওসরিস্নামক দেবতা বলিয়া লোকের অর্চ্চনা-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি সাত পুত্র রাখিয়া যান। কথিত আছে ঐ সাত পুত্র পিতার অখণ্ড রাজ্য সাত অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আধিপত্য করেন। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্র-গণ্য প্রথিততম পাথুসিম্ বা থিয়ৎ পিতার সহকারী ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে।

পাথুসিম্ শিল্পকলায় ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিসাধন কল্পে একান্ত মনোযোগী ছিলেন এবং তাঁহাকেই সকলে মিসরদেশের ব্যবহৃত অক্ষরাবলীর উদ্ভাবয়িতা নির্দ্দেশ করে। তিনি ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও ভাষাসংস্কার করিয়াছিলেন এবং মিসরীয় ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মা-চার প্রচলিত হয় তাহার অনুষ্ঠাতা এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলনে সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। অধিক কি, তিনি ঈদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন এবং উপচিকীর্ষুপ্রকৃতি ছিলেন যে, সমুদায় ব্যবহারোপযোগী শিল্পের উদ্ভাবন তাঁহাতেই ব্যপদিষ্ট হইয়াছিল। এই ঘটনাতে তাঁহার নামের প্রতি অনেক সংশয় জন্মিয়াছে এবং কোন কোন ইতিহাসলেখ-কেরা এরূপ অনুমান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই যে, সময়ে সময়ে উক্ত নামের অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক্ জাতীয়দিগের মধ্যে তিনি

হার্ম্মিস্ নামে প্রসিদ্ধ। নব্যসম্প্রদায়ের নিকট তিনি হার্ম্মিস্ ট্রিস্মেজেষ্টিস্ নামে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহা নিতান্ত দুরবগাহ ও বিশ্বাসাযোগ্য।

প্রায় এই সময়ে, ব্যাবিলোনীয় বাস্তুবিহায়ক দল হইতে অন্যান্য জাতিরও সমুদ্ভব হয়। কতকগুলি কেনানে, কতকগুলি আরব দেশে কতকগুলি পারস্যে এবং আসিয়ামাইনরে যাইয়া অধিবাস করে। কিন্তু ব্যাবিলোনের পূর্ব্বভাগে যে উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় আমরা তাহার বিষয় কিছুই অবগত নহি।

অক্ষরের উৎপত্তি বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। যে দেবনাগর, সিন্ধুনদের পূর্ব্বে (চীন-বর্জ্জিত) যে সমস্ত বর্ণমালা প্রচলিত, তাহাদিগের প্রসূতি স্বরূপ, সেই দেবনাগর দেবপ্রদত্ত বলিয়া হিন্দুরা নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং ইহা আমাদিগের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে যে, উক্ত বর্ণমালার জটিল উৎপত্তি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠি। অপেক্ষাকৃত সুগম গবেষণামার্গে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সিন্ধুনদের পশ্চিমে নিম্‌রডের সময়ের অব্যবহিত পরে বেলস্ ব্যাবিলোনে গ্রহনাক্ষত্রিক গণনার প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত রীতিমত পত্রাঙ্কে বিনিবেশিত ছিল, এবং বহুশতাব্দীর পর মহাবীর আলেগজ-

গুর বিজয় লাভ করিয়া নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে প্রদর্শিত হয়। যদিও কোন কোন ব্যক্তির মত বিভিন্নপ্রকার, আমরা এই পুরাকালিক অক্ষরব্যবহারের উল্লেখ হইতে নিষ্পত্তি করি যে, ব্যাবিলোনেই অক্ষরের সৃষ্টি হয়। ইহাও অনুমিত হইয়া থাকে যে, আরব, পারসীক, ইহুদি এবং ফিনীসীয়দিগের মধ্যে সেই এক অক্ষরই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অক্ষরাবলী হিব্রু বা তৎসদৃশ অন্য কোন মাতৃকা ছিল এবং উক্ত মাতৃকার ন্যায় ইহাও দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। ফিনীসিয়া হইতে এই বর্ণমালা গ্রীসদেশে যায় এবং তথায় থাকিয়া কিছু কিছু পরিবৃত্তি সহন করে। পরে গ্রীস হইতে ইটালি যাইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করে এবং ইটালি হইতে রোমানদিগের জয়লক্ষ্মীর সহিত ইউরোপ মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এইরূপে আমরা অনসম্ভবনীয় অনুমান দ্বারা, যে বর্ণাবলী এক্ষণে সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপের শাসন প্রচার করিতেছে, ব্যাবিলোন নগরীতে প্রথমোদ্ভাবিত মাতৃকা হইতে তাহার উৎপত্তি বিনির্ণয় করিতেছি, যদিও এক্ষণে ঐ নগরীর সন্নিবেশ স্থলও বিবাদাস্পদীভূত। যাহা হউক, আমাদিগের ইহাও উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে যে, মিসর এবং অন্যান্য নানা জনপদে ব্যবহৃত অক্ষরাবলী প্রাতিমূর্ত্তিক ছিল অর্থাৎ হস্ত্যশ্বাদির প্রতি-

মূর্ত্তি এক এক অক্ষরের সূচক ছিল; কিন্তু ঐ বর্ণাবলীর উৎপত্তি বা বিস্তৃতির বিষয় নির্দ্ধারিত করা আমারদিগের ক্ষমতা বহির্ভূত।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ক লেখন সকল তাদৃশ বিষদ ও পরিস্ফুট নহে। মানব জাতির নির্দ্দোষ পবিত্রাবস্থা ভ্রংশের পরেই বলিদান প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম প্রথম, পরিজনাধ্যক্ষ, তদনন্তর এক এক জাতীয় দলপতি, এবং পরিশেষে, পৌরহিত্য যাঁহাদের কুলধর্ম্ম ঈদৃশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলি প্রদান করিতেন। এই রূপে সর্ব্ব দেশীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। বিবেচনা হয়, জলপ্লাবনানন্তর কিয়ৎকাল এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অর্চ্চনাই বলবতী হইয়া ছিল; কিন্তু সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান জনশ্রুতিমূলকতানিবন্ধন ক্রমশঃ বিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়াতে, মানবজাতি ঈশ্বরোপাসনার যথেচ্ছ কল্পনা করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তিমিরাবৃত পৌত্তলিকতা কূপে নিপতিত হইয়া অন্ধীভূত হইল। আমরা নির্ণয় করিতে পারি না কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে কল্পিত-দেবদেবীর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হয়; ইহা সম্ভব্য বটে যে, পূর্ব্বদেশীয় (ভারতবর্ষীয়) সুধীগণ কর্ত্তৃক দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইবার অনেক পরে উক্ত প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ যে সমস্ত পৌত্তলিক ধর্ম্মসংস্কার নাম এক্ষণে

সর্ব্বসাধারণের আদরণীয়, তৎসমুদায় ভারতবর্ষে বীর পুরুষদিগের সময় ও দার্শনিক যুগে অপরিজ্ঞাত ছিল।

যে ব্যাবিলোনীয়েরা প্রথম জ্যোতির্ব্বিৎ বলিয়া প্রথিত, তাহাদিগকেই আবার পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বিবেচনা হয়। ইহা অসম্ভব নহে যে, তাহারা গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি নিরূপণে নিযুক্ত থাকিয়া উহাদিগের উপরি অমানুষী শক্তি সমারোপিত ও ঐশী মর্য্যাদা সমর্পিত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। এই রূপে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পূজা আরম্ভ হয়। তৎপরেই যে বীর, সুধী এবং নৃপদিগের অর্চ্চনা প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর। পুরাবৃত্তে মনুষ্যের দেবত্বাধিরোহণের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থল ক্যাল্ডিয়িক জ্যোতির্ব্বিদ্যা-প্রবর্ত্তক বেলস্। তাঁহার সম্মানার্থ একটী স্তম্ভ বিনির্ম্মিত হয় এবং লোকে তাঁহাকে দেব বেল্ নামে পূজা করিয়াছিল। তদনন্তর মহাভূতচয়, উত্তুঙ্গ শৈল মালা, এবং বৃহৎ নিম্নগাগণের পূজা আপতিত হয় এবং পরিশেষে, এমন্ কি, বিবিধ পাপেরও দেবত্বাধিষ্ঠান সাধিত হইয়াছিল। এইরূপে মনুষ্যগণ এক মাত্র পরাৎপর পরমেশ্বরের জ্ঞানভ্রষ্ট এবং তদীয় নিরাকার ভাবনা বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ অলীক ধর্ম্মজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, পরিশেষে, যত কেন হেয় ও নীচ হউক না, কোন পদার্থের অর্চ্চনা করিতে কুণ্ঠিত ও বিমুখ হইত না।

মনুষ্য ঈশ্বরোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইবার অল্প কাল পরেই, বিশ্বপতি ব্যাবিলোনিয়া বাসী এব্রাহিমকে এই অভিপ্রায়ে আহ্বান করিলেন যে, তদীয় সন্তানসন্ততির নিকট আত্মজ্ঞান নিক্ষিপ্ত রাখিবেন। কোন কোন ইতিহাস লেখকের মতে, এব্রাহিম তদনন্তর ক্যাল্‌ডিয়িকদিগের নবজুষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের বিরোধী হওয়াতে দেশনিষ্কাশিত হইলেন। তখন জগদীশ্বর তাঁহাকে কেনান প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন এবং তদীয় অধস্তনদিগকে উক্ত ভূমির অধিকারী করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি আরো অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন যে, আত্মোৎসর্গ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পতিত নৃবংশের উদ্ধারের নিমিত্ত পূর্ণ সময়ে, তাঁহারই বংশে, মেসায়া (ঈশ্বরাংশ) জন্ম গ্রহণ করিবেন। এব্রাহিমের পুত্র আইজাক্। আইজাকের পুত্র জাকব। জাকবের দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশ য়িহুদি পরিবার সমুত্থিত হয়। জাকব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সপরিবারে মিসর গমন করেন। তদীয় পুত্র জোজেফ তৎকালে মিসরের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি জাকবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে গোশেন্ নামক প্রদেশে স্থাপিত করিলেন। প্রত্যাসন্ন জনপদবাসী লোকেরা ক্রমশঃ অধিকতর পৌত্তলিক ধর্ম্মানুরক্ত হইতে লাগিল এবং "সকলই অনিত্য, ঈশ্বর সত্য" ইত্যাকারক জ্ঞান কেবল ইজেলের বংশেই বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

কিয়ৎসংখ্যক বাস্তুবিহায়কেরা ব্যাবিলোন হইতে বহির্গত হইয়া পর্য্যটন করত আসিয়ার পশ্চিম সীমাস্থ সমুদ্র কূলে উত্তীর্ণ হয় এবং তথা হইতে সামান্যাকার নৌকায় আরোহণ পুর্ব্বক আসিয়া মাইনরের সম্মুখীন গ্রীস্ দেশে উপনীত হইয়া তাহা অধিকার করে। এরূপ ও অনুমিত হইয়া থাকে যে, আর কতকগুলি থ্রেসের মধ্য দিয়া মণ্ডলাকৃতি ভৌম পরিভ্রমণ ক্রমে উক্ত দেশে উপস্থিত হইয়া ছিল। এই সমস্ত ঔপনিবেশিকেরা যাইয়া দেখিল সমুদায় দেশ নিবিড় অরণ্যে সমাবৃত; কিন্তু তাহাদের প্রযত্নে ঐ সমস্ত কানন অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। জঙ্গল কাটিয়া তাহারা শীঘ্র সমুদায় দেশ পরিষ্কার করিয়া তুলিল পেলাস্জি জাতি দক্ষিণ গ্রীসের এবং হেলিনিস্ জাতি উত্তর গ্রীসের আদিম অধিবাসী। এব্রাহিম যে সময়ের লোক, প্রায় সেই সময়েই, ইনাখস্ কর্ত্তৃক আর্গসে পেলাস্জি জাতির প্রথম বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত আর্গস গ্রীকদিগের নিকট জ্যেষ্ঠত্বাভিমান করিত। পরিশেষে হেলেনিসেরা পেলাস্জি জাতি অপেক্ষা অধিক প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদিগকে বাস ভূমি হইতে অপসারিত করিয়া আপনাদিগের নামে সমুদায় দেশের নামকরণ করিল।

বিবেচনা হইতেছে, হেলেনিস্ জাতি গ্রীসে দৃঢমূল এবং ডোরিক, আইওনিক, ইওলীয় ও আটিক এই চারি

সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরাই উত্তরকালীন রাজ্যবিপ্লবেও স্ব স্ব প্রভেদক লক্ষণ পরিত্যাগ করে নাই। যাহা হউক, যে সমস্ত সভ্য বাস্তুবিহারকদিগের বিষয় আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, তাহাদিগের আগমনে হেলেনিস্ জাতির পরাক্রম ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়া যায়।

এক্ষণে আমরা বিচারমার্গে পুনর্ব্বার মিসরের বৃত্তান্ত সমানয়ন করিলাম। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত নিতান্ত দুর্বোধ ও অপরিস্ফুট। যাহা হউক, এতদ্দেশে যে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন এবং শিল্প ও সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হয়, এবিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সমস্ত বিষয় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সৌকর্য্য সম্পাদন করে, পৃথিবী শৈশবাবস্থায় মিসরের নিকট তত্তাবতের উপদেশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির প্রসন্নতা ও আনুকূল্যে মিসরের অগ্রিম সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হয়। আফ্রিকার মধ্যে কেবল মিসরেই সুদীর্ঘ নৌতার্য্য নদী আছে। ঐ নদী (নীল) গঙ্গার ন্যায় প্রতিবৎসর প্লাবিত হইয়া চতুর্দ্দিকে এক প্রকার সার নিক্ষেপ করিয়া যায়; তাহাতে মৃত্তিকা সম্যক্ উর্ব্বরত্ব ধারণ করে। অপিচ, মিসর, আফ্রিকা ও আসিয়ার পরস্পর সম্মেলনের এক মাত্র সন্ধিস্থল ছিল এবং অতি প্রাচীন কালে সুবিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া ছিল।

ঐ বাণিজ্য মিসরের তাদৃশ সৌভাগ্য সমৃদ্ধির একটী কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মিসরের উত্তর দক্ষিণে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল। অত্রত্য পুরোহিতবর্গ ও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় এক স্বতন্ত্র ও সম্ভ্রান্ত জাতি ছিলেন। বিবেচনা হইতেছে, তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে ঐ সকল অধিবাসীরা চলিত। মিসরের উত্তরাংশ দিয়া নীল নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ অংশই সাতিশয় উর্ব্বর।

মিজ্‌রহিমের প্রথম অধিবাস হইতে খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে পঞ্চবিংশতি নরপতি মিসরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ন্যূনাধিক ঐ সময়ে (খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসরে) এক দল বিডুইন আরব অতর্কিতরূপে উত্তর মিসরের উর্ব্বর শস্যাঢ্য প্রদেশ সমূহে উপস্থিত হইয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করে। তাহারা সমুদায় গ্রাম ও নগর জ্বালাইয়া দেয়, অধিবাসীদিগের প্রাণসংহার করে এবং চতুর্দ্দিকে নির্ম্মনুষ্যত্ব বিস্তারিত করে। মিসরের ঈশানকোণাবস্থিত গোষেন প্রদেশাধিবাসী ইজ্‌রেল সন্তানেরা উক্ত জেতৃগণের উৎপীড়নে সাতিশয় জ্বালাতন হইয়াছিলেন। পরিশেষে, জগদীশ্বর ইজ্রেলদিগের দুঃখ দর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগকে বিজ্ঞানভূমি হইতে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত কেনান প্রদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মোজেসকে

অলৌকিক শক্তিপরিগত করিলেন। তাঁহার অধিনেতৃত্বে এবং সর্ব্বশক্তিমানের হস্তাবলম্বে স্ত্রীবাল ব্যতীত ছয় লক্ষ ইজ্রেল্ মিসর হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে মিসরাধিপতি ফারাও কেরো ও তাহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইজ্রেলেরা দৈব সংঘটন বশতঃ নির্ব্বিঘ্নে লোহিত সাগর পার হইল; তাঁহার সৈন্যের এক প্রাণীও নিস্তার পাইল না, সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরিশেষে তাহারা পর্য্যটন ক্রমে সিনাই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ পর্ব্বতকে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ার সন্ধিস্থল বলা যাইতে পারে। তথায়, যখন ঘনঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং প্রচণ্ড ঝন্ঝা মারুত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে ইত্যবসরে জগদীশ্বর মোজেস্‌কে, হিব্রুজাতি ভবিষ্যতে যে প্রকারে চলিবেক, তদ্বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকটিত করিলেন এবং মনুষ্যজাতি বিনয়নার্থ আদেশদশকাত্মক নিয়ম প্রব্যক্ত করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রতারণা সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করাতে ইজ্রেল্‌দিগকে দণ্ডস্বরূপ চত্বারিংশদ্বর্ষ অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল; কোন ক্রমেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারে নাই। মোজেসের মৃত্যু হওয়াতে, জোশুয়া নামক এক জন সুনিপুণ যোদ্ধা তাহাদিগকে কেনানে লইয়া যান। অনেক রুধির পাতানন্তর তাহারা ঐ প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম পুস্তক-প্রসিদ্ধ এই কনান প্রদেশ প্রাচীন ফিনী-সিয়ার অন্তর্গত। তৎকালে পৃথিবীর যে সকল ভাগ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া ছিল, উক্ত ফিনীসিয়াদেশ তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত। ফিনীসিয়া অতি পুরাকালে হামের সন্তান, ব্যাবিলোনীয়/বাস্তবিহারকগণ-কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল। ইহা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত এবং ইহার দক্ষিণ সীমা মিসর। মিসরে যে সমস্ত শিল্পকলা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় অল্পকালের মধ্যেই ফিনীসিয়াতে সমানীত হয়, এবং ইহা সম্ভব পর বটে তথায় আসিয়া তাহাদিগের অধিকতর উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। ফিনীসিয়দিগের সুবিস্তৃত বাণিজ্য কার্য্যে খতপত্রের প্রয়োজন থাকাতে, সবিশেষ যত্নের সহিত এখানে লেখার চর্চ্চা হয়। সুদীর্ঘ উপকূল থাকা প্রযুক্ত তাহারা ব্যাপকরূপভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন বিপ্রকৃষ্ট প্রদেশ সকল তাহাদিগের পরিজ্ঞাত হয়, বিপুল ধনাগম ও বহুবিষয়ক জ্ঞান লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিক তাহাদিগের অন্তঃকরণও অসম সাহসিক ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়। এই সমস্ত কারণ বশতই ফিনীসিয়েরা, অপরাপর সমুদ্র-বিপ্রকৃষ্ট জাতিদিগের স্বপ্নদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদিগের ——— নগরী টায়র, "সমুদ্রেশ্বরী" এই আখ্যা প্রাপ্ত

যে সমস্ত আরবেরা মিসরে আসিয়া অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা ইজ্রেল দিগের প্রস্থানের কিয়ৎকাল পরেই থীব্স নগরীস্থ, দক্ষিণ মিসরাধিপতি কর্ত্তৃক দেশনিঃসারিত হইল। অনন্তর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে মহানুভব সিসস্ট্রিস মিসরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এপর্য্যন্ত যে সমস্ত নরপতি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমুদায়ের মধ্যে উক্ত রাজা সমধিক পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত আছে তাহা প্রতীতিযোগ্য নহে; কিন্তু তাঁহার অধিকারসময়, যে মিসরীয় ইতিহাসের নিতান্ত গৌরবাবহ ও অভিমানাস্পদীভূত পরিচ্ছেদ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি তৎকালপরিচিত পৃথিবীর বহিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে স্বীয় শস্ত্র প্রভাব বিস্তারিত করিয়া ছিলেন। কিঞ্চ, তিনি অত্যদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল সমুত্থাপিত এবং জাতীয় সাধুকর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুত্তেজিত করেন। ঐ প্রবৃত্তি তাঁহার মৃত্যু হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত বলবতী ছিল।

সিসস্ট্রিসের অব্যবহিত পূর্ব্বাধিকারি কর্ত্তৃক যে আরব বিজেতৃগণ দূরীকৃত হয় তাহাদিগের প্রপীড়নে কতিপয় প্রধান প্রধান নগরবাসীরা অসংখ্য অনুচরবর্গের সহিত মিসর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অসমগ্রাধ্যুষিত জনপদ সমূহে যাইয়া নূতন বাস্তব্য করেন, এইরূপে তৎকালাসভ্য প্রদেশ

সমুদায়ে মিসরোদিত সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় এবং ঐ সমস্ত প্রদেশে জ্ঞান ও [illegible]তার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ঈদৃশ অদ্ভুত শক্তি সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, কতিপয় শতাব্দীর মধ্যেই মিসরার্জ্জিত শিল্প-জাত ও জ্ঞানরাশি ন্যাক্কৃত হইয়া পড়িল।

এই সকল ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে সিক্রপ্সকে সর্ব্ব প্রথম বিবেচনা হইতেছে। তিনি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে গ্রীসে গমন করিয়াছিলেন এবং আটিকায় স্থিত হইয়া তত্রত্য; অধিবাসিগণের মধ্যে মিসরীয়দিগের জ্ঞানের প্রচার, তাহাদিগকে হলপরিচালনার শিক্ষাদান, ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং আটিকার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন।

সিক্রপ্সের বাস্তপরিবর্ত্তনানন্তর ন্যূনাধিক ত্রিষষ্টি বৎসর অতীত হইলে কাড্মস্ আর এক দল ঔপনিবেশিক লইয়া আটিকার সন্নিহিত থীব্স নগরে উপনীত হন। কাড্মসের পিতা সিক্রপ্সের সমকালেই মিসব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ফিনীসিয়ায় যাইয়া অধিবাস করেন, তজ্জন্য কাড্মস্ মিসর ও ফিনীসিয়া, উভয়ত্র পরিশীলিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিয়োসিয়ায় আসিয়া তত্রত্য অসভ্য অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া থীব্সনগরী সংস্থাপিত করেন। কালক্রমে এই নগরী বিয়োসিয়ার অপরাপর নগরীর

মধ্যে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। তিনি গ্রীস দেশে ফিনীসিয় বর্ণমালা প্রচলিত করেন। এই বর্ণমালা ক্রমশঃ রূপান্তরে পরিণত এবং সময়ক্রমে বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হইতে আরব্ধ হয়। উক্ত রূপান্তরিত বর্ণমালায় গ্রীসদেশীয় কবি, ইতিহাসলেখক ও পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের সেই সমস্ত অবিনশ্বর কৃতি লিখিত হইয়াছে, যাহা উত্তরোত্তর জনসমাজের জ্ঞানোৎকর্ষ হইলেও এপর্য্যন্ত রচনার বিশুদ্ধ আদর্শস্বরূপ বলিয়া সমাদৃত হইতেছে।

ডানেয়স্‌ও প্রায় এই সময়ে মিসর পরিত্যাগ করিয়া আর্গসে আসিয়া বসতি করেন। তিনি ঐ প্রদেশ সুশৃঙ্খল ও শাসিত করিয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর বিবেচনা হইতেছে যে, ঐ সময়ে কিম্বা উহার কিঞ্চিৎ পরে গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশ সকলে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে মিসরনিষ্কাশিত কতিপয় অসাধারণগুণসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশকতায় অসভ্যতাতিমিরাচ্ছন্ন গ্রীসদেশ ক্রমশঃ বন্যদশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং সিক্রপ্‌সের অধিবাসের পর ন্যূনাধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে ইহার ভাবী সৌভাগ্যের আকার ও লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির এই উদয়োন্মুখী অবস্থায়, "আম্ফিক্‌টিয়োনিক" সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা আম্ফি-

কটিয়ন্ নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক থার্ম্মোপ্লীতে সংস্থাপিত হইয়া ছিল। এখানে গ্রীসের সমুদায় প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হওয়াতে জাতীয় সাধু প্রবৃত্তি সমুত্তেজিত এবং সাধারণ কার্য্যে গ্রীসদেশীয়দিগের ঐক্যবন্ধ সমুৎপন্ন হয়।

কোন কোন ইতিহাস লেখকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, মিসরীয় উপনিবেশের সমকালে গ্রীসদেশীয় পুরাণের উদ্ভব এবং সুরপিতা জুপিটরের প্রাদুর্ভাব হয়; জুপিটর ক্রীটদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন, তদানীন্তন কালে তাঁহার তুল্য অলৌকিক-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তিনি পর্য্যটন প্রসঙ্গে গ্রীস দেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ও অসভ্যতাতিমিরনিরসনোন্মুখ গ্রীসের সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে প্রথমে বীরপুরুষ বলিয়া সম্মাননা এবং পরিশেষে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দেশ সত্য হইলেও হইতে পারে, গল্প হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধি, সাহস বা উপচিকীর্ষা নিবন্ধন সাধারণের নিকট শ্লাঘনীয় ও সম্ভ্রমাস্পদ হইয়াছিলেন এবং কালবশতঃ জীবনচরিত জটিলতা পরিগ্রহ করিলে যাঁহারা কবিকুল কর্ত্তৃক দেবত্বপদে আধরোপিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রযত্ন ও বুদ্ধিকৌশলে যে গ্রীসীয় প্রধান দেবালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহারদিগের দ্বারা

তত্রত্য যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদিত হইত এ বিষয়ে সন্দেহ-বিরহ। ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের ভার যাজক নামে এক স্বতন্ত্র জাতির হস্তে সমর্পিত ছিল। ইঁহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইঁহারা নিষ্কর ভূমির স্বত্ব ভোগ করিতেন। ধর্ম্মপুস্তকে নির্দ্দিষ্ট আছে মিসরে যাজকজিগের ভূমি করবিমুক্ত ছিল। অনুরূপ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এবং ইহাও সম্ভবনীয় যে, যদ্যপি আমরা ক্যাল্‌ডিয়াদেশের কোন লিখিত বৃত্তান্ত অধিগত হইতাম, তাহা হইলে সদৃশ পদ্ধতীর সত্তা অবলোকন করিতাম। পুরোহিতেরা আপনাদিগের অনন্যসাধারণ অক্ষর পরিজ্ঞান বশতঃ রাজ্য মধ্যে অপ্রমিত প্রভুতা লাভ করিয়াছিলেন এবং মনে করিলেই স্বকপোলকল্পিত স্বার্থসাধনানুকূল উপাখ্যানকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অনক্ষর অধিবাসিবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। কিন্তু, অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঞ্চার বিশেষানুসারে ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য সমস্ত নিষ্পাদিত হইত এবং যাজক ব্যতীত অন্য কোন জাতির জ্যোতির্ব্বিদ্যা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহারা অপরসাধারণের উপরি প্রভুত্ব বিস্তার করিবার আর এক উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, মিসর, গ্রীস এবং কাল্‌ডিয়া, এই কয়েক দেশের ধর্ম্মপ্রণালী যে তত্রত্য পুরোহিতদিগের কল্পিত এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত

হয়। যায়। ধর্ম্মের দুরূহ গ্রন্থি শিথিলিত করিয়া দিলে সাধারণের নিকট আপনাদিগের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে এই নিমিত্ত ধর্ম্মকে দুর্ব্বোধময় ও জটিল করা তাঁহাদিগের স্থির লক্ষ্য ছিল। সাধারণে যে উপধর্ম্ম ও অজ্ঞতা-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল এবং পুরোহিতবর্গ যে সাধারণের উপরি যথেচ্ছব্যবহার করিতে পারিতেন ইহার কারণ পুরোহিতদিগের কপটজাল ব্যতীত আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না।

গ্রীসে মিসরীয় উপনিবেশ সন্নিবেশের পর তথা হইতে ক্রমশঃ অসভ্যতা দূরীভূত হইয়াছিল। ঐ সময়াবধি ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাদের বিবরণ নিতান্ত অনিশ্চিত; যাহা হউক, তদানিন্তনতত্কালীন ঘটনাসমুদায়ের মধ্যে আর্গনটিক নামক যুদ্ধযাত্রা ইতিহাসে সাতিশয় প্রসিদ্ধ। থেসালির অধিবাসীরা অতি পূর্ব্বতন সময়ে নাবিকতা কার্য্যের অনুষ্ঠানে আসক্ত হইয়াছিল এবং সমুদ্রীয় সাহসিক ব্যাপারেরও অনভিজ্ঞ ছিল না। পরিশেষে জেসননামক এক জন রাজবংশীয় কোন অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়ে একখানি বৃহদাকার অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাৎকালিক কতিপয় অসমসাহসিক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে তদারোহণে ইউক্‌জাইন্ সমুদ্রে যাত্রা করিলেন। নানা সাহসিক ব্যাপার প্রদর্শনান্তর, তিনি

সহচরবর্গের সাহায্যে কোল্‌চিসের রাজকন্যা মীডিয়াকে অপহরণ করিয়া পোত মধ্যে সমানয়ন করিলেন। প্রত্যাগমন-কালে তিনি তৎকালের অসম্যক্‌ পরিজ্ঞাত অনেকানেক দেশ দর্শন করিয়া আইসেন এবং তাঁহার প্রযত্নে বিপদাবহ নানা বিচিত্র ব্যাপার সম্পাদিত হয়। তদানীন্তন সমরাগ্রগণ্য এই সমর যাত্রা কবিদিগের লোকোত্তর বর্ণনাশক্তি প্রদর্শনের প্রধান আস্পদ হইয়াছিল এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা এরূপ মণ্ডিত হইয়াছে যে, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, এক্ষণে স্থির করা অসাধ্য; এমন কি, এক্ষণে এই রণপ্রয়াণের যথার্থ স্বরূপ পর্য্যন্ত অবগত হওয়া দুরূহ হইয়াছে। জেসন্‌ এবং তদীয় সহচরবর্গ দেবতাদিগের আত্মীয় স্বজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নাম গ্রীসীয় বীরগণের গণনাপত্রে বিনিবেশিত হইয়াছে। অনুমান হইতেছে, যদ্যপি বিধি নির্ব্বন্ধবশতঃ গ্রীসীয় কবিদিগকে আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া বর্ণন করিতে হইত; তাহা হইলে কলম্বস্‌ ও তদীয় সাহসিক সঙ্গিগণ উক্ত রূপে কীর্ত্তিত হইতেন সন্দেহ নাই।

বিবেচনা হইতেছে, আর্গনটিক যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিত পরেই বিয়োসিয়া রাজ্যের রাজধানী থীব্‌স নগরীর প্রতি গ্রীসীয় অন্যান্য প্রদেশের কটাক্ষপাত হইয়াছিল। কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ অপরাপর প্রদেশ বা

নগর ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ নগরীর প্রতিকূলে সময় উপস্থিত করে। যদিও এই প্রয়াসের কোন গুরুতর ফল দর্শে নাই সত্য বটে; কিন্তু এক সাধারণ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত এতাবৎসংখ্যক প্রদেশের ঐক্যবন্ধ হইতে সামাজিক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

এইরূপে ক্রীট দ্বীপ এবং ইহার নরপতি উদারপ্রকৃতি মাইনস্ আমাদিগের বিচারপথে অবতীর্ণ হইতেছেন। উল্লিখিত মহাপুরুষ গ্রীক ব্যবস্থার জন্মদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্রীট্ গ্রীস্ মহাদেশ হইতে কিয়দ্দূরে, মিসর ও ফিনীসিয়ার সান্নিধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ উভয় দেশেই অতি পূর্ব্বতন কালে সভ্যতার অভ্যুদয় হয় এবং ইহা সম্ভবনীয় যে, ঐ উভয় দেশ হইতে ক্রীটের উন্নতি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু মাইনসের সময়ের পূর্ব্বে ইতিহাসে সবিশেষ উল্লিখিত হইতে পারে ইহার ঈদৃশ যোগ্যতা ছিল না। এই নরপতি বাহুবলে বা অধিকারক্রমে সিংহাসনাধিকার করিয়া প্রজাবর্গের উন্নতিসাধন ও গ্রীসদেশমধ্যে মঙ্গল বিস্তার করিবার নিমিত্ত ঐকান্তিক মনোনিবেশ করিলেন। তৎকালে গ্রীসীয় সমুদ্র সকল দস্যুদলে সঙ্কুল ছিল; তিনি এক সম্প্রদায় দুর্দ্ধর্ষ রণপোত [illegible]ভূত করিয়া তদ্দমনে নির্গত হইলেন এবং তাহা-

দিগকে সমূলে উন্মূলন করিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ অর্দ্ধ-বন্য দশায় অবস্থিত ছিল; উহাদিগের মধ্যে [illegible] না কোন প্রকার শিল্প, কিছুই প্রচলিত ছিল না। তিনি সাধারণের অন্তঃকরণে শিল্পানুরাগ সমুৎপাদন করেন। আনুষঙ্গিক একখানি ব্যবস্থা পুস্তকও সঙ্কলিত হ[illegible]ন। হিন্দুদিগের মধ্যে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ আদরণীয়, অধস্তন গ্রীকদিগের নিকট ঐ পুস্তকখানিও সেইরূপ আদরণীয় হইয়াছিল। [illegible] দ্বীপে তিনি যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, [illegible] কল্যাণপ্রসবিনী বলিয়া সকলের সুপ্রতীতি হয়, এবং গ্রীকেরা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সতত উক্ত দ্বীপ এবং মাইনস্ প্রণীত নিবন্ধন গ্রন্থের গৌরবোৎকীর্ত্তন করিত। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কবিগণের অত্যুক্তিতে সমলঙ্কৃত; অধিক কি, তিনি জুপিটরের পুত্র, এবং নরকের একজন বিচারপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মাইনসের পরেই গ্রীসে "বীর পুরুষাধিকৃত সময়" সমাগত হয়। তৎকালে যে কতিপয় আইন প্রচলিত ছিল, তাহাদের তাদৃশ প্রভাব না থাকাতে এবং দেশের আচার বিহার অপ্রশস্ত হওয়াতে বীরগণ সাহস প্রদর্শনের বিলক্ষণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, এবং গ্রীসীয় আর্য্যসম্প্রদায়ের মনোমধ্যে অদ্ভুত ও বিপদাবহ ব্যাপার অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ঐ সমস্ত ব্যাপার কথন

কখন সাধারণের উপকারার্থ, কিন্তু প্রায়ই যশোলিপ্সানু-রোধে অনুষ্ঠিত হইত। কবিকুল তাঁহাদিগের অবিগীত অবদান উৎকীর্ত্তন করিয়া বীরত্ব শক্তি প্রদীপিত করিয়াছিলেন। ধ্য হার্কিউলিস্ সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন। যথার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও তাঁহার অলৌকিক চেষ্টিত সমুদয় বর্ণন করা কোন ক্রমেই বিচার-সঙ্গত হইতেছে না; যেহেতু, দারে তৎসমস্ত উল্লেখ করিতে হইলেও ই ইয়া পড়ে; কিন্তু সংক্ষেপে সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, সুতরাং গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাঁহার অলৌকিক চেষ্টিত সমুদায়ের বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম। হার্কিউলিসের নীচেই থিসিউস্। ইনি ক্রীটে যাইয়া নিবিষ্ট মনে মাইনস্-প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বরাজ্য আটিকা দেশে । উত্তর কালে

আটিকার যে মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, থিসিউসের এই-রূপ প্রযত্ন তাহার একটী প্রধান কারণ। তাঁহার রণনৈ-পুণ্যের বিষয়ে কবিগণ অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহাকে এই বলিয়াই স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি প্রজাবর্গের হিতসাধন ব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। কালক্রমে অন্যান্য অসামান্যধীশক্তি-স-ম্পন্ন ও প্রভূতপরাক্রমশালী বীরগণের উদয় হই-য়াছিল। ইঁহাদিগের বিষয়ে অধিক কি বলিব, এই

বলিলেই যথেষ্ট হইতেছে যে, ইঁহারা আপনাদিগের অসাধারণ মানসিক শক্তি ও শারীরিক বল, গ্রীকদিগের সৌভাগ্য ও দুরবস্থার অন্যতর সমু . . . . . . রিয়াছিলেন। এই সকল বীরপুরুষ হইতে দুঃসাহসিক-কার্য্য-সাধন-প্রবৃত্তি উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। জাতীয় প্রতিভা উদ্দীপিত হইল; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পরস্পর আবহমান অনৈক্য সভ্যতার আবির্ভাবে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। দেশের মঙ্গল চিন্তনার্থ স্থানে স্থানে জাতি সাধারণ সমাজ সংস্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ক্রমশঃ এক বিষয়ে সকলের স্বার্থবুদ্ধি জন্মিল। এইরূপে গ্রীসিয়েরা, যে মহৎ কাণ্ডে সমুদায় হেলেনিক জাতি সমবেত হইয়াছিল, তন্নির্ব্বাহে কৃতকার্য্য হয়। ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের লক্ষ্য। উক্ত সংগ্রাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য; এক্ষণে আমরা ঐ পরিচ্ছেদেই মনোনিবেশ করিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

খৃঃ পূঃ ১১৮৪—৫৬০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম হইতে সাইরসের সময় পর্য্যন্ত।

আসিয়ামাইনর—ট্রয়দেশ—ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম—ডোরিয় বাস্ত-পরিবর্ত্ত—ওলিম্পিক কৌতুক—সাধারণতন্ত্রীয় ব্যবস্থা-বলী—স্পার্টা—লাইকর্গস্—আথেন্স—সোলন্।

এই পরিচ্ছেদে আমরা সাইরসের বিশাল সাম্রাজ্য সম্ভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত মিসর, জুডিয়া, আসীরিয়া ও ব্যাবি-লোনের ইতিহাস, গ্রীসীয় সাধারণতন্ত্রাবলীর সভ্যতা ও পরাক্রমের বৃদ্ধি এবং পারসীক রাজ্যের উদয় এই কয়েক বিষয় উল্লেখ করিব, এবং রোম, কার্থেজ, সিসিলি ও স্পেনের প্রাথমিক অবস্থাও আমাদিগের বিবেচনা-মার্গে আপতিত হইবে।

আসিয়ামাইনর, অর্থাৎ পশ্চিম আসিয়া মহাদেশের যে অংশ গ্রীসের সম্মুখীন সেই অংশ, যে সমস্ত লোক কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল, অনুমিত হয়, তাঁ-হারা এবং গ্রীক জাতি এক মূল পুরুষের সন্তান। পৃথি-

বীতে যত গুলি উৎকৃষ্ট ও রমণীয় বসতি দেশ আছে আসিয়ামাইনর তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত। এই দেশের প্রথম আবাসস্থল ট্রয়নগর। উহা আইডা পর্ব্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত, এবং উহার সংস্থাপয়িতা ডার্ডেনস্। পরিশেষে এই নগর দুষ্প্রধর্ষ প্রাচীর বেষ্টন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রাচীরকে এরূপ দুর্ভেদ্য বিবেচনা করা হইত যে, দেবতারা উহাদিগের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া সাধারণের প্রতীতি জন্মিয়াছিল। ডার্ডেনস্ হইতে পঞ্চ পুরুষ বহির্ভূত হইলে অধিকারক্রমে প্রাইআম সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র পারিস হইতে ইতিহাসের এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

পারিস, বোধ হয়, দস্যুবৃত্তির অভিসন্ধিতে পোতাধিরোহণে গ্রীসে যাত্রা করিয়া স্পার্টাধিপতি মেনিলেয়সের সভাসদন দর্শন করিয়াছিলেন। স্পার্টেশ্বর তাঁহার প্রতি অভ্যাগতোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। পারিস সেই ব্যবহারের সমুচিত পুরস্কার দিয়াছিলেন; তিনি বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত মেনিলেয়সের পত্নী বিখ্যাত হেলেনকে অপহরণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এই দুঃসহ অপমানের প্রতিশোধ তুলিবার নিমিত্ত, মেনিলেয়স ও তদীয় ভ্রাতা আগামেম্নন্ উভয়ে স্বদেশীয়দিগের বীরশক্তি উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। সকলেই

বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন, এবং আগামেমনন্‌ ট্রয় নগরের অবরোধার্থ লক্ষ লোক এবং যাবতীয় গ্রীক্ ক্ষত্রিয় সমভিব্যাহারে পোতস্থ হইতে সমর্থ হইলেন। ক্রমাগত দশ বৎসর অবরোধের পর কৌশলক্রমে ঐ নগর গ্রীসীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং আনুষঙ্গিক ট্রয়-নিবাসীদিগের প্রভাব সমূলে উন্মূলিত হইল। কোন কোন ইতিহাস লেখকে নির্দ্দেশ করেন, যাবৎ, গ্রীসীয়েরা আসিয়ামাইনরে উপনিবেশ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত ট্রয়নিবাসীদিগের পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। অধ্যক্ষেরা জয়োল্লাসে গ্রীসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেখিলেন আপন আপন সিংহাসন অপরাপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। কোথায় তাঁহারা রাজোচিত সম্মান ও সৎকার লাভ করিবেন, তা না হইয়া তাঁহাদের অনেককেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলাইন এবং দুরবর্ত্তী প্রদেশে বাসান্বেষণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা ট্রয়নিবাসীদিগকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন আপনারাও সেইরূপ কষ্টে পতিত হইলেন। ট্রয়নগরের অবরোধ খৃঃ পূঃ ১১৮৪ অব্দে ঘটিয়াছিল, যে হোমরকে সর্ব্বসাধারণে, কেবল গ্রীক্‌দিগের মধ্যে প্রধান কবি ছিলেন এমত নহে কিন্তু উত্তরকালীন সর্ব্বজাতীয় কবিগণের মধ্যেও অদ্বিতীয় ও সমকক্ষ বিহীন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, সেই

হোমর রচিত ঈলিয়ডগ্রন্থে এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়া অবিনশ্বর হইয়াছে।

ট্রয় নগর বিধ্বস্ত হইলে অশীতি বৎসর পরে, হিরাক্লিডীর অর্থাৎ হর্কিউলিসের সন্তানাবলীর আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল তাহারা জন্মভূমি আর্গস হইতে নিঃসারিত হইয়া করিন্থ উপসাগরের উত্তরোপকূলবর্ত্তী ডোরিস্ দেশে অভ্যাগতভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল। পরিশেষে তাহাদিগের অধ্যক্ষ ডোরিসরাজের উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করিয়া ক্ষমতা লাভ করাতে পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি সকলের প্রত্যুদ্ধরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার পরিজনেরা অনেকবার এ বিষয়ের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। যাবতীয় হিরাক্লিডী সসৈন্যে পিলোপনিসস্ বা দক্ষিণ গ্রীসে অবতীর্ণ হইল এবং আর্কেডিয়া ও আকেইয়া ব্যতিরিক্ত অত্রত্য সমুদায় প্রদেশ জয় করিল। এই ঘটনাকে কখন কখন "ডোরিয় বাস্তুপরিবর্ত্ত" বলিয়া থাকে। ইহা ঘটাতে, পিলোপোনিসসে ঘোর রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন রাজা সকল অধিকাংশ প্রজাবর্গের সহিত নিষ্কাশিত হইলেন, এবং বিজেতারা আপনাদিগের মধ্যে সমুদায় দেশ বিভাগ করিয়া লইল এবং অবশিষ্ট আদিম নিবাসীদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে যোজনা করিল। যদিও এই ঘটনাকে তৎকালে সাতি-

শয় বিপদাবহ বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে ইহা হইতে অনেক শুভ ফল ফলিয়াছে। পিলোপনিসসিয়েরা জন্ম দেশ হইতে নিঃসারিত হইয়া, ট্রয়নগরীয় সংগ্রামোপলক্ষে যে প্রদেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, তথায় গমন করিল এবং আসিয়ামাইনরে উপনিবেশ সন্নিবেশ করিতে লাগিল। এখানে তাহাদিগের সংস্থাপিত বহু সংখ্যক নগর পরিশেষে সমৃদ্ধিশালী হইয়া সর্ব্বত্র প্রথিত হইয়াছিল।

মধ্যে পিলোপনিসসের অবস্থা অসভ্য ও শোচনীয় হইয়াছিল। যে সকল আদিম নিবাসীরা দাসত্ব-শৃঙ্খলে যোজিত হইয়াছিল, তাহারা নিয়ত বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত; বিজয়ী ডোরিয় অধ্যক্ষদিগের অধিকারসীমা সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইত, এইরূপে দক্ষিণ গ্রীস্ সতত অনৈক্য ও অসুখের আকর হইয়াছিল। এই অবস্থায়, পিলোপনিসসের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ইলিস্‌নামক ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি ইফাইটস্ স্বদেশে শান্তির পুনঃসংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, কি উপায়ে দেবতাদিগের ক্রোধশান্তি হইতে প্যারে জানিবার নিমিত্ত ডেল্‌ফিতে লোক পাঠাইলেন; কারণ তথাকার দৈববাণীর প্রতি গ্রীকদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। দেবযাজিকা উত্তর করিলেন অলিম্পিক কৌতুক সমস্ত পুনরারব্ধ করিতে

হইবেক এবং সমুদায় গ্রীক্‌জাতিকে তদ্দর্শনে অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত পরস্পর বৈরিভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই আদেশ শ্রবণ মাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া ইফাইটিস্ কিয়ৎকালের নিমিত্ত সাধারণ যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অলিম্পিয়ায় গ্রীসের রাজগণ ও আর্য্যসম্প্রদায় একত্রিত করিয়া, যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে অলিম্পিক কৌতুক সমস্তকে জাতীয় স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিতে পারে, এরূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সভ্যতা ও শিল্পকলার প্রাদুর্ভাব এবং ঐক্যের পুনঃস্থাপন হওয়াতে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সেই প্রযত্নের প্রশস্ত ফল অনুভূত হইল। অলিম্পিয়া সমুদায় গ্রীসের একপ্রকার সাধারণ রাজধানী হইয়া উঠিল। এখানে প্রতি চতুর্থ বর্ষে যে সভা হইত তাহাতে জাতীয় স্বার্থের বিষয় সমস্ত আন্দোলিত এবং কোন্ প্রদেশের সহিত কোন্ প্রদেশের সন্ধি হইল, অভিব্যঞ্জিত হইত। এইরূপে বিবদমান রাজ্য নিবহ মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর ক্রমশঃ রাজকীয় শাসন প্রণালীর উন্মূলন এবং সাধারণ তন্ত্রীয় নিয়মনিচয়ের উৎপত্তি গ্রীসীয় ইতিহাসের প্রসিদ্ধ অংশ বিবেচনা হইতেছে। কোন্ সময়ে প্রত্যেক প্রদেশে এরূপ পরিবর্ত্ত ঘটে নিরূপণ করা দুরূহ যেহেতু তৎকালের লিখিত বৃত্তান্ত সকল

অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন ; কিন্তু খৃ পূ ১১০০ অব্দ হইতে ৯০০ অব্দ পর্য্যন্ত—এই দুই শত বৎসরের মধ্যে উহা ঘটিয়াছিল সচরাচর অনুমিত হইয়া থাকে। সাধারণতন্ত্র প্রণালী সংস্থাপিত হওয়াতে গ্রীক্‌দিগের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল। ঐ অনুরাগ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হওয়াতে অনেকানেক শ্লাঘনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে।

এই সময়ে গ্রীস্ দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল; প্রায় প্রতিনগরই স্বাধীন ছিল। কিন্তু ঈদৃশ সম্যাবস্থা চির বিরাজমান থাকিবে কখনই সম্ভাবিত নহে: কালক্রমে এক এক দেশে এক একটি নগর সাতিশয় প্রভাবশালী হইয়া উঠিল; যথা বিয়োসিয়া দেশে থীবস, আটিকা দেশে আথেন্‌স এবং ল্যাকোনিয়া দেশে স্পার্টা নগর। যাহা হউক, স্বাধীনতানুরাগ একেবারে উন্মূলিত হয় নাই। গ্রীসীয় ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে অবগত হওয়া যায়, আথেন্‌স ও স্পার্টা, এই দুই নগর পরিশেষে যাবতীয় গ্রীক্ সাধারণ তন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত প্রাদুর্ভূত হয়। রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য বিনিশ্চয়ের প্রধান আস্পদ বলিয়া উক্ত নগর দ্বয়ের প্রতি বিশেষরূপে মনোবিধান করা কর্ত্তব্য।

স্পার্টার রাজকার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, [illegible] লোকেরা দুর্ব্বিনেয় ও অবাধ্য হইয়াছিল, এবং

প্রভুদিগের বাক্য গ্রাহ্য বা সমাদৃত হইত না। ঈদৃশ দুরবস্থার সময় লাইকর্গসের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ ধাবমান হইল। ইনি রাজবংশোদ্ভব, অতিশয় বিজ্ঞ এবং একান্ত সরলস্বভাব ছিলেন। দেশের অবস্থা সংশোধন এবং নিয়ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে সকলে তাঁহাকে আবেদন করিল। তিনি পর্য্যটন প্রসঙ্গে ক্রীট্ দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। এবং তথায় দণ্ডনীতিশাস্ত্র অভ্যাস করিয়া ছিলেন। যদিও তাঁহার নিজের অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল তথাপি তিনি স্বদেশীয়দিগের প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন না এবং তৎকালপ্রচলিত ব্যবস্থাবলীর সম্যক্ সংস্কার করিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত নিয়মনিচয় পুরাকালের অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ সমুদায়ের মধ্যে পরিগণিত। রাজ্যমধ্যে সাম্যস্থাপন করা, (অর্থাৎ ইতর বিশেষ না রাখা) বিলাসানুরাগ সমুন্মূলন করা এবং সাধারণের মঙ্গলার্থ প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা তৎপ্রণীত ব্যবস্থাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা সবিশেষ সমুদায়ের উল্লেখে বিরত হইলাম। তিনি অল্প কাল মধ্যে জাতীয় চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্ত উৎপাদিত করিয়া ছিলেন যে, অন্য কোন ব্যবস্থাপক অদ্যাপি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

লাইকর্গসের ব্যবস্থাপনা প্রভাবে স্পার্টা নিবাসীরা ন্যায়পরায়ণ সাহসিক নির্ভীক, অবিচলিতোৎসাহ ও

অধ্যবসায়সম্পন্ন হইল। তন্নিবন্ধন তাহারা সন্নিহিত জনপদ বাসীদিগের সম্ভ্রম ও ভয়ের আস্পদ হইয়াছিল। রাজ্যশাসনকার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, এবং তৎপ্রভাবে ত্বরায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সকল তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথম মেসীনিয়ার সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ দেশ অপর উপকূলে অবস্থিত, স্পার্টা ও উহার মধ্যে অন্য কোন দেশ ব্যবধান নাই। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে উহা প্রায় স্পার্টার তুল্য, কিন্তু উর্ব্বরত্বে স্পার্টা অপেক্ষা প্রধান। রুধিরপাতপ্রচুর দুই যুদ্ধের পর স্পার্টাবাসীরা মেসীনিয়া জয় করিয়া উহাকে আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিল, এবং অধিবাসীদিগকে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ও সগোত্র হইলেও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। যাহা হউক, মেসীনিয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করে নাই, এবং স্পার্টাবাসীরা জয়লাভ প্রযুক্ত কিয়ৎ পরিমাণে পরাক্রান্ত, এবং গ্রীক্-জাতির মধ্যে প্রভুত্ব প্রদর্শনে লোলুপ ও সস্পৃহ হইলেও তাহারা দেশের অভ্যন্তরে এবং পরিবারের মধ্যে প্রত্যপকার সমর্থ বহুসংখ্যক লোক প্রস্তুত করিয়া স্পার্টাবাসীদিগের সতত উদ্বেগের মূলীভূত হইয়াছিল। প্রথম মেসীনিয় সংগ্রাম খৃঃ পূঃ ৭২২ অব্দে, এবং দ্বিতীয় ৬৮৮ অব্দে, নিবৃত্ত হয়।

এই সময়ের মধ্যে আথেন্সে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ

ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। খৃঃ পূঃ ১৩০০ বৎসর হইতে ১০৬৮ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত নগরে রাজতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত ছিল, তৎপরে তিন শ ষোল বৎসর উহা প্রধান প্রধান শাসনপতিদিগের শাসনাধীন হইয়াছিল। ঐ সকল শাসনকর্ত্তারা কডরসের বংশোদ্ভব এবং আর্কন্ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞান ও সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হওয়াতে সর্ব্বসাধারণে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন শাসনপতি করিতে অসম্মত হইল, এবং আর্কনের শাসনকালের ইয়ত্তা দশ বৎসর নিরূপিত করিল। পরবর্ত্তী সত্তর বৎসরের মধ্যে সাধারণ তন্ত্রানুরাগ প্রবৃদ্ধ হওয়াতে প্রতিবর্ষ আর্কন্ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। অল্পকাল পরেই আর এক নিয়ম হইল যে, বৎসর বৎসর নয় জন করিয়া আর্কন্ নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা রাজ্যের উপকার না হইয়া বরং অপকারই ঘটিল, আর্কনের সংখ্যা অধিক হওয়াতে আর্য্যতন্ত্র প্রণালী * উদিত হইল। তাঁহারা (আর্য্যেরা) রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম কার্য্য ও ধর্ম্মাচারের উপরি সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা লাভ করিয়া প্রজাবর্গকে অতিমাত্র উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অহিতাচার নিবারণের উদ্দেশে খৃঃ পূঃ ৬২২ অব্দে ড্রেকো

* যে শাসনপ্রণালীতে রাজ্যের সমুদায় ক্ষমতা সম্ভ্রান্তবর্গের হস্তে নিহিত থাকে আর্য্যতন্ত্র শব্দে তাহাকে বুঝিতে হইবে।

ব্যবস্থা প্রণয়নের কার্য্যে নিযোজিত হইলেন, কিন্তু তৎ-প্রণীত ব্যবস্থাবলী নিতান্ত দারুণ হওয়াতে অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। পরিশেষে আর্য্যতন্ত্রীয় লোকদিগের মধ্যে দুই দল হইল। উভয় দলের লোক-দিগের অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি বিষম বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এমন কি, যজ্ঞবেদি দূষিত হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি বিরোধী পক্ষের অপকারসাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

রাজ্যের বিনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার একশেষ উপস্থিত হইলে, এবং ভূম্যধিকারী ও দাসগণ, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণগণ পরস্পর প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে অনুমিত খৃঃ পূঃ ৫৯৪ অব্দে দেশের হিতবিধানার্থ সোলন্ ব্যবস্থাপকের কার্য্যে নিযোজিত হইলেন। এই মহাত্মা তৎকালের এক জন প্রধান পদার্থবিদ্যাবিৎ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ টাকার মূল্য এবং টাকার সুদ কমাইলেন। তাহাতে এই ফল দর্শিয়াছিল, অধমর্ণেরা অনেকাংশে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তৎপরে তিনি, সম্ভ্রান্ত-বর্গের যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, তাহা সঙ্কুচিত, এবং নগরবাসীদিগকে স্ব স্ব বিভবানুসারে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে তাঁহার ব্যবস্থাপন সময়ে সম্পত্তি মূলক এক নূতন আর্য্যতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সম্ভ্রান্ত-বর্গকে তিনি অনেক ক্ষমতা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁ-

ছারা যথেচ্ছানুসারে প্রবৃত্ত না হইতে পারেন এই আ-শয়ে চারিশত লোকবেষ্টিত একটী সমাজ স্থাপিত করেন; সভ্যেরা সর্ব্বসাধারণ লোক হইতে সংগৃহীত এবং বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তিত হইতেন। আর্য্যবর্গকে ঐ সমাজের নিয়মানুযায়ী হইয়া চলিতে হইত। আর্য্য-বর্গের যথেচ্ছব্যবহার প্রবণতা দমন করা, এবং সাধারণ লোকদিগকে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার অধিকারী ক-রিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে তাহাদিগের স্বার্থ বুদ্ধি সমুৎ-পাদন করা এই সভার উদ্দেশ্য। পরিশেষে তিনি রা-জ্যের সমুদায় লোককে এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে কেহই দশ বৎসরের মধ্যে তৎপ্রণীত ব্যবস্থাবলীর পরি-বর্ত্ত করিবেন না।

কিন্তু সোলনের তাদৃশ ব্যবস্থা নিশ্চয় শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইল না; যেহেতু দলাদলিভাব সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। সম্ভ্রান্তবর্গ পুনর্ব্বার বিবাদে প্রবৃত্ত হই-লেন, এবং পিসিস্ট্রেটস্ সাধারণ লোকদিগের আনু-কূল্যে রাজ্যের প্রধান পদে অধিরোহণ করিলেন। তিনি অনির্যন্ত্রিত ভাবে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হওয়াতে যথে-চ্ছাচারী রাজা বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। যাহা হউক, তিনি তৎকালের এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি সোলনকৃত ব্যবস্থাবলী সমর্থিত

এবং সুকুমার * শিল্পানুরাগ অঙ্কুরিত করেন। উত্তর কালে ঐ অনুরাগশাখা পল্লবিত হইয়া আথেন্সের অবিনশ্বর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের মূলীভূত কারণ হয়। তিনি যে উপায়ে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই দূষণীয় ছিল না। তিনি এমত কোন অপকর্ম্ম করেন নাই যে, সকলের নিকট নিন্দনীয় হয়েন, কিন্তু তিনি যে উপায় দ্বারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত।

পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হিপার্কস ও হিপায়স্ তদীয় পদের উত্তরাধিকারী হইলেন এবং তদবলম্বিত নিয়মানুসারে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালানন্তর হিপার্কস বৈরনির্যাতনে উন্মত্ত হইয়া নিহত হওয়াতে তৎকনিষ্ঠ হিপায়স্ আসিয়া মহাদেশে প্রস্থান করিলেন। এই অবসরে সম্ভ্রান্তবর্গ পুনর্ব্বার দলাদলিতে মত্ত হইলেন, এবং সাধারণ লোকেরা কোন পক্ষ আশ্রয় না করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিল। হিপায়স্ দেশনিষ্কাশিত হইবার চারি বৎসর পরে ক্লিস্থিনিস্ সাধারণ লোকদিগের অনুরাগভাজন হইবার আশয়ে সোলন্ প্রণীত ব্যবস্থাবলীর পুনঃসংস্কার করিলেন;

* সুকুমার শিল্পশব্দে চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্র বুঝিতে হইবে।

এবং তাহাদিগকে অপরাপর ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহাদিগের ভাবী জয়লাভের পথ আবিষ্কৃত করিলেন। সম্ভ্রান্তবর্গের মধ্যে যে দুই দল হয় তাহাদিগের একটী সাহায্য প্রার্থনায় স্পার্টাবাসীদিগকে আহ্বান করেন। এবং তাহাদিগের প্রভাবে বিজয়ী হয়েন। তদ্দর্শনে বিরোধী দল আনুকূল্য লিপ্সায় পারস্য রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু দূতেরা তথাকার সাহঙ্কার ব্যবহারে অবমানিত হইয়া প্রত্যপকার সাধনোন্মুখচিত্তে প্রত্যাগমন করিল। স্পার্টানিবাসীরা শরণাগত পক্ষের সাহায্যার্থ দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এক্ষণে প্রজাতন্ত্র দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

যৎকালে গ্রীসের প্রধান দুই দলের এইরূপ অবস্থা যাইতেছিল, তখন আথেন্স কোন অপরাধে অপরাধী হওয়াতে উহার প্রতি পরাক্রান্ত পারস্য সাম্রাজ্যের কোপদৃষ্টি পতিত হইল। গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশে এমত কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই যাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইতে পারে।

গ্রীক্‌দিগের উপনিবেশ।

অতঃপর কিরূপে গ্রীসদেশীয়দিগের নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় ইহাই আমাদিগের বিবেচ্য।

ইহাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন প্রথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে* প্রবর্ত্তিত হয়।

পুরাকালি[illegible] কোন জাতিকেই গ্রীক্‌জাতির ন্যায় উপনিবেশ সংস্থাপনে সমুৎসুক দেখা যায় না। এই সকল বিদেশীয় বসতির কতক গুলি ইহাদিগের বাণিজ্যিক পর্য্যটন সাহসের প্রবৃদ্ধিসম্ভূত; কিন্তু অধিকাংশই, যে আভ্যন্তরিক বিসম্বাদদহনে গ্রীসদেশ দগ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন সমুত্থিত হয়; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আর কতকগুলিকে অভিষ্যন্দ-বমন-মূলক † প্রতীতি হইবে। গ্রীকজাতির মধ্যে উপনিবেশ সংস্থাপন স্পৃহা এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, নূতন বসতি উত্থাপিত করিবার নিমিত্ত গুরুতর কারণের অপেক্ষা হইত না, সামান্য কারণই পর্য্যাপ্ত হইত।

* ইতিহাস লেখকেরা সচরাচর সাধারণ জলপ্লাবনাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সময়কে যে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন তাহার এক এক ভাগকে এক এক পরিচ্ছেদ কহে। যদিও ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি পাঠকগণের স্মরণার্থ পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট হইল।

† অভিষ্যন্দশব্দে অতিরিক্ত লোক বুঝায় এবং বমনশব্দের অর্থ নিঃসারণ। অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক হইলে সুখসচ্ছন্দে একত্র অবস্থান করা সকলের পক্ষে সাতিশয় ক্লেশকর হয় এই বিবেচনায় যদ্যপি কতকগুলি লোক জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করে, তাহা হইলে ঐ স্থানকে অভিষ্যন্দ-বমন-মূলক বলা যায়।

সর্ব্বপ্রথম ইহারা আসিয়ামাইনরে গ্রীসের সম্মুখীন উপকূলে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। ট্রয়দেশীয় সংগ্রামনিবন্ধন এই রমণীয় প্রদেশ গ্রীসীয়দিগের পরিজ্ঞাত হইয়াছিল; সুতরাং রাজ্য মধ্যে প্রথম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবা মাত্র তাহারা বসতি করিবার উদ্দেশে এই স্থানে সমাগত হয়। হার্কিউলিসের সন্তানগণের আক্রমণোপদ্রবে বহু সংখ্যক পিলোপনীসীয় বা ইওলিয়দিগকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং অনেকানেক বিজিত অধিপতিরা কাল বিলম্ব না করিয়া আপন আপন প্রজাবর্গের সহিত নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে অর্ণবযান অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আসিয়ামাইনরের উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়া, ট্রয়রাজ্যের যাহা কিছু ভগ্নাবশিষ্ট ছিল, সমুদায় উৎসাদিত করিলেন এবং আসিয়ামাইনর ও তৎসন্নিহিত দ্বীপ সকলের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর পরে রাজপদ বিধ্বংসানন্তর আথেন্স হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে আইওনীয়েরা পর্য্যুৎসুক হইয়া এই মহাদেশে উপনীত হয়, এবং ইওলিয়দিগের দক্ষিণে অধিবাস করিয়া দ্বাদশটী নগর নির্ম্মিত করে। ঐ সকল নগর যদিও পরস্পর অনধীন ছিল, তথাপি একবাক্য হইয়া একটী সাধারণ সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপদেশানুসারে চলিত; এমন কি পরস্পরের

মঙ্গল সাধনার্থ যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কাতর হইত না। ইহাদিগের মধ্যে মিলীটস্ তৎকালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বাণিজ্যিক নগর হইয়া উঠে। এতন্নগরীয় বাণিজ্য কৃষ্ণসাগরের উত্তরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং অত্রত্য উপনিবেশ মণ্ডলী দ্বারা ঐ সাগরের উপকূল ভাগ জনস্থান হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ সমস্ত উপনিবেশের সংখ্যা এক শত। স্থলপথে মিলীটস্ বাসীদিগের পণ্যদ্রব্য আসিয়ার অভ্যন্তরে প্রেরিত হইত। ফলতঃ কেবল টায়রবাসীদিগের নিকটেই ইহারা বাণিজ্যিক সাহসে নিকৃষ্ট ছিল।

মিলীটসের পরেই ফোসীয়া গণনাযোগ্য। মিলীটসের বাণিজ্য পূর্ব্বে ও উত্তরে প্রাদুর্ভূত ছিল, কোমীয়ার পশ্চিমে। অত্রত্য নাবিকগণ জিবরাল্টর প্রণালী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ এবং ইটালি ও গল উভয় স্থানেই উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। এই সকল উপনিবেশের মধ্যে মার্সেলিস সাতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহা ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। দুহাজার বৎসরেরও অধিক হইল, ফোসীয়েরা এই উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছে। মার্সেলিস্ এক্ষণে পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক নগর সমুদায়ের মধ্যে পরিগণিত।

আর যে একদল ঔপনিবেশিক আসিয়া আসিয়া মাইনরে বসতি করে, তাহাদিগের নাম ডোরিয়। ইহারা

আইওনীয়ার দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশ এবং কস্ ও রোড্স দ্বীপ অধিকার করে। এই রূপে সমুদায় উপকূল ভাগ অধ্যবসায়সম্পন্ন ও সাহসিক কার্য্যানুরক্ত গ্রীক্জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হয়। ইহারা, যে বিবাদে গ্রীস্দেশ মত্ত হইয়াছিল, তদুপলক্ষে আগমন করে; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ইহাদিগের নিকট হইতেই সভ্য সমাজের উপযোগী শিল্পজাত সম্পূর্ণতা লাভ করে, ইহারাই সুবিস্তৃত বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করে, এবং ইহারাই সমৃদ্ধ নাবী বিনির্ম্মিত করিয়া প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। এই রমণীয় প্রদেশেই সুকুমারশিল্প কাব্য শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র জন্ম গ্রহণ করে। আদি কবি হোমর এই স্থানের অধিবাসী; এবং এই স্থানেই আলসীয়স্ ও সাফো কাব্যশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এই সকল উপনিবেশিত প্রদেশ হইতে সুকুমারশিল্পানুরাগ মাতৃদেশে নীত হয়; এই রূপে, যাহারা গ্রীস্ হইতে নিষ্কাশিত হয়, তাহারাই উহার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল।

মর্ম্মর সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূল প্রদেশ মিলীটস্ হইতে সমাগত উপনিবেশমণ্ডলী দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত উপনিবেশিত স্থান কালক্রমে সুবিস্তৃত বাণিজ্যের নিলয়ভূত হইয়াছিল; সমুদায় দক্ষিণ রুসিয়া এবং পূর্ব্বদিকে বৃহৎ খেরীয়া পর্য্যন্ত প্রদেশ সমূহে ইহাদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় বিতত ছিল। ইহা সম্ভবনীয় যে

এই সকল উপনিবেশ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়।

থ্রেস্ ও ম্যাসিডনের উপকূল ভাগ করিন্থ এবং আর্গ-সের উপনিবেশ নিচয় দ্বারা মনুষ্যিত হয়! খৃঃ পূঃ ৭৫০ এবং ৬৫০ শের মধ্যে, আর কতকগুলি উপনিবেশ গ্রীস্ দেশ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ ইটালীতে বসতি করে, এই সমস্ত উপনিবেশিত স্থান অনধিককাল মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধি শালী হইয়া উঠে যে দক্ষিণ ইটালী "প্রধান গ্রীস্" বলিয়া প্রথিত হয়। উপনিবেশিত নগর সমুদা-য়ের মধ্যে টারেণ্টম্, ক্রোটন্ এবং সাইবেরিস্ এই তিনটী নগরই অত্যল্প সময়ের মধ্যে সাতিশয় বিভবাস্পদ ও সৌ-ভাগ্য সম্পন্ন হইয়াছিল; কথিত আছে, এই শেষোক্ত নগরটী ক্রোটনের সহিত যুদ্ধোপলক্ষে ৩০০০০,০০০ লোক সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু এই ঘটনাই যে ইহার সবি-শেষ প্রতিষ্ঠার কারণ এমত নহে, প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিত বর্গের আদিভূত পিথাগোরসের জন্ম ভূমি বলিয়াই ইহা অতিশয়িত গৌরবের আস্পদ।

প্রায় এই সময়েই করিন্থ হইতে সিসিলী দ্বীপে উপ-নিবেশ প্রেরিত হয়; এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ নগরী সিরাকিউস্ অত্রত্য উপকূলে সমুত্থিত হয়। উপ-নিবেশ স্থাপনানুরাগ বশতঃ গ্রীসীয়েরা অধিকতর দূর-বর্ত্তী প্রদেশ সমুদায়ে গমন করিয়াছিল; তাহারা স্পেনের

কতিপয় স্থানে এবং আফ্রিকার অন্তঃপাতী সাইরীনে উপনিবেশ রোপিত করে। এই রূপে প্রতীয়মান হই-তেছে যে, ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের অনন্তরবর্ত্তী কালে গ্রীসী-য়েরা সুশৃঙ্খল রাজ্য-শাসন-প্রণালী, জাতি সাধারণ স্বাধীনতানুরাগ, এবং সাহসিক কার্য্য সাধন প্রিয়তার সহিত পরিচিত হইয়াছিল; এদিকে সন্নিহিত উপকূল সমূহে তাহাদিগের সংস্থাপিত উপনিবেশ নিচয় ভাবী সাম্রাজ্য সকলের সূত্র পাত করিতেছিল। এই আভ্যন্ত-রিক বল বিক্রম এবং বাহ্য সৌভাগ্য সমৃদ্ধির অবস্থায় গ্রীক্‌জাতি পশ্চিম আসিয়ার সমবেত সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রতি মনোনিধান করিলাম, এবং এই পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত তাহাদিগের সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তত্তা-বতের যথাবৎ বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিসর।

ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম যে পরিচ্ছেদের অন্তর্গত, সেই পরিচ্ছেদে মিসর মহানুভব সিসস্ট্রীসের বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। এই রাজাবলীর রাজ্য শাসন কাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর হইতে ৯০০ বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়েই মিসরের সমতল ক্ষেত্র সমূহ পিরা-

মিড্ এবং ঈদৃশ অন্যান্য অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ নিচয় দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যাহারা, পঞ্চবিংশ শতাব্দীরও কধিক গত হইল, কালকৃত বিশেষ বিপরিবর্ত্ত সহন করে নাই, এবং যাহাদিগের সত্তানিবন্ধন ঐ দেশ অদ্যাপি জিজ্ঞাসু ভ্রমণকারীদিগের কুতূহল শান্তির নিদানভূত হইয়া রহিয়াছে। মিসরীয় ইতিহাসের যৌবনাবস্থার স্বরূপ এই ছয় শত বৎসরাত্মক কালের মধ্যে দেশের রীতি নীতি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, জাতি প্রভেদ মর্য্যাদা সবিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল, পুরোহিতেরা রাজ্যের আংশিক কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন, রাজাকে ধর্ম্মাচারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত, এবং ভিন্ন দেশীয়েরা দুরূহ ধর্ম্ম পদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণে বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ ছিল; অধিকতর নিশ্চিন্ততা লাভের নিমিত্ত ঐ সমস্ত জটিল ধর্ম্ম পদ্ধতি পুরোহিতৈকবেদ্য, প্রতিমূর্ত্তিক অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। এই রূপে সিদ্ধান্তিত হইতেছে, মিসর এবং হিন্দুরাজগণের অধিকার কালীন ভারতবর্ষের অবস্থাগত অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল।

খৃঃ পূঃ অনুমিত ৯০০ অব্দে সাবাকু ইথিয়োপিয়া দেশ হইতে আগমন করিয়া মিসর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্থানানন্তর সিথস্ নামক এক জন মিসরীয় পুরোহিত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অল্পকাল পরেই রাজ্যের একতা বিনষ্ট হওয়াতে উহা দ্বাদশ

বিভাগে বিভক্ত হইল; এই দ্বাদশটি প্রদেশের শাসন কার্য্য দ্বাদশ জন অধিপতির হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। অনধিক সময় মধ্যেই এই অভিনব রাজগণের মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা সুলভ বিবাদ উপস্থিত হইল এবং ইহাদিগের অন্যতম সামেটিকস্ দেশনিঃসারিত হইলেন। এই নিষ্কাশিত রাজা খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দে আইওনীয় এবং কেরীয় বা গ্রীক প্রভৃতি ভৃতিগ্রাহীদিগকে সংগ্রহ করিয়া তৎসাহায্যে সমুদায় দেশ পরাজিত করিলেন। * তিনি তাহাদিগকে মিসরের ভূমি বিতরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারাই তাঁহার † দেহরক্ষী নিযুক্ত হইয়াছিল। মিসরে বিদেশীয়দিগের অধিপ্রবেশের এই নবাবতার। এই ঘটনাদ্বারা অল্পকাল মধ্যেই জাতীয় রীতি নীতির অনেক পরিবর্ত্ত উৎপাদিত হয়। (এই অভূতপূর্ব্ব বিপরীবর্ত্তের প্রভাব অল্পকালমধ্যেই জাতীয় রীতি নীতির উপরি বিস্তৃত হয়। মিসরীয় যোদ্ধৃবর্গ (ক্ষত্রিয় জাতি) অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের অনেকেই ইথিয়োপিয়ায় যাইয়া অবস্থিতি করিল; পৌর হিত্যের প্রাধান্য সংকুচিত হইল; রাজ্যেশ্বর নাবী

* যে সকল সৈন্য কোন রাজার বেতন ভুক্ নহে, কিন্তু অর্থ পাইলে সকলের হইয়া যুদ্ধ করে, ভৃতিগ্রাহী শব্দে তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

† রাজারা স্বীয় শরীর রক্ষার নিমিত্ত এক দল বিশেষ সৈন্য রাখিয়া থাকেন; উহাদিগকে দেহ রক্ষী কহে।

নির্ম্মাণে লোলুপ এবং আসিয়ার অভ্যুদয়োন্মুখ রাজ্য সকলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সামেটিকসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নীকো তদীয় সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি পিতার আরব্ধ নাবী নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করেন এবং বাহুবলে ইউফ্রেটীস্ নদী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সারসেসিয়মের যুদ্ধে বিফল প্রযত্ন হওয়াতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। তিনি খাতখনন দ্বারা লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগর যোজিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, তাঁহার প্রোৎসাহে নবনির্ম্মিত নাবীদ্বারা আফ্রিকা মহাদেশ পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। এই ব্যাপার যে নিতান্ত অসমসাহসিক ও দুঃসাধ্য তাহাতে সন্দেহ বিরহ। ফলতঃ ঈদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্যে তৎকাল পর্য্যন্ত কোন জাতি বা রাজা নিযুক্ত হয়েন নাই। তাঁহার প্রপৌত্র এপ্রিস্ আসিয়া মহাদেশে জয়বিস্তারের অভিসন্ধি করিয়া সামুদ্রিক নগর সিডন্ অবরোধ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালের প্রধান * নাব্য পরাক্রমশালী টায়র

* দেশের সমুদায় যুদ্ধ জাহাজকে নাবী কহে। নাবী নিবন্ধন দেশীয়েরা যে পরাক্রম লাভ করে, নাব্য পরাক্রম শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে।

বাসীদিগকেও পরাভূত করেন। তিনি পরে আফ্রিকাস্থ গ্রীসীয় উপনিবেশ সাইরিনের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। গ্রীক্‌ভৃতিগ্রাহীদিগের সাহায্যে পুরুষানুক্রমে তাঁহারা যে দুরাকাঙ্ক্ষার বিনোদন করিয়া আসিতেছিলেন, প্রজাবর্গ তৎসহনে আর সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন ও জীবন হইতে বিযোজিত করিল। তাহাতেই সামেটিকস্‌ রাজবংশের শেষ হয়। এই অবসরে আমেসিস্‌ রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন। ইনি যদিও সামান্য কুলোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ধীশক্তি সামান্য ছিল না। গত রাজ্য বিপ্লবানল ইনিই গূঢ়ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। যে সকল কুসংস্কার বিহীন সভ্য গ্রীসীয়েরা দেশ মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রভাবে আমেসিস্‌ মিসরকে যার পর নাই সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা আসন্ননির্ব্বাণ প্রদীপের জ্বলন স্বরূপ বলিতে হইবেক, ইহা কেবল আসন্ননির্ব্বাণ প্রদীপের জ্বলন মাত্র। তিনি পূর্ব্ব খণ্ডের বিজেতা পারস্য রাজ সাইরসের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু জয়োল্লসিত পারসীকেরা তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইল। যাহা হউক, সাইরস্‌ ও আমেসস্‌ উভয়ের মৃত্যু প্রায় এক সময়েই ঘটিয়াছিল। সাইরসের পুত্র ক্যাম্বাইসিস্‌

পারসীক সৈন্য সমভিব্যাহারে আমেসসের পুত্র সামেনি-টসের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছিলেন! পেলুসিয়মে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পারসীকেরা জয় লাভ করে; এবং বিজিত মিসর দেশ খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে পারস্য সাম্রা-জ্যের অন্তর্ভূত হইল, এই রূপে অতিপ্রাচীন রাজ্য মিসরের পতন হয়। পর পরিচ্ছেদে এই দেশ পারস্য সাম্রাজের অধীন ছিল।

ফিনীসিয়া।

ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র দেশ সুবিস্তৃত বাণিজ্যদ্বারা ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অত্যন্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন কতিপয় নগর ও তাহাদিগের অধীন প্রদেশ সকল এই দেশের উপাদান স্বরূপ; ইহা একটি অখণ্ড রাজ্য ছিল না। টায়র নগরীয় নৃপগণের বিষয়ে আমরা সবিশেষ কিছুই অবগত নহি; তাঁহাদিগের অধিকাংশের কেবল সংজ্ঞা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় শকের একাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে হারাম টায়য়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি জুডিয়ার রাজা ডেভিডের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ যোগ্য হইতেছেন। খৃঃ পূঃ ৫৮৬ অব্দে টায়র নেবুক ডনেজর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও উৎসাদিত হয়। এই ঘটনা বশতঃ নূতন টায়র বিনির্ম্মিত হয়।

লেবাণ্ট সাগরের বাণিজ্য ফিনীসিয়দিগের অনন্য সাধারণ * হইয়া ছিল। গ্রীসীয়েরা নাব্য প্রাধান্য অধিগত হইবার পূর্ব্বে কেবল ইহারাই ভূমধ্য সাগরের নাবিকতা কার্য্যে সুনিপুণ ছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় মিসরীয়েরা সমুদ্র যাত্রার বিরোধী ছিল; সুতরাং তাহারা ফিনীসিয়দিগকেই আপনাদিগের পোতগণের পরিচালনায় নিয়ত নিযুক্ত করিত। ফিনীসিয়দিগের বাণিজ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, উহারা অর্ণবযানদ্বারা ভারতবর্ষে গতিবিধি করিত; কিন্তু ইহাই অধিক সম্ভবপর যে, আরবেরা ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্য দ্রব্য সকল আহরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের বন্দরে আনয়ন করিত; পরে ফিনীসিয়েরা তথাহইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এবং ভূমধ্য সাগরের উপকূল সন্নিহিত দেশ সম্দায়ে বিক্রয় করিত। স্থল পথে ইহাদিগের পণ্য পাল্মায়রা হইয়া পশ্চিম আসিয়ার অন্তঃপাতী যাবতীয় দেশে প্রেরিত হইত। অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহারা অর্ণবযানদ্বারা জব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়াছিল, এবং স্পেনের উপকূল মাত্র অবগত ছ

* যাহাতে অনেকের অধিকার না থাকিয়া কেবল একের স্বত্ব থাকে, তাহাকে অনন্য সাধারণ কহে।

ছিল এমত নহে, রঙ্গ ক্রয় করিবার উদ্দেশে বিপ্রকৃষ্ট গ্রেটব্রীটন্ দ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ফিনীসিয়েরা শিল্পকার্য্যের অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ছিল না। শিল্পপ্রভাবে ইহারা উপাদেয় দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিত; টায়রীয় ধূমলনামক এক প্রকার বস্ত্র অতিশয় প্রসিদ্ধ। স্পেন, সিসিলি এবং আফ্রিকায় ইহারা উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল; কিন্তু ইহাদিগের উপনিবেশিত স্থানের এই সকলের মধ্যে কার্থেজ ব্যতীত অন্য কোনটিই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নগর পর পরিচ্ছেদে সাম্রাজ্য লিপ্সায় রোমের সহিত বিবদমান লক্ষিত হইবে। ইহারা গ্রীক্ জাতির ন্যায় উদারাশয় ছিল না, কিসে আপনাদিগের বাণিজ্য অনন্যসাধারণ থাকিবেক এই চিন্তাই ইহাদিগের বলবতী ছিল; ইহারা স্বকৃত আবিষ্ক্রিয়া সকল প্রকাশিত করিতে এবং কোন জাতিকে স্বাবলম্বিত বাণিজ্যের সন্ধান বলিয়াদিতে সম্মত ছিল না এই নিমিত্তই কোন ফিনীসীয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বাণিজ্য নিবন্ধন টায়রের যে মহোন্নতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে যাহা কিছু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তৎসমুদায় অন্যান্য দেশের ইতিহাস লেখকদিগের লেখনী হইতে সংগৃহীত।

পালেষ্টিন্।

খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে য়িহুদীরা কেনান্ প্রদেশে অধি-বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং তিনশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমেশ্বর ও তদাদিষ্ট ব্যক্তিগণের শাসনবর্ত্তী হইয়া চলে। অনন্তর তাহারা ক্রমশঃ পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপাসনায় আসক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহারা প্রতিবাসি সন্নিকৃষ্ট জাতিগণ কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হই-লেও জগদীশ্বর প্রসাদে উহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রত্যুদ্ধৃত করিয়াছিল। পরিশেষে ইস্রেল বংশীয়েরা ঐ শাস-নের অনুসারী থাকিতে অসম্মত হইল, এবং অন্যান্য জাতির ন্যায় হইব, এই আশয়ে এক জন রাজার প্রার্থনা করিল। তদনুসারে ভবিষ্যদ্বেত্তা সামুএল সল্‌কে অভি-ষিক্ত করিলেন। ইনি নীচকুলোদ্ভব হইলেও নীচ প্রবৃত্তি ছিলেন না। ইনি সন্নিহিত জনপদবাসীদিগের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পরিশেষে একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া সমুদায় পুত্রের সহিত সমরশায়ী হয়েন। সলের রাজ্যশাসন কাল পর্য্যন্ত য়িহুদীরা কৃষিজীবী ছিল। উহাদিগের তাদৃশ ধন সম্পত্তি ছিল না, কিন্তু ঐশ্বর্য্যানু-রাগ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। রাজার প্রাসাদ ছিল না, রা-জ্যের রাজধানী ছিল না।

সলের মৃত্যু হইলে ডেবিড্ রাজা হইয়াছিলেন। স্বানুগৃহীত ব্যক্তিদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইঁহাকেই জগদীশ্বর মনোনীত করিয়াছিলেন। য়িহুদীরা যে দ্বাদশ বংশে বিভক্ত ছিল, তাহাদিগের একতম মাত্র ডেবিড্‌কে রাজা বলিয়া অঙ্গীকার করিল, অপর একাদশ বংশ সলের পুত্রের অনুগত রহিল। ডেবিডের সিংহাসনাধিরোহণের সাত বৎসর পরে সলের পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে সর্ব্ববংশীয় য়িহুদীরা তাঁহার পক্ষে আসিয়াছিল। তিনি জেবুসাইটিস্‌দিগের নিকট জেরুজালম জয় করিয়া উহাকে রাজধানী করিলেন এবং শত্রুপরাভবদ্বারা য়িহুদীজাতির সাতিশয় গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। ডেবিডের রাজ্য ফিনীসিয়া হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত এবং ভূমধ্য সাগর হইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ইডমাইটিস্ জাতিকে জয় করিয়া প্রসিদ্ধ বন্দর ইজিয়ঞ্জিবর ও ইলত অধিকার করেন। উক্ত বন্দরদ্বয় পূর্ব্বখণ্ডের লোকদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। যাহা হউক, তিনি সাংগ্রামিক কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকায় জয়লব্ধ এই দুই বন্দর হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন নাই।

ডেবিডের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সলোমন্ তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি শান্তপ্রকৃতি, বিজ্ঞ ও দূরদর্শী ছিলেন। জগদীশ্বরের উপাস-

নার্থ তিনি একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব, সমৃদ্ধিশোভী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং সুরম্য হর্ম্ম্যজাল দ্বারা জেরুজালমকে এরূপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যে, তৎকালের সমুদায় নগর উহার নিকট বিভবে পরাভূত হইয়াছিল। তিনি টায়র নগরীয়দিগের সহযোগে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; উহারা তাঁহার পোতবাহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অনুমিত হয়, তদীয় অর্ণবযান সকল উহাদিগের নাবিকতায় ভারতবর্ষপ্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত। তিনি ভৌমবাণিজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে অরণ্যমধ্যে পাল্‌মায়রা নগর সংস্থাপিত করেন। ঐ নগর ঈদৃশ অপূর্ব্ব অট্টালিকামালাদ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল, যাহাদের ভগ্নাবশেষ দর্শনে অদ্যাপি ভ্রমণকারীদিগের অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে নিমগ্ন হয়। তিনি শেষাবস্থায়, উপপত্নীগণের প্রাদুর্ভাবে ঈশ্বরের প্রতি শ্লথানুরাগ হইয়াছিলেন এবং তদীয় অর্চ্চনাপদ্ধতির মধ্যে অনেক বিদেশীয় ব্যবহার নিবেশিত করিয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, পরিশেষে তিনি ইন্দ্রিয়সুখে একান্ত ব্যাসক্ত হওয়াতে অন্তঃপুরিকাগণ "সর্ব্বে সর্ব্বা" হইয়াবসিল এবং আপনারাই শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; প্রজাবর্গের প্রতি অসম্ভব কর নির্দ্ধারিত হইল।

সলোমনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রিহোবোম্ তদীয় রাজ্যসম্পদের অধিকারী হইলেন কিন্তু ইতি

পূর্ব্বেই য়িহুদীজাতির গৌরবভানু অস্তগত হইয়াছে। দশ বংশ করনিষ্কৃতি প্রার্থনা করায় সাহঙ্কার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং এক স্বতন্ত্র রাজ্য সমুত্থাপিত করে। জিরোবোম্ ইহাদিগের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাদিগের রাজ্য ইজ্রেল্ রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং অপর দুই বংশের রাজ্যকে জুডারাজ্য কহিত খৃঃ পূঃ ৯৭৫ অব্দে এই আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। দুশ তিপ্পান্ন বৎসরের মধ্যে ইজ্রেল্রাজ্য উনিশ জন রাজার আয়ত্ত হয়। ঐ সকল নরপতি বিভিন্ন বংশীয় এবং তাঁহাদিগের অধিকাংশই অশেষবিধ দুষ্কর্ম্মের আশ্রয় ছিলেন। ঐ সময়ের অবসানে আসীরিয়ার রাজা সাল–মানেসর পালেষ্টিন্ জয় করেন, এবং বন্দীকৃত সমুদায় অধিবাসীকে কোন বিপ্রকৃষ্ট প্রদেশে লইয়া যান। কোন্ স্থানে উহারা নীত হইয়াছিল, কেহই অদ্যাপি তাহা সবিশেষ নির্ণয় করিতে পারেন নাই; কিন্তু ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর বিবেচনা হইতেছে যে, উহারা অফ্গানিস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।

জুডা রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বি রাজ্যাপেক্ষা এক শ ত্রিশ বৎসর অধিক বিদ্যমান ছিল। খৃঃ পূঃ ৯৭৫ বৎসর হইতে ৩৮৮ বৎসর পর্য্যন্ত তিন শ সাতাশী বৎসরের মধ্যে ডেবিড্ বংশোদ্ভব বিংশতি ভূপাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সকল-

কেই প্রতিবাসী জাতিগণের সহিত সতত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল; তাঁহারা যদিও দুই এক বার পরাজিত হইতেন, আপনাদিগকে স্বপদস্থ রাখিতে কখনই অসমর্থ হয়েন নাই।

আসীরিয়া, মিডিয়া, ব্যাবিলন ও পারস্য রাজ্যের বিষয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করাগিয়াছে যে ইতিহাসবেত্তারা বলিয়া থাকেন অতি প্রাচীন কালে আসীরিয়া রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সচরাচর সকলে নিমরড্ বা নাইনসকে এই রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এবং ইহা অনুমিত হয় যে, এই রাজ্যে খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দী হইতে রাজা সার্ডানাপলসের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া খৃঃ পূঃ ৭৪৩ অব্দে বিধ্বস্ত হয়। আবার অন্যান্য ইতিহাসজ্ঞেরা ইহার নিতান্ত বিপরীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া থাকেন, সুতরাং এই রাজ্যের সংস্থাপনাদিবিষয়ে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে সে কেবল অনুমান; সে সমস্তের উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। পরন্তু সার্ডানাপলসের রাজত্বকালে আসীরিয়া নামক একটি রাজ্য যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় মূলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা সার্ডানাপলস

ইন্দ্রিয় সুখলিপ্সায় সাতিশয় আসক্ত হইয়া মহা সমা-রোহে সময়াতিপাত করিতেন। তিনি প্রায়ই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠান করা তাঁহার কদাচিৎ ঘটিত। ফলত ইতিহাস পাঠ করিলে তাঁহাকে * এপিকি-য়োর সম্প্রদায়ের প্রধান অনুচর বলিয়া বোধ হয়। তিনি পান ও ভোজনাদির আনন্দে দিন যাপন করা জগতের সার কার্য্য বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। এরূপ রাজার রাজ্য যে শীঘ্রই কোন প্রবল সামন্ত নৃপতির হস্তে পতিত হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? মিডিয়ার শাসন কর্ত্তা আর্বে-সেস্ রাজা সার্ডানাপলসকে স্ত্রীজাতির ন্যায় নিস্তেজ অব-লোকন করিয়া রাজ্যলুব্ধ হইয়া উহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার মানসে ব্যাবিলনের শাসনকর্ত্তা বেলোসস্ ও অন্যান্য অসন্তুষ্ট রাজ কর্ম্মচারির সহিত ষড় যন্ত্র করিল। রাজা সর্ডানাপলস (স্বীয় কাপুরুষতাপবাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্তই যেন,) প্রথমত অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আর্ব্বেসস্কে বারম্বার পরাভূত করিয়াছিলেন। পরি-শেষে বেলোসস্ ব্যাবিলন হইতে সৈন্যের যোগ দিয়া নিশাকালীন কপটযুদ্ধে সার্ডানাপলসকে পরাজিত করিল। রাজা সার্ডানাপলস অবিলম্বেই দৃঢ়পরিরক্ষিত

* প্রাচীন গ্রীসের কতগুলিলোক এই সম্প্রদায়ে পরিভুক্ত ছিল। চার্ব্বাকদিগের মতের সহিত ইহাদিগের মতের অনেক সাদৃশ্য ছিল। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, এই বাক্য ইহাদিগের মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বলিলে বলা যায়।

নিনেভা নগরে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে যে, “যে পর্য্যন্ত না টাইগ্রিস্ নদী প্রতিকূল হইয়া উঠিবে, তদবধি কেহ নিনেভা নগর অধিকার করিতে পারিবে না”! এই জনপ্রবাদ সে সময়ে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবাহিত ছিল। এই জনপ্রবাদে আশ্বস্ত হইয়া সার্ডানাপলস ঐ নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ নগর শত্রুপক্ষ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। এই অবরোধের দ্বিতীয় বৎসরে টাইগ্রিস নদীর জল উদ্বেল হইয়া নগরের সমুদয় গ্রাম প্লাবিত করিল এবং উহার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অধিকাংশ উৎপাটিত করিল। ইহাতে শত্রুদিগের নগর প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সার্ডানাপলস আপনার আসন্ন কাল উপস্থিত জানিয়া স্ত্রীগণ, বিভব ও পরিজনের সহিত আপনাকে এক অট্টালিকাতে সংরুদ্ধ করিয়া পুড়িয়া মরিলেন। এই রূপে আসীরিয়া রাজ্যের পতন হইল।

জেতা আর্বেসেস্ মীডিয়া ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সকল আপনার নিমিত্ত রাখিয়া বেলোসস্‌কে ব্যাবিলন প্রদান করিলেন। এই স্থানের এই ইতিহাসে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। কারণ বাইবলে লিখিত আছে যে, এই সময়ে আসীরিয়ার রাজা ফল্ প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করেন। এই নিমিত্ত কোন কোন ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে, সার্ডানাপলসের রাজ্য হইতে ব্যাবিলোনিয়, আসীরিয় এবং মীডিয় এই তিন রাজ্য উৎপন্ন হয়। আর

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে আসীরিয়া, টাইগ্রিস্ ও ইয়ুফ্রেটিস্ নদীর সন্নিহিত প্রদেশ সকলের সাধারণ নাম ছিল এবং ফল্ কেবল বেলোসসের আর একটি নাম। এই অংশের মীমাংসা করিবার সম্যক্ উপায় নাই, আর ইহার মীমাংসা তাদৃশ কার্য্যের বলিয়াও বোধ হইতেছে না। কারণ যদি একটি ভিন্ন আসীরিয় রাজ্য উত্থিত হইয়া থাকে, উহা আট বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। ঐ অবসরে নূতন ব্যাবিলোনিয় রাজ্য প্রধান হইয়া উঠিতে লাগিল। নেবুকড্‌নিজার চারিদিকে আপনার অস্ত্র বিস্তার করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যকে তখনকার পাশ্চাত্য আসিয়ার মধ্যে সাতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। ইনিই বাইবলে "স্বর্ণাধিপতি" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জুডা রাজ্যের জয় করিয়া খৃঃ পূঃ ৫৮৬ সালে তিনি প্রধান বাণিজ্য স্থান টায়ার জয় করিলেন। পরে ইজিপ্ট জয় করিয়া এরূপ গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, যে ষষ্টিহস্তপরিমিত এক স্বর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া ডিউরা নগরে স্থাপন করিলেন এবং আপনার প্রজাদিগকে উহার প্রণাম ও পূজা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বিস্তৃত রাজ্য ও বিপুল বিভব অধিকার করিয়া আসিয়াদেশসুলভ ভোগ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিলেন এবং পরাক্রান্ত প্রতিবেশবাসিগণ কর্ত্তৃক ত্বরায় পরাভূত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে নেবুকড্নিজ্জারের বংশের পতন হইতেছিল, সেই সময় পার্ব্বত্য দেশ পারস্যের কৃচ্ছ্র সহ রণাসক্ত অধিবাসিদিগের রাজকুমার সাইরস, আসিয়ার পাশ্চাত্য রাজ্য সকল ধ্বংস করিয়া সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে অভূতপূর্ব্ব এক বৃহদ্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন বলিয়াই যেন অভ্যুদিত হইতেছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য জাতির কষ্টকর কর্ম্মে শিক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে লোকে মহান্ হয়, তিনি স্বভাবতই সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি মিডীয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উহার পশ্চিম প্রদেশ সকলে এরূপ কাপুরুষ রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন, যে জেতার উপস্থিতি মাত্র অপেক্ষিত ছিল। এক্ষণে আর এক মহান্ রাজ্যবিপ্লবের কাল উপস্থিত। সাইরস মিডীয়া প্রাপ্ত হইয়া আসীরিযার দিকে অস্ত্র প্রসারিত করিলেন। কিন্তু ঐ রাজ্য জয় করিবার পূর্ব্বেই লিডিয়ার রাজা ক্রিসসের সহিত নূতন শত্রুতার সূত্রপাত হইল! লিডিয়ারাজ্য ট্রয়দেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন ইতিহাস কেবল গল্পময়। সাইরসের উদয়ের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ক্রিসস ঐ রাজ্য অধিকার ক্রমে প্রাপ্ত হন এবং এক বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিবার মানসে আসিয়া-মাইনরের গ্রীক উপনিবেশ সকল জয় করিয়া পূর্ব্বদিকে হালিস্ নদী পর্য্যন্ত স্বরাজ্য সীমা বিতত করিয়াছিলেন।

রোম।

এই সময়ে রোমেরও উদয় হয়। রোম নগর খৃঃ পূঃ ৭৫৪ সালে সংস্থাপিত হইয়া ৫০৯ সাল পর্য্যন্ত কতিপয় নৃপতি দ্বারা শাসিত হয়। অনন্তর উহাতে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিতা হয়। কিন্তু উহা অতি-ত্বরায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্ষমতাশালী হইয়াছিল এবং আমরা যে সকল দেশের ইতিহাস বলিয়া আসিলাম, ঐ সমস্ত দেশই স্বরাজ্যে পরিভুক্ত করে, এই নিমিত্ত পর কাণ্ডে উহার উৎপত্তি ও অভ্যুদয়ের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বলিব।

সিসিলি।

এই সময়েই গ্রীকেরা সিসিলিতে বিস্তৃত উপনিবেশ সকল সন্নিবেশিত করেন। এই সকল উপনিবেশ যে গ্রীসের কোন প্রধান প্রদেশ বাসি দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ নহে, কিন্তু গ্রীসের প্রায় প্রত্যেক উপকূল প্রদেশীয়েরাই উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, আর আসিয়ামাইনর-নিবাসী গ্রীকেরাও ঐ উর্ব্বর দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত কখন আপনাদিগের অভিষ্যন্দ প্রজা, কখন বা বাণিজ্যের কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল। এই সকল উপনিবেশের মধ্যে ক-

রিন্থবাসীদিগের সংস্থাপিত সিরাকিউজ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাপন্ন হয়।

সাইরসের সমকালে সিসিলির সমুদয় উপকূলই গ্রীক উপনিবেশে সঙ্কুল হইয়াছিল, এবং উহাদিগের অধিকাংশই কেবল নামে মাতৃদেশের অধীনতা স্বীকার করিত।

স্পেনের উপকূলে স্যাগন্টম্ প্রদেশেও গ্রীকেরা একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। কার্থেজবাসীরাও আর একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ঐ দেশে আপনাদিগের অধিকৃত সুবর্ণ খনি হইতে বিপুল অর্থ উৎপন্ন করিয়াছিল।

৫ ম অধ্যায়।

খৃঃ পূঃ ৫৬০ - ৩৩০।

সাইরস হইতে মহাবীর আলেকজাণ্ডর পর্য্যন্ত

পারস্য সাম্রাজ্য—সাইরস—ক্যাম্বাইসেস—ডেবায়স—গ্রীসিয়সাধারণ-তন্ত্র—হিপিয়স এবং হিপার্কস—সার্ডিস নগর দাহ—পারস্য জাতি-দ্বারা গ্রীস আক্রমণ—ম্যারাথনের যুদ্ধ—জারক্‌সিসের যুদ্ধযাত্রা—থার্ম্মোপিলী—স্যালামিস—প্লাটিয়া—গ্রীসের উন্নতি—পেরিক্লিস—পিলপনিসীয় আহব—আল্‌সিবাইডিস—আথীনিয়ানদিগের সিসিলি যাত্রা—ঈগস্পটেমসের যুদ্ধ—আথেন্স লুঠ—ছোট সাইরস—আর্জ্জিসিলেয়স—ম্যাল্‌টালসিডাসকৃত সন্ধি—থীব্‌স—ইপ্যামিনণ্ডাস ও পিলপিডাস—ম্যান্টিনিয়া—গ্রীক সাধারণ তন্ত্রের সঙ্কট—ম্যাসিডনের ফিলিপ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যে সাইরসের ধীশক্তিতে পাশ্চাত্য আসিয়ার প্রাচীন দেশ আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মীডিয়া, প্যালেষ্টাইন ও আসিয়ামাইনর পারস্য সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা যে সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ঐ সময়ের মধ্যে গ্রীসের ক্ষুদ্র এবং সারবান্ সাধারণতন্ত্রের সহিত পারস্য রাজ্যের যে বিবাদ উপস্থিত হয়, ঐ বিবা-

দের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে। বুদ্ধি বলে ও মানসিক শক্তিতে সাইরসের সমকক্ষ মহাবীর আলেকজাণ্ডর সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিলে ঐ বিবাদানলের শান্তি হয়। এই পরিচ্ছিন্ন কাল মধ্যেই সেই অতুল্য ক্ষমতাশালী জাতির, অর্থাৎ রোমানদিগের, বাল্য চেষ্টিত সকল বিকসিত হইয়াছিল, যাঁহারা জগদ্রাজ্য অধিগত হইয়া পর পরিচ্ছেদ দ্বয়ের প্রধান অভিধেয় হইয়াছেন। এইরূপে আমরা ইতিহাস প্রবাহে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই দেখিতেছি যে, যে সকল রাজ্য ও সাম্রাজ্য পাঠকগণের মনোযোগ তৎপ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা ক্রমশঃ স্বাধীনতা চ্যুত হইয়া বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এ দিকে অন্যান্য জাতি ও সাম্রাজ্য সকল অসভ্য ও অজ্ঞাত প্রদেশ সকলে উদিত হইতেছে; এবং আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি ব্যাপার সমূহে ইতিহাস পরিপূর্ণ করিতেছে।

সাইরস স্বদেশীয় কষ্টসহ পারসীকদিগের সাহায্যে, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, পশ্চিমে গ্রীসিয় সমুদ্র, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও উত্তরে সিথীয় পর্ব্বত এই সীমান্তর্বর্ত্তী তাদৃশ বৃহদ্রাজ্যের অভ্যুত্থান সম্পাদন করিয়া, বিজ্ঞত্ব-সহকারে আপনার রণোৎসুক্য দমন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার নিকট রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করিতেছে ঈদৃশ লক্ষ লক্ষ লোকের সুনিয়ম দ্বারা উন্নতি সাধনে

ও স্বরাজ্যের দৃঢ়ীকরণে জীবনের শেষ ভাগ সমর্পণ করিলেন। পরন্তু দুরন্ত সিথীয়ানেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করাতে বৃদ্ধাবস্থায় আবার তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। টিসিয়স্ বলেন, সাইরস ঐ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

ক্যাম্বাইসেস সাইরসের উত্তরাধিকারী হইলেন, এবং শত শত জাতির শাসনেও পরিতৃপ্ত না হইয়া ইজিপ্ট পারস্য রাজ্যে পরিভুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই তিনি এক দল বৃহৎ সৈন্যের সহিত ঐ দেশে প্রবেশ করিলেন, এবং পেলুঝিয়ম নগরে যে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতেই ফ্যারায়োর সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেন।

খৃঃ পূঃ ৫২৫ সালে ইজিপ্ট পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। যাহা হউক ক্যাম্বাইসেস লিবিয়া মরুভেদ করিয়া বিভবশালী বাণিজ্যিক য়্যামোনিয়ম নগর জয় করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবং কার্থেজের বিপক্ষে যে অভিসন্ধি করিয়াছিলেন, ফিনীসিয়েরা আপনাদিগের উপনিবেশ নাশের সাহায্য দানে অসম্মত হওয়াতে উহাও ভগ্ন হয়। ইতিমধ্যে ম্যাজি নামক আসিয়ার এক পণ্ডিতসম্প্রদায় মীডিয় রাজবংশ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষড্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন। এবং সার্ডিস নামক

এক ব্যক্তিকে কাম্বাইসেসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন। এই সূত্রে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে সাড়ে সাত বৎসর রাজত্বের পর ক্যাম্বাইসেস্ মারা পড়িলেন। কপট স্মার্ডিস আট মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পারসীকেরা মীডিয় রাজার রাজত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ষড়্‌যন্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। যে সাত জন এই ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা, অতঃপর কে রাজা হইবে, এই বিষয়ে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া পরিশেষে ডেরায়সকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সাইরসের কন্যা আটোহার সহিত স্বকীয় পরিণয় সম্পাদন করিয়া আপনার ক্ষমতা সমধিক প্রবল করিয়া তুলিলেন। ডেরায়স্ ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি যার পর নাই ঐ সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, নানা সুনিয়মে উহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং রাজসভার উপবেশনের নিমিত্ত বিচিত্র নগর সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাইরস্ আসিয়া, এবং ক্যাম্বাইসেস্ ইজিপট জয় করিয়াছিলেন। ডেরায়স্ ইউরোপে থ্রেস্ ও ম্যাসিডনের প্রতি স্বকীয় শস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলেন। অধুনা ঐ দুই দেশ তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত। ইত্যবসরে ব্যাবিলনবাসীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু একুশ মাস অবরোধের পর ঐ দেশ আয়ত্ত হয়। এপর্য্যন্ত রণানুরাগ নিবৃত্ত না হওয়াতে ডেরায়স্ যাযাবর অজেয় সাথিয় জাতির সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু স্বীয় শ্বশুর সাই-

রসের ন্যায় পরাভূত হইয়া লজ্জাকর পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ডেরায়স্ পূর্ব্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক জন গ্রীক্ কর্ম্মচারী সিন্ধু নদীতে তাঁহার পোতের নাবিকতা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ নদীর উত্তরস্থ উচ্চ প্রদেশ সমূহ তাঁহার রাজ্যে সংযোজিত হইল। এই সময়ে তাঁহার এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ আফ্রিকার অন্তঃপাতী বার্কা নগর আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।

যে সময়ে ডেরায়সের সৈন্যেরা ড্যানিউব নদী, সিন্ধুনদী ও আফ্রিকায় জয়ানন্দ সম্ভোগ করিতেছিল, তৎকালে, যাহাদিগের রাজ্য ডেরায়সের রাজ্যের পঞ্চাশৎ অংশের একাংশও ছিল না, সেই ক্ষুদ্র ও তৎকালপর্য্যন্ত লোকসমাজে অনধিগতপ্রতিষ্ঠ গ্রীক্‌জাতির সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। এক মাত্র সমরেই যে গ্রীস্‌দেশ ইজিপ্টের ন্যায় পারস্যরাজ্যে পরিভুক্ত হইবে, ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল: কিন্তু জাতিসাধারণ স্বাধীনতানুরাগ ঐ দেশের অধিবাসীদিগের বীরত্ব উৎপাদন করিয়াছিল।

আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, তৎকালে সভ্যতার প্রধান আধারভূত, আসিয়ামাইনরস্থ গ্রীক্ উপনিবেশ সকল পারসীকদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। গ্রীসের অব্যবহিত উত্তরে অবস্থিত থ্রেস্ ও ম্যাসিডন পারসীকদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল। যে পারসীকদিগের প্রভাবে তৎকাল পরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রধান প্রধান

প্রদেশ সমস্ত পরাজিত হইয়াছিল. এক্ষণে গ্রীসিয় সাধারণতন্ত্র সমূহ সেই পারসীক জাতি কর্ত্তৃক আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত দেখিল; কিন্তু বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা ত্যাগে সম্মত হইল না। আসিয়ামাইনরের গ্রীক্ নগর সকল অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পারসীকদিগের অধীনতা শৃঙ্খল বহন করিতেছিল। ঐ নগর সমূহের মধ্যে সমধিক ক্ষমতাপন্ন মিলিটস্ নগরের অধ্যক্ষ আরিষ্টাগোরস পারসীক প্রদেশীয়-শাসনকর্ত্তার নিকট অপরাধী বলিয়া নির্ণীত হওয়াতে প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সমুদয় গ্রীকমণ্ডলী মধ্যে ঐক্যবন্ধ স্থাপন করিয়া সকলকে উৎপীড়ক পারসীকদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার মানস করিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় সফল হইয়াছিল। গ্রীক্দিগের উপনিবেশিত নগর সমস্ত পারসীকদিগের প্রভুতা অগ্রাহ্য করিয়া আপনারা এক সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল।

অনন্তর ঐ বিদ্রোহী আরিষ্টাগোরস্ গ্রীসবাসি-স্বজাতির অন্তঃকরণে পারস্যরাজ্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মাইবার ভরসায় গ্রীসে গমন করিলেন। ল্যাসিডিমনে তিনি উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন, কিন্তু আথেন্স নগরে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূল অবস্থা সকল ঘটিয়াছিল। পিসিস্ট্রেটসের নির্ব্বাসিত পুত্র হিপিয়াস স্বকীয় প্রভুতার পুনঃ সংস্থাপনার্থ সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়ামাইনরের পারসীক শাসনকর্ত্তার ধর্ম্মাধিকরণে নিয়ত যাতায়াত করিত। আথানিয়ানেরা তাহার এই মনোরথ নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত দূত

প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পারসীক প্রদেশাধ্যক্ষ সাহঙ্কার বাক্যে এই উত্তর প্রদান করেন যে, "যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে যেন আর্থানিয়ানেরা হিপিয়াস্‌কে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করে"। যে মুহূর্ত্তে আরিষ্টাগোরস্ পারসীকদিগের বিপক্ষে আসিয়াটিক গ্রীক্‌দিগের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে দূতেরা এই কোপোদ্দীপক প্রত্যুত্তর লইয়া আথেন্সে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তচ্ছ্রবণে আথেন্সের সমস্ত ক্ষমতাপন্ন প্রজারা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এরূপ সত্বর হইয়া সকলে যুদ্ধপোত সজ্জীভূত করিতে লাগিল যে, কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার সময় ছিল না। সৈন্যেরা পোতে আরোহণ করিয়া আসিয়ায় যাত্রা করিল, এবং তথায় অবতীর্ণ হইয়া অবিলম্বেই ঐ প্রদেশের রাজধানী সার্ডিস্ নগরে গমন করিয়া উহা অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিল। পারসীকেরা এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিল। আর্থানিয়ানেরা পলায়নপরায়ণ হইল, কিন্তু সমুদ্র তীরে পারসীক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাভূত হইল। আর্থানিয়ানেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অপকার করাতে পরস্পর গ্রীক্ ও পারসীকদিগের মনে ঈদৃশ বিপক্ষভাবের সঞ্চার হইল যে, উহা দৃঢ়মূল হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান ছিল।

ডেরায়স্ এক্ষণে বিদ্রোহ-প্রবৃত্ত গ্রীসিয় প্রদেশ সমূহের শান্তি সংস্থাপনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে গ্রীকেরা স্থলে পারসীকদিগের প্রাধান্য সবিশেষ অবগত থাকাতে রণতরি সজ্জীকরণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইল।

যাহা হউক, আসিয়িক গ্রীক্‌দিগকে জয় করা যে সহজ ব্যাপার নহে, ইহা পারসীকেরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছেদে সমর ব্যাপার চলিয়াছিল, তথাপি মিলিটস্‌ নগর পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। এপর্য্যন্ত গ্রীক্‌দিগের অধিকারে এক দল পরাক্রান্ত রণতরি ছিল। পরিশেষে পারসীক সৈনাধ্যক্ষেরা সমুদ্র সন্নিহিত করদ প্রদেশ সকল হইতে রণতরি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পারসীকেরা স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া ঐ সকল সমরপোতের কার্য্য নির্ব্বাহ না করাতে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শাইবে এরূপ প্রত্যাশা হয় নাই। যাহা হউক, এক ঘোর সমুদ্র সমরে ঐ যুদ্ধপোতসম্প্রদায় জয়ী হইয়া আসিয়িক গ্রীক্‌দিগকে এবং গ্রীসিয় দ্বীপপুঞ্জকে এক কালে সম্পূর্ণ অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। এক্ষণে সার্ডিস্‌ নগরদাহের নিমিত্ত আথীনিয়ানদের দণ্ড বিধানই কেবল অবশিষ্ট রহিল। তদুদ্দেশে এক দল বৃহৎ সেনা ডেরায়সের জামাতা মার্ডোনিয়সের অধীনে স্থাপিত হইল। তিনি হেলেস্পণ্ট পার হইয়া ইউরোপে প্রবেশ করিলেন, এবং দূত দ্বারা গ্রীকদিগের নিকট অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ জল ও মৃত্তিকা চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্ষুদ্র ও ভীরু প্রদেশ সকল ঐ প্রার্থনাতে সম্মত হইল; কিন্তু স্পার্টিয় ও আথেন্সবাসীরা কেবল উহা যে অস্বীকার করিয়াছিল এরূপ নহে, প্রেরিত দূতগণকে যথেষ্ট অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগও করিয়াছিল।

অনন্তর ঐ পারসীক সেনানী সৈন্য সমভিব্যাহারে থ্রেস

ও ম্যাসিডনের মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত পথ দ্বারা উত্তর হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পোত সকল বাত্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়াতে এবং খৃঃ পূঃ ৪৯৩ অব্দে সেনাগণও থ্রেস্‌বাসি-পার্ব্বত্য-জাতি কর্ত্তৃক সংক্ষুভিত হওয়াতে এই যুদ্ধারম্ভ নিষ্ফল হইয়া যায়।

পর বৎসর সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধিনেতৃত্বে আর এক দল সেনা প্রেরিত হয়। অনুমিত হয়, ঐ সৈন্যাধ্যক্ষেরা হিপিয়াসের পরামর্শানুসারে চলিয়াছিলেন। পূর্ব্ববারে উত্তরের পর্ব্বত সকল সাঙ্ঘাতিক কষ্টকর হইয়াছিল বলিয়া ঐ পথ পরিহার করিবার মানসে সেনানায়কেরা করদ গ্রীক ও অন্যান্য জাতির নিকট হইতে সিলিসিয়ায় অসংখ্য রণপোত সংগ্রহ করিলেন, এবং একবারে স্বসৈন্যে গ্রীসের অভিমুখে যাত্রা করিয়া আটিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তাদৃশ পরাক্রান্ত সেনার সহিত যুদ্ধ করে গ্রীকদিগের এরূপ কিছুই উদ্যোগ সুযোগ ছিল না। এমন কি. স্বজাতীয়ের রক্ষার নিমিত্ত পরস্পরের ঐক্যও ছিল না। ক্ষুদ্র প্রদেশ আথেন্স (যাহা বর্দ্ধমান অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইবে না) অসহায় হইয়া এই সংগ্রাম সঙ্কটে পতিত হইল। আথীনিয়ানেরা স্পার্টাবাসীদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল, কিন্তু তখনও পূর্ণচন্দ্র উদিত হইবার পাঁচ দিন বিলম্ব ছিল, সুতরাং স্পার্টাবাসীরা কেহই আসিল না। এই মহান্ সঙ্কটের সময়ে জগদীশ্বর মিলটাইডিস্‌কে দ্বার করিয়া আথেন্স রক্ষা করিয়াছিলেন। এক লক্ষ দশ সহস্র সবল পারসীক ম্যারাথনে শিবির সন্নি-

বেশ করিয়াছিল। মিল্‌টাইডিস্‌ সাহসের উপরি নির্ভর করিয়া নয় সহস্র আথীনিয়ান্‌ ও এক সহস্র প্লাটিয় সৈন্য মাত্র সমভিব্যাহারে উহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করেন। জেতা আথীনিয়ানেরা এই অসম্ভাবিত জয়ে উন্মত্ত হইয়া, যে সকল দ্বীপপুঞ্জ পারসীকদিগের সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে বাসনা করিল। তদনুসারে এক দল রণপোত সমভিব্যাহারে মিলটাইডিস উহাদের প্রতিকূলে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু ন্যাক্‌সসের যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আথীনিয়ানেরা, স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতায় যে যুদ্ধ উপস্থিত করে, সেই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া আপনাদিগের মুক্তিকর্ত্তা মিলটাইডিসের অর্থদণ্ড বিধান করিল। তিনি নির্দ্ধারিত অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে কারাগারে প্রেরিত হইলেন এবং সেই স্থানেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই বৃত্তান্তটি আথীনিয়ানদিগের কৃতঘ্নতার একটি চিরস্মরণীয় উদাহরণ।

এ দিকে পারসীকেরা ম্যারাথনের বিপ্রতিপত্তির প্রতিশোধ তুলিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইল। ক্রমাগত তিন বৎসর আসিয়া নূতন সমর-সজ্জা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ডেরায়সের মৃত্যু হইল; এবং যৌবনসুলভ প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষায় অভিভূত জারক্সিস তদীয় উত্তরাধিকারী হইলেন।

তিনি, গ্রীসদেশের বহির্ভাগে যে সমস্ত অবিজ্ঞাত

ও অসীম রাজ্য বর্ত্তমান আছে, অনুমান করিয়াছিলেন, গ্রীস্‌দেশের জয়ই তৎসমুদায় হস্তগত করিবার প্রধান সাধন স্থির করিলেন। তিনি বহুসংখ্যক এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে সার্ডিস নগরে একত্র হইতে আদেশ করিলেন। ঐ স্থানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উপস্থিত যুদ্ধ যাত্রার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। ঐ সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদৃশ সৈন্য তৎকাল পর্য্যন্ত কাহারও শ্রবণগোচর বা দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ঐ সৈন্য দল সমুদ্র তীর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে অনেক নদ নদী পরিশুষ্ক করিয়াছিল। ঐ অসংখ্য জনমণ্ডলীকে আসিয়া হইতে ইয়ুরোপে উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত হেলেস্পণ্টে দুইটি পোতসেতু রচিত হইয়াছিল। সমুদায় সৈন্য পরপারে উত্তীর্ণ হইতে সাত দিন সাত রাত্রি লাগিয়াছিল। অনন্তর ইউরোপে ঐ সমস্ত সৈন্য সমবেত করা হইল। উহাদিগের সংখ্যা বিংশতি লক্ষ অপেক্ষাও অধিক। এই মহান্ সৈন্য সমভিব্যাহারে জারক্সিস্ সাতিশয় সতর্ক হইয়া থেসালি ও ম্যাসিডনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন, এবং যত দূর পারিলেন সমুদ্রের উপকূলসন্নিহিত হইয়া চলিলেন। এদিকে আপনার পোত সমূহকেও তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

যে সময়ে গ্রীকদিগকে উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত উত্তরে এই প্রলয় মারুত সঞ্চিত হইতেছিল, তখন গ্রীকেরা পরস্পর এরূপ ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিল যে,

এই বিপদুদ্ধারের কোন অনুষ্ঠানই করিতে পারে নাই। সুতরাং দেশের রক্ষা দৈবের উপর নিহিত হইল। এই রূপে অনেক সময় নষ্ট হইলে পরিশেষে, থেসালীয় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গ্রীসে প্রবেশ করিবার থার্মোপিলিনামক যে এক মাত্র অপ্রশস্ত পথ ছিল, সেই পথে শত্রুর সহিত যুঝিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। স্পার্টা-বাসী লিয়োনিডাস তিন শত স্বদেশীয় ও সাত শত থেস্পিয় সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া অদ্ভুত বিক্রমের সহিত তিন দিন কাল শত্রু হস্ত হইতে ঐ পথ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে তিনি সমস্ত সৈন্যের সহিত নিহত হইলেন। এই বীরত্বের কার্য্যে যদিও দৃশ্য ফল কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উহাতে মহামূল্য অদৃশ্য ফল উৎপাদন করিয়াছিল। কারণ এই ব্যাপার দর্শনে গ্রীকদিগের অন্তঃকরণে, পারসীকেরা অতি অসার এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, এবং উহাদের নিজের উৎসাহ শক্তি নিরতিশয় উদ্দীপিত হইয়াছিল। জারক্সিস্ ক্রমশঃ আটিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আথীনিয়ানেরা আথেন্স রক্ষার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। আথেন্স অধিবাসিশূন্য হইয়া পারসীকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও দাহিত হইল। এই ব্যাপারে সার্ডিস নগর দাহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইল। অনন্তর পারসীকদিগের রণপোত সকল স্যালামিস্ উপসাগরে গ্রীকদিগের রণতরির অনুধাবন করিল। এই স্থানে একটি সাগর

সমর সজ্ঘটিত হয়। তৎকালের সর্ব্বপ্রধান সুনিপুণ যোদ্ধা থেমিষ্টক্লিস্ নামক এক জন আথীনিয়ান গ্রীক-দিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ঐ সমরে পারসীকেরা সম্যক্ পরাস্ত হইয়াছিল। জারক্সিস এই পরাজয়ে অতিশয় ভগ্নচিত্ত হইলেন, এবং তাদৃশ বৃহৎ সৈন্যের খাদ্যাভাব আশঙ্কা করিয়া সসৈন্যে আসিয়ায় প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি স্বসৈন্যের কিয়দংশ মাত্র গ্রীসে রাখিয়া আইসেন। উহারা পর বৎসর প্লাটিয়া নগরে গ্রীক্দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। ঐ দিনই গ্রীকেরা মাইকেলে পারসীকদিগের নিকট এক সাগর সমরে জয় লাভ করে। এই রূপ সাহসের কার্য্য দ্বারা গ্রীস্দেশ এক কালে পারসীক আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পরিণামে গ্রীসিয়েরা কৃতকার্য্য হওয়াতে গ্রীস-দেশের সম্যক্ ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পুর্ব্বে গ্রীসি-য়েরাই আক্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে উহারা আক্রামক হ-ইয়া উঠিল। আসিয়িক গ্রীকদিগকে পারসীকদিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উহারা ঐ সমরানল ক্রমাগত প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ যুদ্ধ স্পার্টিয়দিগের উপদেশানুসারে চলিতে ছিল: কিন্তু স্পার্টিয় সৈন্যাধ্যক্ষের গর্ব্বে ও বিশ্বাসঘাতকতায় মিত্র রাজ্য সকল বিরক্ত হইয়া উঠিলে ঐ যুদ্ধ আথীনিয়ান-দিগের আদেশানুসারে চলিতে লাগিল। পিলপনিস-

সের সীমাবহির্ভূত প্রদেশ সকল ও গ্রীসিয় দ্বীপ শ্রে-
ণীর পরস্পর স্থির মিত্রভাব সম্বন্ধ হইল। প্রত্যেক
রাজ্যই সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আ-
থীনিয়ানদিগের সাহায্যার্থ কিয়ৎসংখ্যক রণপোত সজ্জিত
করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। পরে এইরূপ রণপোত
সাহায্যের পরিবর্ত্তে সকলে কিছু কিছু মুদ্রা প্রদান ক-
রিত। ঐ মুদ্রা ডেলসের সাধারণ ধনাগারে সঞ্চিত হইত।

পারসীকদিগের প্রস্থানের পর আথীনিয়ানেরা আপ-
নাদিগের বিনষ্টাবশিষ্ট নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ঐ
নগর একেবারে ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু
থেমিষ্টক্লিসের অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে উহা পুন-
র্ব্বার ঈদৃশ সুদৃঢ় নগর হইয়া উঠিল যে, উহা অনায়াসেই
শত্রুর অবরোধ প্রতিহত করিতে পারিবে বলিয়া সকলের
মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, অতীত ঘটনা সকল
নিরীক্ষণ করিয়া থেমিষ্টক্লিসের মনে বিলক্ষণ প্রতীতি
হইয়াছিল যে, আথেন্সবাসীদিগকে, কি গৌরব বৃদ্ধি,
কি আত্মরক্ষা, উভয় বিষয়ের নিমিত্তই রণপোতের উপরি
নির্ভর করিতে হইবে। তিনি, মাতৃনগর আথেন্স সমগ্র
গ্রীসের উপর প্রভুত্ব করিবে, এই প্রত্যাশায় উহার
সামুদ্রিক ক্ষমতা বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু
ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি আথেন্সের পরম
হিতকর ব্যাপার সম্পাদন করিয়াও অকৃতজ্ঞ দেশীয়গণ-
কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্য দেশে আশ্রয় লইয়া-
ছিলেন। পরিশেষে ঐ রাজ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

অতঃপর কতগুলি রাজনীতিজ্ঞ ক্রমান্বয়ে শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া তৎকল্পিত অভিসন্ধি পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রযত্নে কতিপয় বর্ষের মধ্যে আথেন্স নগর গ্রীসের উপর সম্পূর্ণ প্রভুতা লাভ করিয়াছিল। অতএব পারসীক যুদ্ধের শেষ হইতে পিলপনীসিয় সমরের আরম্ভ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল আথেন্স উন্নত ও সমৃদ্ধ অবস্থা সম্ভোগ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। গ্রীসে আথেন্স নগরই প্রধান বীরভূমি হইয়া উঠিয়াছিল এবং শাসন-সংক্রান্ত যাহা কিছু পরিবর্ত্ত ঘটিত, তাহা ঐ নগর হইতেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইত। নগরবাসীদিগের অন্তঃকরণ প্রকাশ্য তেজস্বিতায় উদ্দীপিত ছিল। যাহা কিছু মহত্ত্বের বা সাহসের কার্য্য বলিয়া বোধ হইত, সে সমস্তই সমধিক অনুরাগের সহিত সম্পাদিত হইত। শিল্পকলা পূর্ণাবস্থার পরাকাষ্ঠা অধিরোহণ করিয়াছিল। কাব্য চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত আলোচিত হইয়াছিল। বাগ্মিতা দাসের ন্যায় ঐ সাধারণ-তন্ত্রের আয়ত্ত ছিল। চিত্রকর্ম্ম, ভাস্কর কার্য্য ও অট্টরচনা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যথায় মহাত্মগণ স্বনগরবাসীদিগকে গুণে অতিক্রম করাতে নিয়ত নির্ব্বাসিত হইতেন, সেই নগরে সকল প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও অসামান্য ধীশক্তির ফল সকল ফলিয়াছিল। স্পার্টার অবস্থা নিতান্ত বিভিন্ন ছিল। তথায় নগরবাসীদিগের অসভ্য ও উগ্র স্বভাব ধীশক্তির উৎকর্ষোৎপাদনের

প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। উহারা দেশের নিশিক্ষ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আথেন্সবাসীরা বাঁচিয়া থাকিয়া কিসে দেশের হিত সাধন হইবে তাহাতেই শিক্ষিত হইয়াছিল।

আথেন্সবাসীরা পারস্যরাজকে বহুবার পরাভূত করিয়া পরিশেষে খৃঃ পূঃ ৪৪৯ অব্দে আসিয়ামাইনরের গ্রীক্ নগর সকল স্বাধীন করিয়াছিল; এবং, তাঁহার নৌযান আর ঈজিয় সমুদ্রে বিচরণ করিতে পারিবে না, এতদভি-প্রায়ক এক সন্ধিপত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করাইয়াছিল। এইরূপে ত্রিংশৎ বৎসর যুদ্ধের পর পারস্যরাজ্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; না হইবে কেন? ঐ রাজ্যের গৌরবসূর্য্য ইতিপূর্ব্বেই মাধ্যাহ্নিক কিরণজাল বিস্তার করিয়া অস্ত যাইতে উপক্রম করিয়াছিলেন। উহার রাজসভাও আর সাইরসের উৎসাহে সমুজ্জীবিত হইতেছিল না। যে মহাপুরুষেরা ঐ রাজ্যের অভ্যুদয় সম্পাদন করেন, তাঁহারা অন্তর্হিত হইলে, আসিয়ার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় উহা-তেও রাজারা অন্তঃপুরের সাংঘাতিক আধিপত্যে অভি-ভূত হইয়া স্ত্রীজাতির ন্যায় নিঃসার হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং দূরপ্রদেশের শাসনকর্ত্তারা ক্ষমতাপন্ন ও অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন আথেন্সে বিদ্যা ও শিল্পকলার সমালোচন সকল হইতেছিল এবং উহার রাজশক্তি, কেবল গ্রীসিয় রাজ্য সকল এরূপ নহে, মহারাজ পারস্যরাজও বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন; সেই অবস্থায় আথীনিয়ানেরা বক্তৃতা-

বাপন্ন গ্রীক রাজ্য সমূহের উপর গর্ব্বিত ও নির্দ্দয় ব্যবহার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পারসীক যুদ্ধে যাহা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হইয়াছিল, আথীনিয়ানেরা উহা কর বলিয়া আদায় করিতে [illegible], এবং যে সকল নগর আথেন্সের সহিত মিত্রভাবে মিলিত ছিল, তাহাদিগের প্রতি অধীন নগরের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস্ প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া স্বকীয় ধীশক্তি ও বিক্রমে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ অসন্তুষ্ট রাজ্য সকলকে ভীত ও নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

কিন্তু স্পার্টার বাতাস পাইয়া ঐ [illegible] পেরিক্লিসের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই (খৃঃ পূঃ ৪৩০ অব্দে) প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রায় গ্রীসের সকল প্রদেশই, কেহ বা স্পার্টার পক্ষ, কেহ বা আথেন্সের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিল; এবং এরূপ একটি অন্তঃসমর * উত্থিত হইল, যাহা গ্রীসের যে কিছু সৌভাগ্য সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত সমুচ্ছিন্ন না করিয়া নিরস্ত হয় নাই। আথীনিয়ানেরা গ্রীসের সমুদায় সামুদ্রিক সৈন্য লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন; স্পার্টিয়দিগের স্থল সৈন্যের সাতিশয় প্রাধান্য ছিল। তিন বৎসরকাল আথীনিয়ানেরা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। চতুর্থ বৎসরে এক মহামারী উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ স্পার্টিয়দিগের অপেক্ষাও উহাদের অধিক ক্ষতি করিয়াছিল। কারণ উহাতে পেরিক্লিসের মৃত্যু হয়। অনন্তর ঐ সাধারণ তন্ত্র

---

* অন্তঃসমর শব্দে কোন রাজ্যের প্রদেশ পরস্পায় যে যুদ্ধ হয়, তাহা[illegible]তে হইবে। ইংরাজীতে ইহাকে সিবিল ওয়ার কহে।

ক্লিয়ন্ নামক এক চর্ম্মব্যবসায়ীর হস্তে পতিত হইল। এক্ষণে সমধিক অনবধানতা ও নির্দ্দয়তা সহকারে সমর ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। সমধিক সামর্থ্য-সম্পন্ন ব্রাসিডাস্ নামক এক ব্যক্তি স্পার্টিয়দিগের অধ্যক্ষ হইলেন। তিনি আপনার দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া এই সমর শেষ করিবেন এরূপ সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু আপনার সাহসিকতা প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি কৃপাণ দ্বারা আহত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

অনন্তর সমরপ্রবৃত্ত প্রদেশসমুদয়ের যোধবর্গের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের নিমিত্ত এক সন্ধি সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই উহার ভেদ হয়। দুরন্তস্বভাব, অস্থিরবুদ্ধি এবং বিবেকশূন্য আল্-সিবায়াডিস নামক এক যুবক এই সময়ে আথীনিয়ান্দিগের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। ঐ আধিপত্য আথীনিয়ান্দের সাংঘাতিক হইয়াছিল। তিনি, যুদ্ধ উপ-স্থিত হইলে আপনি অধিক বিখ্যাত হইবেন এই আশয়ে আথেন্সবাসীদিগকে ঐ সন্ধিভঙ্গ করিতে বারম্বার অনু-রোধ করিয়াছিলেন। তিনি, পরে কি হইবে এ চিন্তা না করিয়াই বলপূর্ব্বক আথীনিয়ান্দিগকে সিসিলি দ্বীপ-জয়ে প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং আথেন্সের সমস্ত বল এই দূরবর্ত্তী ও ফলবিহীন যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। ইহার কিছু পরেই তিনি দেবদ্রব্য অপহরণাপরাধে দেশ নিষ্কাশিত হইয়া স্পার্টিয়দিগের সহিত মিলিত হইলেন। স্পার্টিয়েরা তাঁহার পরামর্শে সিয়াকিউস্বাসীদিগের সাহায্যার্থ

সিসিলিতে একদল বৃহৎ সৈন্য প্রেরণ করিয়া আথেন্সের সমস্ত বাহিনী ও রণপোত এককালে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইতে আথীনিয়ানেরা কোন কালেই আর শোধরাইতে পারে নাই। যাহা হউক, যখন উহারা শুনিল যে, এক যুদ্ধেই উহারা সেনাপতি, সেনা এবং সমর-পোতশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; তখন উহাদের উৎসাহশক্তি যার পর নাই বাড়িয়া উঠিল। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এক সম্প্রদায় নূতন যুদ্ধপোত সজ্জীভূত ও এক নব বাহিনী সংগৃহীত হইল। আর মিত্ররাজ্যেরাও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইল না। এ দিগে স্পার্টিয়েরা লাইসর্গসের নিয়মাবলীর অনুমোদিত হইলেও প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে যুদ্ধপোত সজ্জীকরণে নিযুক্ত হইল, এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মুদ্রার অভাব হওয়াতে পারসীকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই ঘটনা গ্রীসদেশের বিপজ্জনক ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব। গ্রীকেরা পরস্পর অন্তঃসমরে দুর্ব্বল হয় ইহা পারস্যরাজের নিতান্ত অভিলাষ; সুতরাং তিনি ঐ মুদ্রা দানে আপনার যথার্থ স্বার্থ দেখিতে পাইলেন। এইরূপে যাহা পারসীকদিগের সামর্থ্যে হয় নাই; তাহা উহাদিগের মুদ্রা দ্বারা অনায়াসে সম্পাদিত হইল। যে সময়ে গ্রীকেরা প্রথম পারসীকদিগের মুদ্রা গ্রহণ করিল, ঐ সময় হইতে উহাদের জাতিসাধারণ ঔদার্য্য জাতিসাধারণ সাহসের সহিত প্রস্থান করে।

[illegible] পরেই আল্সিবায়াডিস্ স্পার্টীয়দিগকে পরিত্যাগ

করিলেন, এবং আপনার মহীয়সী ধীশক্তির ফল স্বদেশে অর্পণ করিয়া অনেক বার শত্রুপক্ষ পরাভূত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্পার্টার সেনাপতি লাইসাণ্ডর উঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর একটি যুদ্ধেও স্পার্টার জয় হয়। কিন্তু আথীনিয়ানেরা তাহাদের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া ইজিনসীতে স্পার্টিয়দিগকে সম্যক্ পরাস্ত করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ পোতনায়কেরা আথেন্সে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ধন্যবাদ না পাইলেন না, প্রত্যুত নিষ্ঠুর যন্ত্রণাসহকারে মৃত্যুমুখে সংস্থাপিত হইলেন। এই নির্দ্দয় ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ঐ রাজ্যের পতন উপস্থিত হইল। ইগস্‌পটেমস্ সমুদ্রে লাইসাণ্ডর সহসা আথীনিয়ান্‌দিগের পোত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়া এক এক খানি করিয়া সকল গুলি লুঠ করিয়া লইলেন। সাগরাধিপত্যশূন্য হওয়াতে আথেন্সের মিত্ররাজ্যেরা স্পার্টার বশীভূত হইল।

অনন্তর স্পার্টিয়েরা আথেন্স নগর অবরোধ করিয়া আত্মসাৎ করিল, উহার প্রাচীর ও পীরিয়স্ নামক পোতাশ্রয় উৎসাদিত করিয়া সমভূমি করিয়া ফেলিল; এবং ত্রিশ জন যথেচ্ছাচারী পুরুষ উহার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপে আথেন্সের পতন হইলে পিলপনীসিয় সমর শেষ হয়। ঐ সময়ে গ্রীক্‌দিগের ন্যায়বুদ্ধি এককালে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অধিবাসীরা দেশানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা জাতিসাধারণ উৎসাহশক্তিকে গ্রাস করিল।

এই সমর শেষ হইবার চারি বৎসর পরে বর্ত্তমান পারস্য-রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাইরস্ জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসে দশ সহস্র গ্রীক্ সৈন্য আপনার সেনা মধ্যে নিযুক্ত করিলেন। কিউনাকসা যে একটি যুদ্ধ হয় তাহাতে পরাভূত হইয়া সাইরস প্রাণ ত্যাগ করেন। যাহা হউক, তাঁহার সেনাপরিভুক্ত গ্রীকেরা শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া, জেনোফনের নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল। উহারা পারস্য-রাজ্যের মধ্যস্থান হইতে শত্রুপূর্ণ, অজ্ঞাত পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়াছিল, প্রতি দিন পারসীক সেনা কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়াছিল, কিন্তু কখনই পরাভূত হয় নাই। এইরূপ জয়োল্লাসে ঐ দশ সহস্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন দ্বারা গ্রীক্জাতির পরম শত্রু পারসীকদিগের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রীক্দিগের মন্ত্র-শক্তি যদি উৎকোচগ্রহণাদি দোষের বিষময় প্রভাবে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বলতাবগমে গ্রীক্দের অনেক কার্য্য দর্শিত।

আথেন্স লুঠ করিবার পর স্পার্টিয়েরা গ্রীসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিল এবং সাতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত ঐ নগর শাসন করিতে লাগিল। স্পার্টিয়দিগের প্রাধান্য পঁয়ত্রিশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। যে সকল আসিয়িক গ্রীকেরা সাইরসের সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিয়ামাইনরের পারসীক শাসনকর্ত্তাদিগের কোপ অনুভব করিতে হইয়াছিল; ইহাতে স্পার্টিয়েরা পার-

সীকদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল। সমুজ্জ্বলবুদ্ধি-সম্পন্ন স্পার্টাধিপতি য়্যাজিসিলেয়স্ এক দল চমূ সমভিব্যাহারে খৃঃ পূঃ ৩৯৬ বা ৩৯৪ অব্দে পারস্যরাজ্যের অভ্যন্তরে উপনীত হইলেন এবং সিংহাসনস্থ রাজাকে কম্পমান করিলেন। তিনি মনে মনে ঐ রাজ্যের যে দুর্ব্বলতা আকলন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জয়প্রসারে অস্তিত্বে দৃঢ়ীভূত হইল, এবং তিনি মনে মনে ঐ রাজ্যের সমুচ্ছেদ কল্পনা করিলেন। কিন্তু পারস্যরাজ ধনপ্রয়োগ দ্বারা গ্রীসে শত্রু উত্থিত করিয়াছিলেন, সুতরাং য়্যাজিসিলেয়স্‌কে ঐ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইল।

ইতিমধ্যে আথেন্স স্পার্টার অধীনতাভার নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছিল। পারসীকেরা য়্যাজিসিলেয়সের সেই মহান্ অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আথীনিয়ান্ ও স্পার্টিয়দিগের মধ্যে এক যুদ্ধ উত্থাপিত করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে করিন্থ, থীব্‌স্ ও আর্গস্ আথেন্সের সহিত মিলিত হইল। স্পার্টিয়েরা করোনিয়া নগরে মিলিত শত্রুদিগকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কনন্ নামক এক ব্যক্তি আথেন্স ও পারস্যের মিলিত পোত সম্প্রদায় লইয়া উহাদের পোতসম্প্রদায় পরাভূত করিল। অতঃপর স্পার্টিয়েরা পারসীকদিগকে নবমিত্র আথীনিয়ান্‌দিগের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, এবং উহাদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিবার নিমিত্ত অনেক ক্ষতিও স্বীকার করিয়াছিল। এই অন্তর্বিচ্ছেদাবস্থা আণ্টালসিডাস্‌-কৃত বিখ্যাত সন্ধি দ্বারা নিরাকৃত হয়। উক্ত সন্ধি

আণ্টালসিডাস্ নামে প্রসিদ্ধ এবং পারস্যরাজের নিদেশানুযায়ী। ঐ সন্ধি সংস্থাপিত হওয়াতে তাদৃশ গর্ব্বিত ও জয়োন্নত গ্রীক্‌দিগকে অবনত হইয়া [illegible] সমুদায় গ্রীক্ নগর পারস্যরাজকে অর্পণ করিতে হইল। স্পার্টা গ্রীসে প্রধান হইয়া রহিল। কিন্তু যথেচ্ছব্যবহার উহার পতনমার্গ পরিষ্কার করিতেছিল।

স্পার্টার সেনাপতি ফীবাইডাস্ বিশ্বাসঘাতকতায় খৃঃ পূঃ ৩৮২ সালে থীবস্ নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লন, এবং আপনার ক্রীতদাসের উপর যে রূপ ব্যবহার করিতেন, থীব্‌সবাসীদিগের উপরে সেই রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ঐ সময়ে পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস্ নামক দুই ব্যক্তি সামান্যভাবে থীবস নগরে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে [illegible] ধর্ম্ম ও সাহসের আশ্রয় ছিলেন, পণ্ডিত ও বীরের ধর্ম্ম তাঁহাদিগের দুই জনেই সংলক্ষিত হইত। তাঁহারা একটি বীরত্বের কার্য্য দ্বারাই আপনাদের দেশ স্পার্টার অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা লাসিডিমন দেশের মধ্যস্থলে সংগ্রাম অবতীর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩৭১ সালে লিউকট্রা নগরে থীব্‌সীয় ও স্পার্টীয় সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। ইপামিনণ্ডাস্ জয়ী হইলেন, এবং স্পার্টার ক্ষমতা গতপ্রায় হইল। এই বিপত্তির সময়ে সেই গর্ব্বিত স্পার্টীয়েরা আথেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল এবং তদ্দ্বারা কিছু দিনের নিমিত্ত উহাদের নূতন শত্রু থীব্‌সীয়দিগকে শত্রুসঙ্কুল করিয়া ছিল।

এদিকে পিলপিডাস উত্তরে থীব্‌স রাজ্যের বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন্। তিনি থেসালী প্রদেশ থীব্‌স-রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া আনেন আনেন এমন সময়ে(খৃঃ পূঃ ৩৬৪ সালে)যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইপামিনণ্ডাস্ বলপূর্ব্বক স্পার্টিয়দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বহুকাল অবধি উহাদের দাসীকৃত মেসীনিয়া রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩৬২ অব্দে তিনি মাণ্টিনিয়া নগরে উহাদের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে ঐ রণে নিহত হন। এইরূপে ঐ দুই ব্যক্তি স্পার্টিয়দের গর্ব্ব খর্ব্ব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র নগরকে গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশের নিদেষ্টা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। কিন্তু থীব্‌স নগরের এই সৌভাগ্য অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল; এই দুই প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের অভ্যুত্থানে ঐ নগরের অভ্যুত্থান হয় এবং উহাদের পতনেই উহার পতন হইল।

এই সময় (খৃঃ পূঃ ৩৬৩ অব্দ)হইতে মাসিডনের সিংহাসনে আলেকজাণ্ডরের অধিরোহণ(খৃঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দ) পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর কাল গ্রীসের কোন প্রদেশই, আথেন্স, স্পার্টা ও থীব্‌স্ ক্রমান্বয়ে যে রূপ আধিপত্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে গ্রীসের হ্রাসাবস্থা উপস্থিত হইল। প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীরা সন্নিকৃষ্ট প্রদেশবাসীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল; দেশানুরাগ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল, এবং দুর্ন্নয় অনাথে

সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু গ্রীসের দুর্ভাগ্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, ঐক্যরক্ষণার্থ সংস্থাপিত 'আস্ফিক্ টিয়নিক, সভা দশ বর্ষ ব্যাপী এক অন্তঃসমর প্রজ্বলিত করিল। বোধ হইতেছে, খৃঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে ফোকিয়েরা ডেল্ফি নগরের দেবোত্তর ভূমির কর্ষণ করিয়া ছিল এই নিমিত্ত ঐ সভা উহাদিগকে দোষী বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন; কিন্তু উহারা একেবারে ডেল্ফিনগরে যাত্রা করিয়া অত্রত্য দেবালয় হইতে বিপুল অর্থ লুঠ করিয়া লয়, এবং ঐ অর্থ দ্বারাই আপলো দেবের মন্দির সংরক্ষণে উদ্যুক্ত থীব্সবাসী ও তাহাদিগের মিত্র রাজ্য সকলের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গ্রীসের নানাস্থান হইতে ভৃতিগ্রাহীদিগকে সংগ্রহ করিল। পারসীকদিগের উৎকোচ গ্রহণ অতিক্রম করিয়া গ্রীক্দিগের যাহা কিছু জাতিসাধারণ মহত্ত্ব ছিল, এই বিপুল ধন গ্রীসে সঞ্চারিত হইয়া তাহার সমুচ্ছেদ করিল।

এক্ষণে গ্রীক্ সাধারণতন্ত্র সমুদয়ের পতন দশা উপস্থিত হইল। ইপামিনণ্ডাস্ কর্ত্তৃক শিক্ষিত ফিলিপনামক এক অলৌকিক-ক্ষমতাপন্ন রাজপুত্র অতুল সঙ্কটে আকুল হইয়া মাসিডনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি সমস্ত সঙ্কট কাটাইয়া উঠিলেন এবং গ্রীস দেশের রাজ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষার স্বস্তি বাচন করিলেন। কিছু দিন পরেই খৃঃ পূঃ ৩৩৮ সালে চীরোনিয়ার যুদ্ধে জয়ী হইয়া ঐ দেশ আপনার নিদেশবর্ত্তী করিলেন। শস্ত্র বল এবং উৎকো-

চাদি দ্বারা যে সময়ে তিনি গ্রীসে আপন প্রভুতা সংস্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ থ্রেস্ আক্রমণ করিয়াছিল; এবং গ্রীকেরা থ্রেসের উপকূলে যে সকল উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে, যে সকল উপনিবেশ এতাবৎ কাল গ্রীস দেশের মহান্ অহঙ্কারের আধার হইয়া ছিল, সেই সকল উপনিবেশ জয় করিয়াছিল। এই সমস্ত সাহসিক কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি মহারাজ্য পারস্য রাজ্যের আক্রমণ করিবার বাসনা করিলেন; কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দে এক জন ছলহন্তার * হস্তে নিপাতিত হন। তদীয় পুত্র সুবিখ্যাত আলেকজণ্ডর তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডের অবস্থা এক কালে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল বিজয়-প্রভায় [illegible] কার্য্যজাত চিরকালের মত কান্তিহীন হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমরা তাঁহার অবদান বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* যে ব্যক্তি ছলে কলে সহসা অন্যের প্রাণ সংহার করে, ছলহন্তা শব্দে তাহাকে বুঝিতে হইবেক।

মহাবীর আলেক্‌জণ্ডর

আলেক্‌জণ্ডরের বিদ্যাশিক্ষা—তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-ড্যানিউব নদীতে প্রথম রণব্যাপার—গ্রীসের ব্যাপার—পারস্যদেশের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা—গ্রাণিকসের যুদ্ধ—আসিয়া মাইনর জয়—ইসসের যুদ্ধ—টায়রের অবরোধ ও অধিকার—ঈজিপ্ট জয়—আলেক্‌জণ্ড্রিয়া সংস্থাপন—আরবেলার যুদ্ধ—পারস্য জয়—ডেরায়সের মৃত্যু—বাক্‌ট্রিয়া ও ট্রান্‌জক্‌জিয়ানায় বিচেষ্টিত—ক্লাইটসের নিহনন-ভারতবর্ষে প্রয়াণ—পোরসের পরাভব—আলেক্‌জণ্ডরের প্রত্যাগমন—তাঁহার মৃত্যু।

মহাবীর আলেক্‌জণ্ডরের শিক্ষাভার সুবিখ্যাত আরিষ্টটলের হস্তে সমর্পিত হয়। আলেক্‌জণ্ডর শিক্ষকের উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন, এবং আরিষ্টটলও ছাত্রের অনুপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন না। এই মাত্র বলিলেই উভয়ের যোগ্যতার সবিশেষ পরিচয় দেওয়া হইল। তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মাসিডনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

রাজ্য প্রাপ্তির পর তাঁহাকে নানা প্রকার সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। ফিলিপ উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব অঞ্চলে যে সকল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, তাহারা এই সুযোগে অভ্যুত্থানের চেষ্টা পাইতে লাগিল; এবং গ্রীকেরা বিজ্ঞ ফিলিপের সিংহাসনে এক জন নাবালককে অধিরূঢ় দেখিয়া স্বাধীনতার পুনর্লাভ প্রত্যাশায় উল্লাসিত হইল। বিশেষতঃ কোষের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। দেনা তহবিলের আট গুণ হইয়াছিল। এই সকল

সঙ্কটে আর কেহ হইলে নিস্তার পাওয়া ভার হইত; কিন্তু আলেক্জণ্ডর কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ হন নাই, এবং উত্তর কালে যে সকল গুণে তিনি মহাপুরুষ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন, রাজ্য প্রাপ্তির পরক্ষণেই তাঁহার সে সকল গুণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি এক দল উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অসাধারণ চাতুরী সহকারে তথাকার বিদ্রোহ প্রবৃত্তি উন্মূলিত করিয়া লাসিডিমন ভিন্ন সমুদায় প্রদেশের মত করাইলেন যে, গ্রীক্দিগের পারস্য প্রয়াণসময়ে ফিলিপ যে রূপ সেনাপতি বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিলেন, সেই রূপ তিনিও তৎপদের উত্তরাধিকারী হইবেন।

অনন্তর আলেকজণ্ডর মাসিডোনিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া শীতকালে সাংযুগীনসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। বসন্তপ্রারম্ভেই পিতৃবিজিত উত্তরস্থ অসভ্য জাতির প্রশমনার্থ যাত্রা করিলেন এবং অদ্ভুত কৌশল সহকারে সৈন্যসমেত শত্রুসমক্ষে হিমস্ (বলকান) পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। পরে বলকান পর্ব্বত ও ডানিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে পঁহুছিলে, বিদ্রোহী প্রতিনায়ক ডানিউব নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে পলায়ন করিল। ইতি মধ্যে যে সকল রণতরি আসিয়া জুটিয়াছিল, তদ্দ্বারা আলেকজণ্ডর ঐ দ্বীপ আক্রমণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পিতৃশত্রু গেটীরা ঐ নদীর অপর পারে দলবদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া, যে বিস্তৃত ডানিউব কেহ কখন সেতু ব্যতিরেকে পার হইতে পারে নাই,

তাহা ভেলা দ্বারা পার হইয়া বিপক্ষগণকে এক কালে ভীত ও বিস্মিত করিলেন এবং এত শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন যে, সেই রাত্রিতেই এ পারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই অসামান্য অবদানে ভীত হইয়া *সন্নিহিত প্রদেশ বাসী সমুদায় জাতিকেই তাঁহার বশ্যতা* স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময় মাসিডনের উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রধান ইলীরিয়া প্রদেশের দুই জন পরাক্রান্ত ব্যক্তি দল বল লইয়া পর্ব্বতমধ্যস্থ সঙ্কীর্ণপথ আটকাইবার ভয় দেখাইল। আলেকজণ্ডর এ পর্য্যন্ত কখন এমন বিপাকে পড়েন নাই। যাহা হউক, তিনি প্রতিভাবলে শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিয়া মাসিডনের পথ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে গ্রীসে তাঁহার কোন সমাচার না আসাতে জনরব উঠিল যে, আলেকজণ্ডর যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে উল্লাসিত হইয়া থীবসবাসীরা স্বাধীনতা ঘোষণ করিয়া দিল এবং আলেকজণ্ডর কর্ত্তৃক ঐ নগরের রক্ষণাবেক্ষণে নিযোজিত কয়েক জন সেনাপতির প্রাণবধ করিল।

এই বিদ্রোহাচরণের সমাচার প্রাপ্তি মাত্র আলেকণ্ডর দ্রুতপদে ইলীরিয় পর্ব্বত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক উত্তর গ্রীস পার হইয়া অনপেক্ষিত রূপে একবারে থীব্‌সনগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে থীব্‌সীয়েরা এই মনে করিয়া আমোদে মত্ত ছিল যে, হয় ত আলেকজণ্ডর এখনও ডানিউব নদীর তটে অবরুদ্ধ আছেন, না হয় ত পর্ব্বত মধ্যে প্রাণ হারাইয়াছেন। তখন দুই এক বৎসরের ন্যূনে একটী

প্রাকারগুপ্ত নগর আয়ত্ত হইত না: ঐ থীব্‌স নগর গ্রহণ করিতে আথেন্সবাসীদিগের তিন বৎসর লাগিয়াছিল। সুতরাং থীব্‌সীয়েরা, আলেকজণ্ডর নগর সমর্পণের কথা উল্লেখ করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিল: কিন্তু তাহাদিগের আশা সফল হইল না, স্বল্পকাল মধ্যেই নগর শত্রু-হস্তে পতিত হইল। আলেকজণ্ডর বিজিত নগর উৎসন্ন করিয়া আপনার যশঃশশধর কলঙ্কিত করিলেন। অবচ্ছে-দাবচ্ছেদে হত্যার আদেশ হইল; প্রাকার ভাঙ্গিয়া সমভূমি করা হইল; এবং যাহারা তলবার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে বিজেতার আশ্রিত কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই দাস বলিয়া বিক্রীত হইল। আলেকজণ্ডরের ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা ও অতর্কিত সিদ্ধিলাভে গ্রীসীয়েরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। তখন সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, আলেক-জণ্ডরের তুল্য প্রতিভাসম্পন্ন বীর পুরুষ এপর্য্যন্ত পৃথি-বীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

এই রূপে অন্তঃপ্রকোপ প্রশমিত হইলে আলেক-জণ্ডর পারস্য বিজয়ের নিমিত্ত সসজ্জ হইতে লাগিলেন। পারস্যরাজের কেবল প্রভূত পারসীক সৈন্য ছিল এমত নহে, পঞ্চাশ হাজার গ্রীক সৈন্যও তাঁহার ভৃতি গ্রহণ করিত। ইহাদের অভাবের মধ্যে কেবল আলেকজণ্ডরের সদৃশ অধিনায়ক ছিল না, নচেৎ আর কোন অংশেই ইহারা তাঁহার সেনাগণের ন্যূন ছিল না। তিনি ত্রিশ হাজার পদাতি ও চারি হাজার পাঁচ শত অশ্বসাদী

এই মাত্র সৈন্য লইয়া পারস্য গ্রহণ ও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা সকলেই কষ্টসহ ও সাংযুগীন ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মত কৃতকর্ম্মা এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মে নাই।

খৃঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দের বসন্তকালে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়সে আলেকজণ্ডর সৈন্য সমভিব্যাহারে হেলেস্পণ্টে * যাত্রা করিলেন। ঐ স্থানে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পোতাবলী উপস্থাপিত হইয়াছিল। সৈন্যেরা নৌকায় অধিরোহণ করিল, এবং তিনি স্বহস্তে স্বাধিষ্ঠিত প্রবহণের ক্ষেপণীচালনা পূর্ব্বক উৎসাহভরিত মানসে প্রথমে আসিয়ার উপকূলে লাফাইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ সমুদয় সৈন্য অবতীর্ণ হইল। তখন আলেকজণ্ডর সকলকে একত্র করিয়া গ্রাণিকস নদীর দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ওপারে পারসীক সেনাপতিরা গ্রীকদিগের গতি প্রতিরোধের বাসনায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। হেলেস্পণ্ট পার হইতে না দেওয়াই পারসীকদিগের উচিত ছিল। বোধ হয়, মেণ্টর নামক ভৃতিগ্রাহী সুদক্ষ গ্রীক সেনাপতির মৃত্যু না হইলে উহারা ঐ চেষ্টায় থাকিত। সকলে গ্রাণিকসের তীরে উত্তীর্ণ হইলে আলেকজণ্ডরের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পার্ম্মিণিয়ো নানা প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া পার হইতে বারণ

* এই প্রণালী মর্ম্মর সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সহিত যোজিত করিতেছে এবং ইহা দ্বারা আসিয়া ইউরোপ হইতে বিভাজিত হইয়াছে।

করিলেন। আলেকজণ্ডর বলিলেন, যদি হেলেস্পণ্ট পার হইয়া এই ক্ষুদ্র নদীকে প্রতিবন্ধক মনে করিতে হয়, তবে একেবারে জয়াশা ত্যাগ করাই উচিত। তিনি কোন বাধা না শুনিয়া অশ্বারোহবহুল বহ্বারম্ভ বিপক্ষগণের সমক্ষে সসৈন্যে পদব্রজে পার হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। কতিপয় সম্ভ্রান্ত পারসীক সেনাপতি এই যুদ্ধে নিহত হন। আলেকজণ্ডর সদাশয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের যথাযোগ্য সমাধি করিয়া দিলেন।

এই রূপে গ্রীষ্মাবসান হইলে তিনি সেনাগণকে শীতযাপনার্থ সার্ডিসে পাঠাইলেন এবং নবোঢ় সৈন্যদিগকে কিছু দিনের নিমিত্ত বাটী যাইতে ছুটী দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজে নিষ্কর্ম্মা না থাকিয়া কতকগুলি বাচা বাচা সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং আসিয়ামাইনরের উপকূলস্থ, ঔপনিবেশিক গ্রীক্‌দিগের অধ্যুষিত প্রদেশ গুলি ক্রমে ক্রমে অধিকার করিলেন। ইহাতে পারস্যরাজের নৌসাধনের অনেক হানি হইল। অনন্তর ঘনতুষারপরিবৃত টরস পর্ব্বতের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া সমুদায় ফ্রাজিয়া আত্মসাৎ করিলেন। সৈন্যেরা বাটী গিয়াছিল, তাহারা বসন্তপ্রারম্ভে মাসিডোনিয়া হইতে দলবৃদ্ধি করিয়া পুনর্ম্মিলিত হইল। পরে আলেকজণ্ডর পর্ব্বতের মধ্যদিয়া গর্ডিয়মে উপনীত হইয়া পার্মিনিয়োকে সার্ডিস হইতে তথায় সৈন্য আনিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে সকল সৈন্য একত্র হইলে তিনি ক্যাপাডোসিয়া ও প্যাফ্লাগোনিয়া অধিকার করিলেন। অনন্তর টরস্ পর্ব্বতের দুর্গম বর্ত্ম

অতিক্রম করিয়া উপকূলবর্ত্তী সিলীসিয়া প্রদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় এক দিন আতপতাপিত হইয়া সিড্‌নস্‌ নদীতে অবগাহন করাতে তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া ছিল। সুস্থ হইয়াই শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাপতিরা অভিলষিত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছে অর্থাৎ সেনাপতিদিগের বিক্রমে সেপ্টম্বর মাসে সমুদায় আসিয়ামাইনর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

এই সময়ে পারস্যরাজের বেতনভুক্‌ রণধুরন্ধর গ্রীক নেতা মেম্‌ননের প্রাণ ত্যাগ হয়। এই সকল অশুভ ঘটনা দেখিয়া ডেরায়স্‌ প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে শত্রুর বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যের মধ্যে ত্রিশ হাজার গ্রীকই প্রকৃত রণক্ষম ছিল। ডেরায়স্‌ তাহাদের সহিত সিলীসিয়ায় পঁহুছিয়া বিলক্ষণ কৌশল সহকারে আলেক্‌জণ্ডরের পশ্চাদ্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এমন স্থলে সকলেই সম্ভাবনা করিয়া ছিল যে, আলেক্‌জ-ণ্ডরের পরাজয় হইবে।

অনন্তর ইসসে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। ঐ স্থানের এক দিকে সমুদ্র ও আর এক দিকে পাহাড়। এই রণক্ষেত্রে ডেরায়সের এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য আসিয়াছিল। আলেক্‌জণ্ডরের বলসংখ্যা উহার তৃতীয়াংশও ছিল না। জয়শ্রী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন স্থির করিতে পারেন নাই। পরি-শেষে আলেক্‌জণ্ডরের অদ্ভুত বীর্য্যে সম্মোহিতা ও আকৃষ্ট হইলেন। পারস্যরাজ প্রথমে পলায়নের পথপ্রদর্শক

হইলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও সমুদয় পরিবার বিজয়ি-হস্তে পতিত হইল। এই রূপে অরিপক্ষ পরাজিত হইলে উদাসীন মণ্ডল সকল আলেক্জণ্ডরের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং আনুষঙ্গিক তাঁহার আসিয়াজয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। পরে পার্মিণিয়ো ড্যামস্কসে যাইয়া রাজকোষ হস্তগত করিলেন: কিন্তু পলায়মান ডেরায়স্ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

অনন্তর আলেক্জণ্ডর ইসস্ হইতে ভূমধ্যসাগরের ধার দিয়া ফিনীসিয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন। এখানে টায়র ভিন্ন কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে নাই। ঐ নগরটী মহাদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত ছিল। বাণিজ্য বিষয়ে উহার আধিপত্য থাকাতে অধিবাসীরা অতিসমৃদ্ধ ও গর্ব্বিত ছিল। আলেক্জণ্ডর পূজা দিবার নিমিত্ত ঐ নগরে একবার প্রবেশ করিতে চাহিলেন, কিন্তু নগরবাসীরা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি টায়র অবরোধ করিবেন স্থির করিলেন। আলেক্জণ্ডরের টায়র অবরোধ পুরাকালিক ইতিবৃত্তের একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। টায়র নগর চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত থাকায় স্বভাবতই দুরাক্রম্য, তাহাতে আবার দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত: সুতরাং ইহা অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। এই নগর আত্মসাৎ করিতে আলেক্জণ্ডরকে যে রূপ অসম্ভবনীয় কষ্ট নিবহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক,

তিনি কিছুতেই নিরুৎসাহ না হইয়া নানা প্রকার অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন দ্বারা পাঁচ মাসের পর উহা জয় করিয়া উঠিলেন। এইরূপে টায়র সামুদ্রিক আধিপত্য হারাইয়া হতপ্রভ ও অচিরাৎ অগণ্য হইয়া পড়িল।

টায়র হস্তগত হইলে আলেক্‌জণ্ডর অধিবাসীদিগের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ছিলেন। টায়রের পতন সঙ্গেই পারস্যের সাগরিক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইল। এদিকে ডেরায়স্ দূতমুখে আলেক্‌জণ্ডরের নিকট, ইউফ্রেটিস্ অবধি সমুদায় আসিয়া রাজ্য এবং এক কন্যা, এই পণে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, আর তাঁহাকে নিজ পরিবারের নিষ্ক্রয় স্বরূপ প্রভূত সম্পত্তি প্রদানের লোভ দেখাইলেন; কিন্তু আলেক্‌জণ্ডর এই উত্তর দিলেন যে, তিনি সমুদায় আসিয়ার স্বামিত্বকামনা পূর্ব্বক যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ অংশ লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না।

টায়র জয় করিয়া আলেক্‌জণ্ডর পালেষ্টিনে যাত্রা করিলেন, এবং অক্লেশে উহা হস্তগত করিলেন। তথা হইতে তিনি মিসরে গমন করেন; গাজা হইতে পেলুসিয়মে পঁহুছিতে তাঁহার সাতদিন লাগিয়াছিল। তৎকালে মিসরদেশ পারস্যরাজের শাসনের অন্তর্গত ছিল। মৈসরেরা প্রায় দুশ বৎসর পারসীকদিগের অধীনতা শৃঙ্খল বহন করিয়া আসিতেছিল। নানা কারণে তাহারা পারস্যরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল: সুতরাং হৃষ্টচিত্তে আলেক্‌জণ্ডরকে স্বাগত করিল। নীলনদীমুখে বাণিজ্যকার্য্যের অনেক সুবিধা দেখিয়া তিনি তথায় একটী নগর সংস্থাপিত

করিলেন। নগরটী অল্পকাল মধ্যে এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল যে, বাণিজ্য বিষয়ে টায়রের তুল্য হইল। অদ্যাপি ঐ নগর আলেক্জণ্ডরের কীর্ত্তি খ্যাপন করিতেছে। যদিও এখন তথায় তাদৃশ সমৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু সুয়েজ্ যোজক কাটিয়া দিলে উহার ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহিত হইতে পারে। তৎপরে আলেক্জণ্ডর লিবিয়া মরুস্থল দিয়া জুপিটর আমনের মন্দির দেখিতে গমন করিলেন। বোধ হয়, তাহার পর নীলনদীর নির্ঝর দেখিতে যাইতেন, কিন্তু অকস্মাৎ ডেরায়সের সমরসজ্জার সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে টায়রে ফিরিতে হইয়াছিল। তথায় অনেক আমোদ প্রমোদ করিয়া বাবিলন অভিমুখে চলিলেন। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাহার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার সৈন্যেরা নির্ব্বাধে মেসোপটেমিয়ায় গিয়া পঁহুছিল। মেসোপটেমিয়া অতিক্রম করিতে পাঁচ মাস লাগিয়াছিল। আলেক্জণ্ডর ক্ষিপ্রকারী হইয়াও এত বিলম্ব করিলেন কেন বলিতে পারা যায় না। ইতিমধ্যে ডেরায়স টাইগ্রিস্ নদীর পূর্ব্বধার দিয়া আর্বেলা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় তল্পিতল্পা রাখিলেন এবং বিংশতি ক্রোশ অন্তরে গিয়া একটী দূরবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ঐ ভূভাগের পশ্চিমে টাইগ্রিস নদী, পূর্ব্বে লাইকস্ নদী এবং উত্তরে পর্ব্বত। পারস্যরাজ আসিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে এই রূপ সসজ্জিতম হইয়া শত্রুর অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আলেক্জণ্ডর নির্ব্বিঘ্নে টাইগ্রিস্ পার

হইয়া পাঁচ দিনের পর দেখিতে পাইলেন, পারসীক সেনা সম্মুখে অবস্থিত, উহাদিগের আদ্যন্ত লক্ষিত হয় না। একজন ইতিহাস লেখক নির্দ্দেশ করেন, ডেরায়সের সৈন্য সংখ্যা দশ লক্ষ, কিন্তু ইহার অর্দ্ধেকের অধিক আমাদের বিশ্বাস হয় না। আলেক্‌জণ্ডরের সৈন্য সাত চল্লিশ হাজারের অধিক ছিল না। পারসীক সেনার মধ্যে রণক্ষম নানা জাতীয় লোক ছিল বটে, কিন্তু একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অভাবে তাহারা কোন কার্য্যেরই হয় নাই।

আলেক্‌জণ্ডর শত্রুব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি অসামান্য সাহস প্রকাশপূর্ব্বক অভিমুখস্থ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া ডেরায়সকে ধরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে পার্মিণিয়ো শত্রুসৈন্যে পরিবৃত ও পরাভূতপ্রায় হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার বিজয়ী অশ্বারোহগণের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থ যাইয়া বিজয় লাভ করিলেন। কিন্তু ডেরায়স এই অবসরে পলায়ন করিলেন। আসিয়িকদিগের মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট হয় যে, রাজা পলাইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সেনার পরাজয় হইয়া থাকে। তদনুসারে ডেরায়সের অদর্শনে তাঁহার সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়া, যে যেখানে পাইল, পলায়ন করিল। কথিত আছে, পারসীকদিগের তিন লক্ষ সৈন্য সমরশায়ী এবং তিন লক্ষ বন্দীকৃত হইয়াছিল। আলেকজণ্ডর কাল বিলম্ব

না করিয়া ডেরায়সের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন পার্ম্মিণিয়োর সাহায্য করিতে ছিলেন, সেই অবসরে ডেরায়স্ অনেক দূর পলাইয়া গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধটী আর্বেলা হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে ঘটিলেও সচরাচর উহাকে "আর্বেলার যুদ্ধ" কহিয়া থাকে। এই যুদ্ধেই আসিয়ার আয়তি অবধারিত হইল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আলেক্জণ্ডর বাবিলনে চলিলেন। ঐ নগরী সাধারণ জলপ্লাবনের কিয়ৎকাল পরে সংস্থাপিত হইয়া বহু দিন আসিয়ায় একাধিপত্য করিয়াছিল; কিন্তু আলেক্জণ্ডরের সময় উহার ভগ্ন দশা। তথায় উপস্থিত হইয়া সোৎসুক মানসে আদ্যকালের কলাকৌশল ব্যঞ্জক ভগ্নাবশেষ সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বেলসের মন্দির সারাইতে আদেশ দিলেন। বাবিলন হইতে সুসায় গমন করিলেন। তথাকার অপরিমিত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া সে স্থান হইতে পার্সিপোলিসে যাত্রা করিলেন। পারসীক সম্রাটেরা পূর্ব্বদেশ হইতে অতুল অর্থ সম্পত্তি আনিয়া ঐ নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। তথায় একবার রাজরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকের অলৌলিক সমৃদ্ধি পর্য্যবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে ঐ নগর প্রথমতঃ বিলুণ্ঠিত ও অবশেষে দাহিত করিয়া, দুশ বৎসর পূর্ব্বে পারসীকপ্রযুক্ত আথেন্সদাহের শোধ তুলিলেন। এই কার্য্যটী আলেক্জণ্ডরের মাহাত্ম্যের

নিতান্ত বিসম্বাদী বলিতে হইবেক। পার্সিপোলিসে আলেক্‌জণ্ডরের চতুর্থ রণব্যাপার শেষ হয়। আলেক্‌জণ্ডর এক্ষণে ডেরায়সের অনুধাবনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আর্বেলার যুদ্ধের পর ডেরায়স্ একবাটানায়,* দৈবানুকূল্যে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এই ভরসায় চারি মাস নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলেন।

আলেক্‌জণ্ডরের আগমন বার্ত্তা প্রাপ্তি মাত্র ডেরায়স প্রচুর সম্পত্তি ও ন্যূনাধিক নয় সহস্র সৈন্য লইয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। বিজেতা এক বাটানায় পঁহুছিয়া কতক গুলি অশ্বারোহকে ধনদানে পরিতৃপ্ত করিয়া বাটী প্রতিগমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিল না। পরে আলেক্‌জণ্ডর দ্রুত বেগে পারস্যরাজের অনুসরণ করিয়া ভাজিলে † উত্তীর্ণ হইলেন। সৈন্যদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত তথায় পাঁচ দিন অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। দুই দিনের পর শুনিতে পাইলেন, ডেরায়স্ ধরা পড়িয়াছেন, এবং বেসস, সটিবর্জ্জেনিস্ প্রভৃতি কয়েক জন তদীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আলেক্‌জণ্ডর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কতক গুলি মনোমত অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া দিবা রাত্র অবিশ্রামে ও অনাহারে চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেখিতে পাইলেন, পারস্য-

* বর্ত্তমান ইস্পাহাম নগর, পূর্ব্বকালে এই নগর পারস্যের রাজধানী ছিল।

† এই স্থান কাস্পিয়ান্ হ্রদের সন্নিহিত পর্ব্বতাবলীর উপত্যকায় অবস্থিত।

রাজের সৈন্যেরা বিশৃঙ্খল হইয়া আস্তে আস্তে যাই-তেছে। আলেক্‌জণ্ডরকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বিশ্বাসঘাতকেরা ডেরায়সকে উপর্য্যুপরি কয়েক বার সাংঘাতিক আঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। ডেরায়স পথিমধ্যে অসহায় পড়িয়া রহিলেন, এবং আলেক্‌জণ্ডর না আসিতে আসিতেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আলেক্‌জণ্ডর তাঁহাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। অনন্তর মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই রূপে সাইরসের বংশ নিঃশেষ হইল এবং পরাক্রান্ত পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হইল।

আলেক্‌জণ্ডর ডেরায়সের অনুসরণ ক্রমে এত দূর আসিয়া হির্কেনিয়া (১) জয়ে বদ্ধপরিকর না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তথা হইতে জয়োল্লাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে ডেরায়সের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আসিয়ার প্রভু বলিয়া সভাজন করিল। অতঃপর তিনি পার্থিয়ার মধ্য দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া সুসায় (২) পঁহুছিলেন, এবং সটিবর্জ্জেনিস্ অবনত হওয়াতে তাঁহাকে তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এদিকে বেসস্ ডেরায়সের পদে আপনাকে অভিষিক্ত বলিয়া ঘোষিত করিয়া দিল। তাহার দমনার্থে আলেকজণ্ডর অবিলম্বে বাক্-

(১) এই প্রদেশ ক্যাস্পিয়ান হ্রদ ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। পারস্যদেশের পুরাকালিক বীরপ্রধান সুবিখ্যাত রুস্তমের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশের আকর বলিয়া ইহা অতিশয় প্রসিদ্ধ।

(২) সুসা বর্ত্তমান খোরাসানের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

ট্রিয়ায় গমন করিলেন। সটিবর্জ্জেনিস্ এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া সমভিব্যাহৃত মাসিডোনিয়দিগের প্রাণ বধ করিল। পার্ষ্ণিগ্রাহের প্রশমনার্থ আলেক্জণ্ডরকে দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে ফিরিতে হইয়াছিল; এবং স্বল্পকাল মধ্যেই বিদ্রোহী পরাস্ত ও তাঁহার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

অনন্তর তাঁহার শিবির মধ্যে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল (ধরা পড়িল)। তাঁহার সেনাপতি পার্মিণিয়ো এবং তৎপুত্র ফাইলোটস্ ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। সবিশেষ অনুসন্ধানের পর দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইল।

আলেক্জণ্ডর তাহার পর পূর্ব্বাস্যে যাত্রা করিয়া শীতের প্রাবল্য সময়ে গান্ধার (কাণ্ডাহার) অতিক্রম করিলেন, এবং পারোপামিসন্ পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থে তথায় দুইমাস অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে আলেক্জণ্ডরের পঞ্চম রণব্যাপার সমাপ্ত হইল।

পর বৎসর আলেক্জণ্ডর পর্ব্বত অতিক্রমণ সময়ে হিমে ও খাদ্য দ্রব্যের অভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া বাক্ট্রিয়ার অভিমুখে চলিলেন। তিনি তথায় পঁহুছিলে বেসস্ অক্সস্ (জৈহুন) নদী পার হইয়া ট্রানজক্জিয়ানায় * প্রবেশ করিলেন। আলেক্জণ্ডর অক্সসের তটে পঁহুছিয়া

* অক্সস্ (জৈহুন) ও জাক্জার্টিস্ (সৈহুন) এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে রোমানেরা ট্রানজক্জিয়ানা কহিতেন। নব্যেরা ইহাকে মাব-

দেখিলেন, তাঁহার কতক গুলি তুরঙ্গসাদী দুর্গম পথাতিবাহনজন্য বিবিধ ক্লেশে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগকে পারিতোষিকদানে পরিতুষ্ট করিয়া সেনাস্থিত অন্যান্য অসুস্থ ব্যক্তির সহিত স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। অক্সস্ নদী এরূপ বিস্তৃত ও স্রোতস্বতী এবং উহার তীর এরূপ বালুকাময় যে, তথায় সেতুনির্ম্মাণের কোন সুযোগ হইল না। আলেক্জণ্ডর অতিকষ্টে এক প্রকার মসক দ্বারা সসৈন্যে ঐ নদী পার হইলেন। তিনি অপর পারে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র বেসসের সহচরেরা বেসসকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। আলেক্জণ্ডর ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া আপাততঃ বাক্ট্রিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর উত্তরাস্য হইয়া সৈহুন নদী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী সক্ডিয়ানা প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে তথায় ফিরিয়া আসিতে হইল। সৈহুন নদীর উত্তরস্থ তাতারেরা ঐ বিদ্রোহের পোষকতা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। উপস্থিত বিপদটী বড় বিষম হওয়াতে আলেক্জণ্ডরের বুদ্ধিকৌশল সমধিক প্রকটিত হইবার একটী সুযোগ হইল। বিদ্রোহীরা সাতটী দুর্ভেদ্যদুর্গবেষ্টিত নগরে প্রবেশ করিলে আলেক্জণ্ডর

লর্লামিয়র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মাবরুলনিয়ারের প্রধান প্রদেশকে পূর্ব্বে সকডিয়ানা কহিত।

তস্তাবতের অবরোধ আরম্ভ করিলেন, এবং পাঁচ দিনের মধ্যে সমুদয় হস্তগত করিয়া সাইরোপোলিসে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রেটিরস ইতিপুর্ব্বেই ঐ নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জণ্ডর গ্রীষ্ম-শোষিত খাতের মধ্য দিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপ বীরত্ব-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাইলেন যে, সৈহুন নদীর উত্তর পারে বহু সংখ্যক সীথিয় অশ্বসাদী বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থ একত্র হইয়াছে। আলেক্‌-জণ্ডর তৎক্ষণাৎ অভিষেণনে প্রস্তুত হইলেন। ঐ অসভ্য সীথিয়েরা উহাদিগের দক্ষিণস্থ ইউরোপীয় ও আসি-য়িকদিগের চিরকাল উৎপাত করিয়া আসিতেছিল। উহাদিগেরই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাইরস পরাজিত ও নিহত হন। আলেক্‌জণ্ডর সেই অশুভ স্থানের সান্নিধ্যে উপনীত হইলে, তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই কুসংস্কার মূলক ভয়ে অভিভূত হইয়া গণকদিগকে এই অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা কোন অশুভ দৈব দেখাইয়া তাঁহাকে এই অনর্থহেতু নদী পার হইতে বিরত করেন। কিন্তু যিনি হেলেস্পণ্ট, ইউফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস জয় করিয়া এপর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তিনি এ সকল বিভীষি-কায় ভীত হইবেন কেন? তিনি মসক, উড়ুপ, কাষ্ঠ প্রভৃতি পার হইবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন এবং এপার হইতে যন্ত্রসহ-কারে অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে অসভ্যেরা পরা-

রৃত্ত হইতে লাগিল। আলেকজণ্ডর তৎক্ষণাৎ পার হইবার সজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং ভেলা সকল ভাসিল: আলেক্-জণ্ডর সসৈন্যে পার হইয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষেরা কিয়ৎ ক্ষণ যুঝিয়াই পরাস্ত ও ভয়দ্রুত হইল। আলেকজণ্ডর দ্রুতবেগে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অব্যাহতি পাইল। দুর্জ্জয় তাতারেরা বশতাপন্ন হওয়াতে অন্যান্য অসভ্যজাতিও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এপর্য্যন্ত মাসিডোনিয়েরা কাহারো নিকট পরাস্ত হয় নাই, কিন্তু অতঃপর তাহাদিগের একবার ভাগ্য পরিবর্ত্ত হইয়াছিল।

স্পিটামিনিস্ নামক একজন সুনিপুণ পারসীক সেনানী সগ্ডিয়ানায় (সমরখণ্ডে) বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে আলেকজণ্ডর তথায় একদল সৈন্য পাঠাইলেন। উহারা কখন পরাজিত হয় নাই বটে, কিন্তু অধিনেতা উপস্থিত না থাকাতে পরাজিত ও বাহুল্যে নিহত হইল। আলেকজণ্ডর এই প্রতিকূল বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া যৎসামান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে সমরখণ্ডে যাত্রা করিলেন এবং চারিদিনে তথায় পঁহুছিলেন। স্পিটামিনিস আলেকজণ্ডরকে সমাগত দেখিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল, আলেকজণ্ডরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং যাহার

ঔদাসীন্য অথবা বিদ্রোহীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগের যথোচিত দণ্ড বিধান করিলেন।

এই রূপে ষষ্ঠ বৎসর হইল। আসিয়া জয় করিয়া আলেক্‌জণ্ডর অনেক আসিয়িক আচার ব্যবহার গ্রহণ করেন। যুদ্ধসহচর গ্রাম্যস্বভাব মাসিডোনিয়েরা আলেকজণ্ডরের আচার পরিচ্ছদ প্রভৃতির পরিবর্ত্ত দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইত এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যরূপে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। আলেক্‌জণ্ডর স্বভাবতঃ সুরাশক্ত ছিলেন না, কিন্তু কখন কখন অপরিমিত মাত্রায় পান করিয়া দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইতেন। এক দিন কোন উৎসব উপলক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে সুরা সেবন করিয়া তাঁহার মন খুলিয়া যাওয়াতে অকপটে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তাঁহার ধাত্রীর সহোদর ক্লাইটসও অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিলেন। তাঁহারও তৎকালে বোধাবোধ ছিল না। গ্রাণিকসের যুদ্ধে আলেক্‌জণ্ডরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন এই বলিয়া তিনি আত্মাভিমান করিতে লাগিলেন। বারম্বার এই বিষয়ের উল্লেখ করাতে, আলেক্‌জণ্ডর ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, স্বয়ং একজন প্রিয়বন্ধুকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে দুষ্কর্ম্মজনিত এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল যে, তিন দিন শোকাভিভূত থাকিয়া কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই।

সপ্তম বৎসর সগ্‌ডিয় ও বাক্‌ট্রিয়দিগের বিদ্রোহ শান্ত করিতে পর্য্যবসিত হইল। এই রণব্যাপারে তাঁহাকে যাদৃশ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তদনুরূপ ফল দর্শে নাই। ফলতঃ তাঁহার যাবতীয় রণব্যাপারের মধ্যে এইটী তাদৃশ যশস্কর নহে। পর বৎসর এক দুরাক্রম্য দুর্গ গ্রহণ সময়ে দুর্গাধ্যক্ষের রগজনা নাম্নী এক দুহিতা তাঁহার হস্তগত হয়। ঐ কামিনীর লোকাতীত সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আলেকজণ্ডর তদীয় পাণিগ্রহণ করাতে তথাকার অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত ও অনুরক্ত হয়।

আলেকজণ্ডর এক্ষণে ভারতবর্ষ জয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তথায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি পারস্যরাজের আক্রীডে মৃগয়াসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি স্বহস্তে এক সিংহের প্রাণ নষ্ট করিয়া ছিলেন। এক দিন মৃগয়াকরিতেছেন এমত সময়ে একজন ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাহাকে কশাঘাত করিলেন। সে এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অপর কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার প্রাণ বিনাশার্থ চক্রান্ত করিল। কিন্তু অবশেষে সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়াতে দোষীদিগের প্রাণ দণ্ড হইল। ইহারা আসন্ন কালের প্রাক্ক্ষণে কালীস্থিনিস্ *

*কালীস্থিনিস গ্রীসদেশের একজন বাচাল পণ্ডিত। ইনি আলেকজণ্ডরের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। মুখরতানিবন্ধন সকলেই ইহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল।

নামক এক ব্যক্তিকে ঐ চক্রান্ত সহযোগী বলিয়া রটাইয়া দিল। তদনুসারে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং তথায় তনুত্যাগ করিলেন। আলেক্‌জণ্ডরের রক্ষিসৈন্যের অধ্যক্ষ স্বীয় দৈনন্দিন বিবরণ পুস্তকে (রোজনামায়) লিখিয়াছিলেন, কারাগারে কালীস্থিনিসের প্রাণত্যাগ হয়; কিন্তু বিপক্ষেরা প্রচার করিয়াছল, নানা যন্ত্রণার পর তিনি উদ্বদ্ধ হয়েন। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন, কোন্‌টী অধিক বিশ্বসনীয় ও সম্ভবপর।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আলেক্‌জণ্ডর ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে কাবুলে * আসিয়া পঁহুছিলেন। তথা হইতে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে কহিয়া পাঠাইলেন। টাক্‌সিলিস্ (তক্ষশিল) অবিলম্বে আলেকজণ্ডরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সিন্ধুনদের উভয় পারেই ইঁহার রাজত্ব ছিল। অনন্তর আলেকজণ্ডর সৈন্যদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। এক দল সিন্ধুনদের উপর সেতু নির্ম্মাণে নিযোজিত হইল, আর এক দল লইয়া তিনি উক্ত নদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেশ সমুদায় জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ নদের এমত এক স্থানে উপস্থিত হইলেন যাহা বন্য বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত। তথায় নৌকানির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইলেন। পরে কতিপয় নৌকাসহকারে, যে স্থানে তাঁহার সৈন্যেরা সেতু প্রস্তুত করিতে ছিল, সেইদিগে যাত্রা করিলেন। নিশানামক স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া শুনিলেন,

* এই নগরটী আলেকজণ্ডরের সংস্থাপিত প্রসিদ্ধি আছে।

ঐ নগরটী ব্যাকস্ সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সংবাদে আলেক্‌জণ্ডর অতিমাত্র উল্লাসিত হইলেন, কারণ তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল যে, উক্ত বীরের জয়বিস্তারের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে (ব্যাকসকে) অতিক্রম করিবেন। নিশা হইতে সেতুর নিকট পঁহুছিয়া তদ্দ্বারা সসৈন্যে পার হইয়া ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইলেন। সিন্দুনদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে তিন জন রাজার আধিপত্য ছিল :-১ম আবি-সিনিস্ (অভিষেণ) *, ২য় টাক্‌সিলিস্ (তক্ষশিল) †, ৩য় পোরস্ (পুরু) (৩)। শেষোক্ত নরপতি অবনতি স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং যথাসাধ্য বিজেতার প্রতি বিপক্ষতা-সাধনে উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। সিন্দুনদ হইতে আ-লেক্‌জণ্ডর প্রথমতঃ টাক্‌শিলায় (তক্ষশিলায়) গমন করি-লেন। এস্থানে আসিয়া তাঁহার সৈন্যেরা পথশ্রান্তি অপ-নয়ন করিতে লাগিল। এই প্রদেশ হাইডাস্পিস (বিতস্তা) নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত ছিল। অপর পারে পুরু রাজার দুর্জ্জয় অশ্বারোহিগণ অপ্রমত্ত হইয়া পার হইবার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। শত্রুসম্মুখে ঐ নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য ভাবিয়া আলেক্‌জণ্ডর কোন কৌশল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ঐ নদীর প্রবাহমধ্যে অবস্থিত ছিল। এক দিন রাত্রে এরূপ ঘোর

* বোধ হয়, ইনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন।

† ইনি ইতিপূর্ব্বে বৈবপ্রণোদিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহার বিপক্ষভাব অপনীত হইয়াছে।

(৩) হাইডাস্পিসের (বিতস্তার) পূর্ব্বদিগে ইহার রাজত্ব ছিল।

অন্ধকার ও প্রবল ঝটিকা হইতে লাগিল যে, ও পার হইতে এপারের কিছুই দেখিবার শুনিবার যো ছিল না। এই অবসরে তিনি কতক গুলি মনোমত সৈন্য লইয়া তথায় পঁহুছিলেন, এবং প্রাতঃকালে অতি কষ্টে সৈন্য পার করিয়া দেখিলেন যে, শত্রুপ্রেরিত একদল সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। উহারা পরাস্ত হইয়া পুরুকে সমাচার দিল যে, আলেকজণ্ডর অতি উৎকৃষ্ট সৈন্য সমেত পার হইয়াছেন। পুরু শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যব্যূহ লইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে অনেকক্ষণ ঘোর যুদ্ধ ও রক্তারক্তি হইতে লাগিল। কিন্তু আলেকণ্ডরের রণধুরন্ধর সেনাগণের অসীম সাহসবশতঃ পরিশেষে তাঁহারই জয়লাভ হইল। পুরুর সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তিনি বিজয়ীর হস্তে পতিত হইলেন। আলেকজণ্ডর বিজিত শত্রুর প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেবল তদীয় রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এমত নহে, কতক গুলি অচিরার্জ্জিত প্রদেশও তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর আলেকজণ্ডর ক্রমে ক্রমে যেমন চেনাব ও রাবী (চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী) পার হইলেন, অমনি তত্রত্য অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; কেবল সিঙ্গালা প্রদেশের কাথেয়িয়ানেরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ দিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাহারাও পরাভূত হইল।

আলেকজণ্ডর বেয়া (বিপাশা) নদীর তীরে উপনীত হইয়া পুরোভাগে ভারতবর্ষের বিশাল সাম্রাজ্য দেখিতে পাই- লেন। এপর্য্যন্ত ঐ প্রদেশ কোন ইউরোপীয় সেনানীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত ঐ সুদূরবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার ছয় লক্ষ পদাতি সমরকর্ম্মার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তিনি সর্ব্বাংশে আলেকজণ্ডরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। প্রতিযুদ্ধেই জয়লাভে উল্লাসিত এবং সমুদায় পৃথিবীবিজয়ের আশায় উন্মাদিত হইয়া আলেকজণ্ডর বিপাশা পার হইবার এবং রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা তত দূর যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা অবিশ্রান্ত নয় বৎসর কাল, কি গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশ, কি তুষারপরি- বৃত পর্ব্বতমালা, সকল স্থানেই তাঁহার সহিত ঘুরি- য়াছিল; কি রাত্রি কি দিন, কি গ্রীষ্ম কি শীত, সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়া নিরতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়াছিল। গ্রীস হইতে যে সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারি অত্যল্পভাগ জীবিত ছিল। তাহারা ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ ও সমরখিন্ন হইয়া গৃহগমন প্রার্থনা করিল। কি সৈনিক, কি সৈনিকাধ্যক্ষ, সকলেই ঐ মতে মত দিল। সুতরাং আলেকজণ্ডর আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে এক- বার ভয় দেখাইলেন, আরবার অনুনয় করিলেন এবং পরিশেষে ভাবী কীর্ত্তির প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগের উৎ- সাহবর্দ্ধনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল

না। তখন তাঁহাকে অতিশয় ক্ষুণ্নান্তঃকরণে অগত্যা ফিরিতে হইল।

আলেকজণ্ডর এই রূপে জয়াশা স্তম্ভিত করিয়া সিন্ধু-নদকেই স্বরাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্দ্ধারিত করিলেন। তিনি আপনার অধীন প্রদেশসমূহে সৌরাজ্যবিস্তার ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিষয়ক চিরলালিত সঙ্কল্প সকল সফল করিবেন স্থির করিলেন। তিনি উত্তরদিক্ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সিন্ধুর শাখানদী ও সিন্ধুসাগরসঙ্গম দেখিবেন মনে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মূলতানের অধিবাসীরা তাঁহার গতিপ্রতিরোধের চেষ্টা পাইল। তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া তিনি আপনার শারীরিক বিপৎপাতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। মূলতানের একটী দুর্গ আক্রমণের সময় তিনি প্রাচীর হইতে অভ্যন্তরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং প্রাচীরদ্বারা পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া একাকী বহু শত্রুর মওড়া নিলেন। কিন্তু অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। শরীর সুস্থ হইলে পুনর্ব্বার নৌকাধিরূঢ় হইলেন এবং সাগরাভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তিনটী নগর সন্নিবেশিত এবং দুইটী নগরের গুপ্তিসাধন করিলেন। পাটালায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, তথায় নদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া কিয়দ্দূরে সাগরে মিলিত হইয়াছে। তথায় একটী নগর, একটী পোতাশ্রয় ও কতক গুলি দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। পরে সাভিনিবেশচিত্তে উভয় শাখা পরিদর্শন করিলেন এবং

কতক গুলি সুদৃঢ় পোত সংগ্রহ করিয়া নূতন পথ আবিষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত নিয়ার্কসকে তৎসহযোগে সমুদ্রমধ্যে পশ্চিমাস্যে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন। ঐ দিক দিয়া কোন প্রকারে টাইগ্রীস্ নদী পঁহুছিবার পথ প্রকাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য : কারণ তিনি মানস করিয়াছিলেন যে, লোহিতসাগর, টাইগ্রীস ও সিন্ধু দিয়া বাণিজ্য প্রচলিত করিবেন এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ ও পারস্যের পরস্পর সংযোজনা করিয়া দিবেন। নিয়ার্কসকে সমুদ্রযাত্রায় নিযোজিত করিয়া এবং উত্তরের পথ দিয়া অধিকাংশ সৈন্য কারামেনিয়ায় পাঠাইয়া স্বয়ং কতক গুলি সাহসী ও কষ্টসহ সৈন্য সমভিব্যাহারে নিয়ার্কসের সাহায্যাভিপ্রায়ে উপকূলবাহী হইয়া চলিবেন স্থির করিলেন। অনন্তর সিন্ধু পার হইয়া জেড্রোসিয়া নামক মরু প্রবেশ করিলেন। এই মরু অতিক্রম করিতে ৬০ দিন লাগিয়াছিল। জলাভাব ও উত্তপ্ত বায়ুর জন্য এখানে অভূতপূর্ব্ব কষ্ট হইয়াছিল। এখান হইতে কার্ম্মাণে পঁহুছিলে পূর্ব্বপ্রেরিত সৈন্যেরা আসিয়া মিলিত হইল। নিয়ার্কসের যাত্রা আশার অধিক ফলদায়িনী হইয়াছে এবং নৌকা গুলিও নিরাপদে টাইগ্রীসে পঁহুছিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল। পুরাকালের যাবতীয় জলযাত্রার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সাহসপ্রণোদিত ও কার্য্যোপযোগী।

শীতের প্রাবল্য থাকিলেও আলেকজণ্ডর কারামেনিয়া হইতে পারস্যে গমন করিলেন। পথিমধ্যে পাসাগার্ডায়

পারস্যরাজ্যের সংস্থাপয়িতা সাইরসের সমাধিমন্দির সোৎসুকচিত্তে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহাকে ভগ্নাবস্থ দেখিয়া সারাইতে আদেশ দিলেন। কালনাশ নামক একজন ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী আলেকজণ্ডরের প্রতিপ্রয়া-ণের সময় তাঁহার সার্থবাহী হইয়া ছিলেন। এই সময়ে তিনি জীবনে বিরক্ত হইয়া জ্বলচ্চিতায় দেহ সমর্পণ করেন। আলেকজণ্ডর এই বিভৎস ব্যাপার দেখিতে চাহিলেন না। জেতা ও জিতদিগের পরস্পর বাধ্য-বাধকতা ভাব দৃঢমূল করিবার উদ্দেশে আলেকজণ্ডর এই সময়ে ডেরায়সের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেখা দেখি প্রধান প্রধান আশী জন কর্ম্মচারীও সম্ভ্রান্ত পারসীকদিগের সহিত ঐ রূপ ঘনিষ্ঠতা পাতা-ইলেন। মহাসমারোহে পরিণয়োৎসব চলিতে লাগিল, এবং এই সূত্রে আলেকজণ্ডরের বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইল। কেবল কর্ম্মচারীদিগের প্রতিই এইরূপ বদান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছিল এমত নহে, সৈন্যেরাও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। অতিব্যয়শীলতাদোষে তাঁহার সৈন্যের অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল, তিনি তাহাদি-গকে ঋণমুক্ত করিলেন।

তৎপরে আলেকজণ্ডর নৌকাধিরোহণ করিলেন এবং পারস্য উপসাগর দিয়া টাইগ্রীস নদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেনাগণ স্থলপথে সুসায় পঁহুছিলে তাহাদিগকে তথায় একত্র করিলেন এবং যাহারা বৃদ্ধ, আহত, বা পীড়িত ছিল, তাহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনুমতি

দিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা ইহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া গোলযোগ তুলিল এবং এককালে ঐরূপ অনুমতি প্রার্থনা করিল। আলেকজণ্ডর তাহাদের বিরাগে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তখনি চৌদ্দ জন অগ্রণীর প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও সৈন্যেরা শমিত না হইয়া দুই দিন ক্রোধ-ভরে রহিল। তৃতীয় দিবস আলেকজণ্ডর মাসিডোনিয় সৈন্য-দিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া অভিনব প্রজা-পুঞ্জ হইতে এক দল সাহসিক ও কৃতকর্ম্মা সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। তখন মাসিডোনিয়দিগের চৈতন্য হইল; এবং অনুনয়প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তাহারা পুনরায় স্ব স্ব কর্ম্মে নিযোজিত হইল। ইতিমধ্যে যে সকল পারস্যসৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদিগের হইতে আলেকজণ্ডরের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢীভূত হইল, কারণ এক্ষণে মাসিডোনিয়দিগের আর গর্ব্ব করিবার যো রহিল না; এদিগে মাসিডোনিয়দিগের প্রভাবে, পারসী-কেরা যে অবাধ্য হইয়া উঠিবে, তাহারো পথ রুদ্ধ হইল।

অনন্তর আলেকজণ্ডর বৃদ্ধ ক্রেটরসের সহিত দশ সহস্র অকর্ম্মণ্য সৈন্য বাটী পাঠাইয়া দিলেন। অবসর দিবার সময় তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সকলে একে একে তাঁহার নিকট বিদায় লইলে, যাহারা তাঁহার অধীনে দ্বাদশ বৎসর যুদ্ধ করিয়া নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

পর বৎসর রাজ্যের উন্নতিবিষয়ক নানা উপায় ভাবিতে ভাবিতে বাবিলনে গমন করিলেন। অসভ্য আরবদিগকে পরাজয় না করিলে কোন ক্রমেই রাজ্যের শান্তি রক্ষণ সম্ভাবিত নহে এই বিবেচনায় কতক গুলি রণপোত ও বহুসংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। হেলেস্পণ্ট পার হইবার সময় তাঁহার যে রূপ উৎসাহ হইয়া ছিল, এ সময়েও সেই রূপ হইল। তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভের নিশ্চিততায় উল্লাসিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারিল না। তিনি ইতিমধ্যে অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সিংহাসনাধিরোহণের দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশৎ বৎসর হইয়াছিল। এক্ষণে দ্বাবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে গেল, তথাপি তাঁহার কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

আলেক্‌জণ্ডর এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার যেরূপ মানসিক শক্তি ছিল, এবং তিনি যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে অবশ্যই বলিতে হইবেক এ পর্য্যন্ত তেমন লোক আর কেহই জন্মে নাই। যে সমস্ত আসিয়িক রাজ্য সাধারণ জলপ্লাবনাবধি এ পর্য্যন্ত নানা পরিবর্ত্ত সহ্য করিয়াও উচ্ছিন্ন হয় নাই, তিনি তত্তাবৎ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। আসিয়িকেরা দুর্জ্জয় বলিয়া ইউরোপীয়দিগের যে ভয় ছিল, তাহা তিনিই অপনয়ন করেন এবং তিনিই ইউরোপীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃ-

সার প্রকটিত করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য সংস্থাপনের পথ দেখাইয়া যান।

পারস্য সাম্রাজ্য।

সাইরস্—ক্যাম্বাইসিস—ডেরায়স—তাঁহার গ্রীসে প্রয়াণ—তাঁহার শাসন-প্রণালী—জার্ক্সিস—তাঁহার গ্রীসে পরাভব—আর্টাজার্ক্সিস—পারসীক রাজসভার বিশৃঙ্খলতা—দ্বিতীয় ডেরায়স—মিসর বিগম—দ্বিতীয় আর্টাজার্ক্সিস—আর্জিসিলেয়সের পারস্যে প্রয়াণ—কিউনাক্সার যুদ্ধ—ডেরায়স কডোমেনাস—পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস।

যদিও গ্রীস দেশের ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে পারস্য রাজ্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি সাইরসের সময় হইতে ডেরায়সের অধিকার কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ের স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সাইরসের জীবনবৃত্তান্ত পূর্ব্বে সম্যক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সাইরস খৃঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে তাতারদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, এবং তাঁহার পুত্র ক্যাম্বাইসিস্ তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। ক্যাম্বাইসিস সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া আফ্রিকাকে আপনার অস্ত্রের লক্ষ্য করিলেন, এবং মিসর ও লীরিয়া জয় করিয়া উহাদিগকে পারস্যরাজ্যে পরিভুক্ত করিলেন। মিসরীয় যাজ-

কেরা আপনাদের ক্ষমতা ভ্রংশের আশঙ্কায় প্রতিবন্ধকতা-
চরণ করাতে তিনি তাহাদিগের প্রতি অতি নির্দ্দয় ব্যব-
হার করেন। এই নিমিত্ত তিনি ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম
বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এ কথায় আমরা সম্পূর্ণ
বিশ্বাস করিতে পারি না; যে হেতু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত
মিসরীয় পুরোহিতবর্গের লিপি হইতে সংগৃহীত; সুতরাং
তাঁহারা যে উৎপীড়কের একগুণ দোষ শতগুণ করিয়া
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম স্মার্ডিস্ ছিল। ক্যাম্বাইসিস্ সাড়ে
সাত বৎসর রাজত্ব করিলে ম্যাজি নামক সম্প্রদায় এক
ব্যক্তিকে স্মার্ডিস্ বলিয়া পরিচয় দিয়া সিংহাসনে উপ-
বেশিত করিল। প্রতিবিধান করিতে গিয়া ক্যাম্বাইসিসের
প্রাণাত্যয় হইল। কৃত্রিম স্মার্ডিস্ আট মাস মাত্র সিংহা
সনে অধিরূঢ় ছিলেন। আট মাস অতীত হইলে, মীডিয়
রাজার অধীনতা সহনে অসমর্থ সাত জন সম্ভ্রান্ত পারসীক
ষড়্যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। এই সময়ে
পারস্যের যাযাবর জাতিদিগের মধ্যে মীডিয় শিল্পকলা
ও সভ্যতা প্রবিষ্ট হয়, এবং উহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি
এবং সমৃদ্ধিশালী নগর সকল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে।

অনন্তর ঐ সাত জন পারসীকের মধ্যে, কে রাজা হইবে
এই বিষয় লইয়া বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে
হিষ্টাস্পিসের পুত্র ডেরায়স্ রাজা হইলেন। তিনি স্বার্থ-
সমর্থনের নিমিত্ত সাইরসের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করি-
লেন। তিনি ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং নানা দেশ

জয় ও পারসীক শাসন প্রণালী সংশোধন করিয়া বিখ্যাত হয়েন। কৃষ্ণসাগরের উত্তরস্থ সীথিয়দিগের বিপক্ষে যাত্রাই তাঁহার প্রথম রণপ্রয়াণ; কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। এই ক্ষতি পূরণ করিবার নিমিত্ত তিনি ইউরোপে প্রবেশ করিয়া থ্রেস্ ও মাসিডন্ স্ববশে আনয়ন করিলেন। এই সময়ে পারস্যরাজের বেতনভোগী একজন গ্রীক্ আবিষ্ক্রিয়ার উদ্দেশে সিন্ধুনদী বিচরণ করেন। এই জলযাত্রার কিয়ৎকাল পরে ঐ নদীর উত্তরস্থ পর্ব্বতময় প্রদেশ সকল পারস্যপতির অধীন হইল এবং ঐ নদী রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্দ্ধারিত হইল।

ডেরায়সের রাজ্য শাসনকালে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গ্রীক্জাতির সহিত বিবাদই সর্ব্বপ্রধান। এই বিবাদসূত্রে উভয়জাতির অন্তঃকরণে এরূপ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহা পারস্যরাজ্যের সমূলে উৎসাদ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। নানা কারণে আসিয়ামাইনরের গ্রীক ঔপনিবেশিকেরা বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পারসীকসেনা প্রেরিত হইল। আইয়োনিয়ার রাজধানী মিলিটস্ পারসীকদিগের হস্তগত হইল। এই নগর বাণিজ্যবিষয়ে টায়র ও কার্থেজের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিল। কিরূপে আথেন্সবাসীরা সার্ডিস্ নগর অগ্নিসাৎ করিয়া বৈরনির্যাতন করিয়াছিল, কি রূপে ডেরায়স্ উত্তর দিক্ দিয়া গ্রীস্ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং কি রূপে

পর বৎসর তাঁহার সৈন্যেরা জলপথে গ্রীসে উত্তীর্ণ হইয়া ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল, এ সমস্ত গ্রীসীয় ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাভবের পর ডেরায়স্ পুনরায় যুদ্ধ করিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ডেরায়সের রাজত্বের সময় পারস্যের শাসনপ্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তিনি পারস্যসাম্রাজ্য বিংশতি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের উপর যথাযোগ্য কর নির্দ্ধারিত করেন। প্রদেশপতিদিগকে বিনীত রাখিবার নিমিত্ত তিনি সাংগ্রামিক ক্ষমতা তাহাদিগকে না দিয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীকে প্রদান করিলেন। সকল প্রদেশেই এক এক জন রাজসহকারী নিযুক্ত হইল। রাজা প্রদেশপতিদিগকে কোন কর্ত্তব্য জানাইতে হইলে ইঁহারদের দ্বারাই জানাইতেন। মধ্যে মধ্যে রাজা কিম্বা তাঁহার কমিবণরেরা কার্য্যদর্শনার্থ প্রত্যেক প্রদেশেই গমন করিতেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের পরস্পর সংবাদ প্রাপ্তির সুবিধার নিমিত্ত ডাক বসানও হইয়াছিল। এই রকম বন্দবস্তে দূর প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা অবনত ছিল বটে, কিন্তু রাজধানী হইতে দূরত্বানুসারে তাহাদের বশ্যতার তারতম্য হইয়াছিল। সচরাচর দ্রব্যসামগ্রীতে রাজস্ব আদায় হইত; কখন কখন অমুদ্রিত বহুমূল্য ধাতুও গৃহীত হইত। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে, ডেরায়সের সময়

পারস্যের সমগ্র উন্নতি লাভ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৮৬অব্দে তিনি লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র জারক্সিস্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। নিরন্তর রাজভোগে লালিত হওয়াতে ইনি শোভাসমৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না।

জারক্সিস্ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াই গ্রীস্ দেশ জয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। গ্রীকেরা কিরূপ উৎসাহ সহকারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এবং অবশেষে পারস্যরাজ কিরূপে পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জারক্সিসের এই প্রয়াস ব্যাহত হওয়াতে পারসীকদিগের গ্রীস্ আক্রমণের পথ রুদ্ধ হইল, কারণ তাঁহার এই একমাত্র প্রয়াণে পারস্যদেশ নির্ম্মনুষ্য ও নির্ধনপ্রায় হইয়াছিল। অতঃপর গ্রীকেরা আসিয়ামাইনরস্থ ঔপনিবেশিকদিগের স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিবার জন্য পারসীকদিগের সহিত ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পারসীকেরা এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। অধিকারস্থ একটী দূরতর প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সৈন্যের নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইয়াছিল। পরিশেষে পারস্যরাজ সমরখিন্ন হইয়া গ্রীকদিগকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন কার্য্য দর্শিল না। অপ্রলোভ্য সাইমন্ ইউরিমিডন্ নামক স্থানে একদিনে তাঁহার সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ উভয়ই নষ্ট করিলেন, এবং তৎপরে থ্রেসীয় চর্সোনিসস্ জয় করিয়া তাঁহার ইউরোপ যাইবার

পথ বন্ধ করিলেন। জারক্সিস একুশ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিহত হন।

খৃঃ পূঃ ৪৬৫ অব্দে তাঁহার পুত্র আর্টাজারক্সিস্ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বের সময় পারস্য-রাজ্যের দুর্ব্বলতার লক্ষণ সকল লক্ষিত হয়। মৈসরেরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে তিনি কিছুতেই তাহাদিগকে প্রশমিত করিতে পারিলেন না। এদিকে গ্রীকেরা সাই-মনের অধিনেতৃত্বে জয় বিস্তার করিতে লাগিল। অবশেষে আর্টাজারক্সিস্কে এই পণে গ্রীক্দিগের সহিত সন্ধি করিতে হইল যে, অতঃপর, আসিয়িক গ্রীকেরা স্বাধীন হইল, তিনি ঈজিয় সমুদ্রে বিচরণ করিবেন না এবং উপ-কূল হইতে তিন দিনের পথের মধ্যে সসৈন্যে আসিবেন না। তাঁহার রাজত্বের ষোড়শ বৎসরে এই ঘটনা উপস্থিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে সীরিয়ার শাসনকর্ত্তা মেগা-বাইসস্ বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া তাঁহার অধীনতা প-রিত্যাগ করেন। ইনিই প্রথমে রাজার অবাধ্য হইবার পথপ্রদর্শক হয়েন। অন্যান্য লোকেরাও রাজাকে অক্ষম দেখিয়া মেগারাইসসের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে লা-গিল। আর্টাজারক্সিস চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া কলে-বর পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তাঁহার ঔরস পুত্র দ্বিতীয় জারক্সিস্ পঁয়তা-ল্লিশ দিন রাজত্বের পর সক্ডিয়ানস্ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। সকডিয়ানস ছয় মাস রাজ্য শাসন করিলে ওখস্ তাঁহার

প্রাণ সংহার করেন। ইঁহারা উভয়েই ২য় জারক্‌সিসের বিজাতক সহোদর ছিলেন। ওখস ২য় ডেরায়স্‌ বা ডেরায়স্‌ নোথস নামে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি ঊনিশ বৎসর রাজ্যভোগ করেন; কিন্তু তাঁহার উপর তিন জন বর্ব্বরের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তাঁহার সময়ে রাজ্যের অবসাদ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। তিনি প্রথম ডেরায়সের সংস্থাপিত নিয়মাবলীর অনুযায়ী না হইয়া সুবাদারদিগের* উপর সাংগ্রামিক ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ফলতঃ এরূপ করাতে তাহাদিগের হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই ক্ষমতা পাইয়া তাহারা পুনঃপুনঃ বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগকে প্রশমিত করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ছলহন্তাদ্বারা তাহাদের নিধনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত দুর্ণাম হইল। মৈসরেরা তৃতীয়বার বিদ্রোহ উত্থাপিত করিয়া পারসীক শাসনকর্ত্তাদিগকে মিসর হইতে দূর করিয়াদিল। ফলতঃ এই সময়ে পারস্যরাজ্য এমত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল যে, গ্রীকেরা যদ্যপি তৎকালে পিলপনীসিয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাআপনি অস্ত্রব্যয় না করিত, তাহা হইলে তাহারা এই অবসরে নিঃসন্দেহ পারস্য বিধ্বস্ত করিত। ২য় ডেরায়স্‌ খৃঃ পূঃ ৪০৫ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র ২য় আর্টাজারক্সিস তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েন।

* সুব—প্রদেশ, দার—রক্ষক। সুবাদার—প্রদেশ রক্ষক, অর্থাৎ প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তা।

রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সিংহাসন লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাইরসের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। সাইরসের মাতা পারিসাটিস তাঁহার পক্ষে ছিলেন, এবং তাঁহার অধীন একদল গ্রীক্ সৈন্যও ছিল। সাইরস সসৈন্যে ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া খৃঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কিউনাকসার যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হয়েন। তাঁহার বেতনভোগী দশ সহস্র গ্রীক্ সেনা কিরূপে গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অনন্তর পারস্যরাজ উৎকোচদ্বারা গ্রীক্‌দিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিরোধ জন্মাইবার নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্পার্টার অধিপতি আজিসিলেয়স্ পারস্যরাজ্য উৎসন্ন করিবার মানসে একদল কষ্টসহ সৈন্য লইয়া পারস্যে আগমন করেন। কিন্তু পারস্যরাজের অপ্রমিত উৎকোচদ্বারা গ্রীসে অন্তঃসমর প্রজ্বলিত হওয়াতে এবং আথেন্সীয় কনন্ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করাতে এরূপ ঘটিয়া উঠিল যে, আজিসিলেয়সকে প্রত্যাগমন করিতে হইল, এবং যে আর্টাজারক্সিস্ ইতিপূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তিনি গ্রীসের বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থ হইয়া আপনার অনুকূল একটী সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি আণ্টাল্‌সিডাস্ নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা (খৃঃ পূ ৩৮৭ অব্দে) গ্রীক্ ঔপনিবেশিকেরা পারস্যরাজের হস্তে সমর্পিত হইল। এই ঘটনার বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে সাইমন্‌কৃত সন্ধি দ্বারা ইহারা স্বাধীন হইয়াছিল।

কিছু দিন পরেই পারস্যরাজ্যে অন্তর্ব্বিরোধ ও নানা

বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজাকে হতজ্ঞান করিয়া সুবাদারেরা পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং রাজসভা ষড়্ যন্ত্র ও রক্তপাতের আধার হইয়া উঠিল। আর্টাজারক্সিসের মৃত্যু হইলে কে উত্তরাধিকারী হইবে এই লইয়া তাঁহার তিন ঔরসপুত্র পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং সেই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র ডেরায়স্ নিহত হইলেন। রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আসিয়ামাইনরের সুবাদারেরা ও স্পার্টিয়েরা তাহার প্রতিপোষক হইল; কিন্তু প্রধান অধিনায়ক অরণ্টিসের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল না।

এই সকল গোলযোগের সময় আর্টাজারক্সিস্ তেতাল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র ৩য় আর্টাজারক্সিস সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৩৬২ অব্দ হইতে ৩৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। রাজ্যপ্রাপ্তিমাত্র তিনি রাজপরিবারের প্রাণসংহার করিয়া স্বার্থ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসনকালে সাতিশয় বিচক্ষণতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদায় বিদ্রোহ শান্তি ও মিসর জয় করিয়া রাজ্যের পূর্ব্বতন সীমা সংস্থাপিত করেন। অবশেষে বাগোয়াস্ নামক একজন বর্ষবর বিষপ্রয়োগদ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া রাজার কনিষ্ঠ পুত্র আর্সিস্‌কে তৎপদে অভিষিক্ত করিল। বাগোয়াসের আশা ছিল যে, আর্সিসের নামে সে ই রাজত্ব করিবে; কিন্তু আর্সিস্ অনুগত না হওয়াতে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে নিহত করিয়া ডেরায়স্ কডোমেনাস্ নামক রাজার একজন

কুটুম্বকে তৎস্থানীয় করিল। ডেরায়স্ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই ঐ বিশ্বাসঘাতকের প্রাণদণ্ড করিলেন।

ডেরায়স্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের ন্যায় স্ত্রৈণ ছিলেন না। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া দূরদর্শিতা সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর মহাবীর আলেক্জণ্ডর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাদৃশ শত্রু হইতে বিধ্বস্তকল্প পারস্যরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিরূপে ডেরায়সের মৃত্যু হয়, ইহা আলেক্জণ্ডরের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। আর্ব্বেলার যুদ্ধ ও পার্সিপোলিসের দাহ হইতেই অনুমিত হইয়াছিল যে, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাবসূর্য্য অস্তগত হইয়াছে, এবং অচিরাৎ আসিয়িকদিগকে গ্রীক্জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

কার্থেজ্ ও সিসিল।

সিরাকিউজ্ সন্নিবেশন—গিলো—কার্থেজীয়দিগের সিসিলিতে যাত্রা—তাহাদিগের পরাভব—সাধারণতন্ত্রপ্রণালীর সংস্থাপন—সিরাকিউজের সর্ব্বাতিশায়িতা—কার্থেজীয়দিগের পুনর্ব্বার যাত্রা—যথেচ্ছাচারী ডায়োনীসিয়স—কার্থেজীয়দিগের দ্বিতীয়বার পরাভব—আগ্রিজন্টদিগের বিদ্রোহিতা—কার্থেজীনদিগের তৃতীয়বার সিসিলি জয়ের চেষ্টা—সিরাকিউজ্কে করিন্থের সাহায্য দান—টাইমোলিয়ন।

কার্থেজ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যে

সময়ের বৃত্তান্ত সকল বিবেচ্য, তখন উক্ত নগর সমগ্র সিসিলিদ্বীপ লাভে নিতান্ত ব্যগ্র। সিসিলিস্থিত সিরাকিউজ্ নগরও এই সময়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা (সিসিলি) জয় করা কার্থেজের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিল। পরিশেষে উভয় নগরই রোমরাজ্যের অন্তর্গত হইল।

খৃষ্টীয় শকের ৭৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সিরাকিউজ করিন্থীয় উপনিবেশে সন্নিবেশিত হয়। এই অবধি আড়াই শ বৎসর এখানে সাধারণতন্ত্র প্রবল থাকে। অনন্তর খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে নগরস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের পরস্পর বিবাদ হওয়াতে পরাজিত পক্ষ সন্নিহিত গিলন্ নগরের অধিপতি গিলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। গিলো সসৈন্যে আসিয়া পদচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন কিন্তু কর্ত্তৃত্বভার নিজহস্তে রাখিলেন। তিনি সাত বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই স্বল্পকাল মধ্যেই সিরাকিউজ নগরী তাঁহার পরাক্রম প্রভাবে এতদূর অভ্যুন্নতি লাভ করে যে, তৎকালে সিসিলিস্থ কোন নগরই তাদৃশ প্রভাব, বা সম্পত্তিশালী ছিল না। এই সময়ে জারক্সিস গ্রীস দেশ আক্রমণ করেন। তিনি সমস্ত গ্রীকজাতি উন্মূলিত করিবার আশয়ে সিসিলিস্থ গ্রীকদিগের উচ্ছেদের জন্য কার্থেজীয়দিগকে উত্তেজিত করেন। সিসিলি জয় করা তাহাদেরও মনোগত ছিল। তাহারা পারস্যরাজের উত্তেজনায় বিনাবিলম্বে বহুসৈন্যসহিত হিমিল্‌কোকে প্রেরণ করিল। হিমিল্‌কো সিসিলিদ্বীপে উপনীত হইয়া হিমারা আক্রমণ

করিলেন। এদিকে গিলো এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অন্যূন পঞ্চাশত সহস্র সৈন্য সহ হিমারাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে সেলিনস্ হইতে প্রত্যাগত বিপক্ষপক্ষীয় এক দূত তাঁহার হস্তে পতিত হইল। তাহার নিকট হইতে বিদিত হইল যে, সেলিনস্বাসীরা কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে কিয়ৎ-সংখ্যক অশ্বারোহ সৈন্য হিমিলকোর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। গিলো যথোক্ত দিবসে আপন বাহিনী হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অশ্বসৈন্য নিষ্কৃষ্ট করিয়া প্রেরণ করিলেন। শত্রুগণ বন্ধুপ্রত্যয়ে যথেষ্ট সম্মানপুরঃসর তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিমিল্-কোকে নিপাত করিয়া অর্ণবপোতসমূহে অগ্নি লাগাইয়া দিল। জাহাজ সকল ধূধূশব্দে জ্বলিতে লাগিল। এদিকে অবশিষ্ট শত্রুসৈন্য গিলোর সহিত মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, অকস্মাৎ হিমিলকোর মৃত্যুসম্বাদে ও অর্ণব-পোত সকল বহ্নিময় দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া গিলোর সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য শত্রুশস্ত্রে নিকৃত্তকলেবর হইয়া ভূতল-শায়ী হইল। অবশিষ্ট ভাগ পলায়ন করিল বটে; কিন্তু রক্ষা পাইবার বিষয় কি? অনেকেই আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল, অপর যাহারা বাঁচিল, তাহাদিগকে অগত্যা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। এই দিবসেই থার্ম্মোপিলির মহাযুদ্ধ হয়। কার্থেজীয়েরা এই বিপদ্-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া গিলোর নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিল।

গিলো তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কেবল চল্লিশ লক্ষ টাকা দণ্ড করিলেন, এবং তাহাদের দেশে শনৈশ্চর গ্রহের নিকট সন্তান বলি দিবার যে রীতি ছিল তাহা অতঃপর আর না থাকে এই অনুমতি দিলেন।

এই জয়লাভের পর গিলো সিরকিউজের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তদনন্তর তাঁহার দুই ভ্রাতা তৎসিংহাসনে ক্রমে অধিরূঢ় হন। দ্বিতীয় ভ্রাতার অত্যাচারে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল। অনন্তর দ্বীপস্থ প্রায় সকল নগরেই সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। পরস্পরের প্রভাব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি সহকারে দুরাকাঙ্ক্ষারূপ কণ্টকলতাও তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পরস্পর সকল নগরই অন্যের উপর আধিপত্য লাভে সযত্ন। পরিশেষে সিরাকিউজ অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর এগ্রিজেণ্টম জয় করিয়া সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিল। এই সময়ে আথেন্সীয়েরা বিদ্রোহী লিয়ণ্টাইনদিগের আহ্বানে প্রেরিত হইয়া সিরাকিউজ আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা পরাজিত ও তাহাদিগের সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। খৃঃ পূঃ ৪১৩ অব্দে সিরাকিউজ নগর উন্নতির শেষ সীমায় অধিরোহণ করে।

অনন্তর সিসিলিস্থ অপর দুই নগরের পরস্পর বিবাদ ঘটাতে পরাজিত পক্ষ কার্থেজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। কার্থেজীয়েরা অনেক বিবেচনার পর লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা প্রেরিত হইয়া তাহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইল, এবং অসংখ্য সৈন্য সহিত পূর্ব্ব যুদ্ধে নিহত হিমি-

ল্‌কোর পৌত্র হানিবলকে প্রেরণ করিল। তিনি আসিয়া হিমারা ও সেলিনস্‌ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন, এবং অধিবাসীদিগের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কার্থেজীয়েরা এই জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া তিন বৎসর পরে সসৈন্যে হিমিল্‌কোকে প্রেরণ করে। তিনি জাহাজ হইতে অবরোহণ করিয়া এগ্রিজেণ্টম আক্রমণ করিলেন। এই নগর অধিবাসিসংখ্যায় ও সম্পত্তিশালিতায় কেবল সিরাকিউজ অপেক্ষা ন্যূন ছিল। হিমিল্‌কো আট মাস পর্য্যন্ত এই নগর অবরোধ করিয়া থাকেন। পরে খাদ্য সামগ্রীর এরূপ অপ্রতুল হইল যে, অধিবাসিগণ কণ্ঠগত-প্রাণ হইয়া অগত্যা একদিন রাত্রিযোগে নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। হিমিল্‌কো রজনী প্রভাতে নগরে প্রবেশ করিয়া সৈন্যগণকে লুণ্ঠন করিতে অনুমতি দিলেন। আহা! তাদৃশ সম্পত্তিশালী নগরও অল্পকালের মধ্যে ভূমিসাৎ হইল। অবশিষ্ট যাহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কোন কারণবশতঃ পলায়ন দ্বারা আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শত্রু-হস্তে বিনষ্ট হইল। এগ্রিজেণ্টমের উচ্ছেদে সমস্ত সিসিলিদ্বীপ টলটলায়মান হইল। এমত সৈন্য সংগৃহীত হইল না যে শত্রুদিগকে অবরোধ করে। ডায়োনীসিয়স এই সময়ে সিরাকিউজের একাধিপতি ছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

হিমিল্‌কো জয়োল্লাসিতচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হই-
লেন; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন মহামারী উপস্থিত
হইয়া দেশ নির্ম্মনুষ্যপ্রায় করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার
হর্ষাতিশয় বিষাদে পরিণত হইল।

এদিকে সিরাকিউজের একাধিপতি ডায়োনীসিয়সের
মনোগত অভিপ্রায় যে, তিনি সমগ্র সিসিলি দ্বীপে
আধিপত্য স্থাপন করেন। হিমিলকোর সহিত সন্ধি করা
কেবল ছল মাত্র। এই অবকাশে তিনি সৈন্য সংগ্রহ ও
গ্রীস হইতে শিল্পী আনিয়া যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিতে
লাগিলেন। অস্ত্রজাত নির্ম্মিত হইলে তিনি নগরবাসি-
গণকে আহ্বান পূর্ব্বক শত্রুদিগের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতা
জ্ঞাতসার করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগের বিনাশের অনু-
মতি প্রদান করিলেন। তাহারা শ্রবণমাত্রে ক্রোধান্ধ,
অতিমাত্র ব্যগ্র ও শস্ত্রপাণি হইয়া শত্রুদিগকে, যে
যেখানে পাইল, বিনষ্ট করিল। অপরাপর নগরবাসিগণও
তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অনন্তর ডায়োনী-
সিয়স কার্থেজে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহার প্রত্যা-
গমন অপেক্ষা না করিয়া মতিয়ানামক স্থান আক্রমণ
ও তথাকার সমস্ত অধিবাসিগণকে বিনষ্ট করিলেন।

কার্থেজীয়েরা পর বৎসর প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ
করিয়া তৎসমভিব্যাহারে হিমিলকোকে পুনঃপ্রেরণ
করিল। তিনি প্রথমে মতিয়া প্রত্যুদ্ধৃত করিয়া সিসিলিস্থ
প্রায় সমুদয় নগরই আক্রমণ করিলেন। পরিশেষে সিরা-
কিউজও আক্রান্ত হইল। হিমিল্‌কো জয়লাভে এতদূর

নিশ্চিত ছিলেন যে, ত্রিশ দিন কাল কেবল তন্নগরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও দেবালয় সমূহ লুট করিতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তাঁহার সমুদয় আশাই এককালে বিফল হইল। মহামারী কাল স্বরূপ তাঁহার সৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। আর কে কোথায় যায়। আহা! যাহারা কল্য সিরাকিউজের জয়াশায় হর্ষোৎফুল্ল মানসে কালাতিপাত করিতেছিল, অদ্য তাহাদের অনেকেই মহানিদ্রায় আবিষ্ট হইল। আর কে জয় করে, সকলেরই প্রাণ নিয়া টানাটানি। মৃত দেহ রাশীকৃত হইতে লাগিল, পূতি গন্ধে আর কেহই নিকটে তিষ্ঠিতে পারে না। সমগ্র সৈন্য হাহাকারময়। প্রাণভয়ে কেহ কাহাকে সাহায্যও করিতে পারে না। কে কাহাকে দেখে, সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত; সকলেই বিষণ্ণ, হতাশ্বাস ও নিরুৎসুক। আহা! ইহাতেও নিস্তার নাই। ডায়োনীসিয়স্ এই সুযোগে শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হিমিলকো কি করেন, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সিসিলি ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল বটে, কিন্তু আফ্রিক সৈন্যদিগকে রাখিয়া যাইতে হইল। ডায়োনীসিয়স্ তাহাদিগের সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হিমিলকো দেশে গিয়া অপমানভয়ে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেন না, নিজ হস্তেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে আফ্রিকেরা নিজ বন্ধুগণের পরিত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বিনাবিলম্বে দুই

লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কার্থেজ আক্রমণ করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের সেনাপতি ছিল না ও খাদ্য সামগ্রীও নিতান্ত দুষ্প্রাপ হইয়া উঠিল। সুতরাং সকল তাড়ম্বরই বিফল হইল। কার্থেজ এই বিপদ্ পরম্পরা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সিসিলি আক্রমণে মেগোকে প্রেরণ করিল। মেগো তথায় যাইয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় নানা ব্যাজে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে কার্থেজ হইতে যথেষ্ট সৈন্য সহিত কনিষ্ঠ মেগো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিপক্ষ পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। অনন্তর যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহাতে কার্থেজীয়দিগের অধিকৃত সমুদায় স্থানই তাহাদিগের অধিকারে রহিল।

খৃঃ পূঃ ৬৬৮ অব্দে ডায়োনীসিয়স্ বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র কনিষ্ট ডায়োনীসিয়স তৎসিংহাসনে অধিরূঢ হইলেন। কিন্তু অত্যন্ত অত্যাচায় করাতে প্রজাগণ তাঁহাকে নগরবহিষ্কৃত করিল। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াও বৈরনির্যাতনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে নগরবাসী কতিপয় ব্যক্তি ইসেটসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের পরস্পর বিবাদে নগরে মহতী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এদিকে কার্থেজীয়েরাও এই সুযোগে আক্রমণ

করিল। সিরাকিউজবাসিগণ চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া করিন্থীয়দিগের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। সুবিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র টাইমোলিয়ন করিন্থ হইতে প্রেরিত হইলেন। তিনি আগমন মাত্রেই ডায়োনীসিয়স্‌কে পরাভব করিলেন। ডায়োনীসিয়স্‌ করিন্থে পলায়ন করিয়া শিক্ষকতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। টাইমোলিয়ন মেগোর সহিত সাক্ষাৎ যুদ্ধে অসমর্থ হইয়াও বুদ্ধি কৌশলে এরূপ কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, মেগোকে বিস্বাসঘাতকতাপবাদ শঙ্কা করিয়া পলায়ন করিতে হইল। দেশে গিয়াও তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এদিগে ইসেটস্‌ও অল্প কাল মধ্যে পরাভূত হইলেন। কার্থেজীয়দিগের পুনরাক্রমণও বৃথা হয়; কেবল এই মাত্র ফল দর্শে যে, তাহাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত জনপদসমূহের অধিকাংশেরই স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইল। টাইমোলিয়ন্‌ সিরাকিউজের বাহ্য শত্রু নিপাত করিয়া তাহার অন্তরুন্নতির বিষয়ে যত্নবান্‌ হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিন পরেই (খৃঃ পূঃ ৩৩৭ অব্দে) তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর এই দ্বীপে এগাথক্লিস নামে এক জন লোকাতীত মেষপাল অসামান্য শৌর্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন কিন্তু সে সমস্ত বিষয় এবং সিসিলি ও কার্থেজের রোম রাজ্যে অন্তর্ভাব পর পরিচ্ছেদের অভিধেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ; আলেক্‌জণ্ডরের মৃত্যু হইতে য়ীশুখৃষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত।

আলেকজণ্ডরের পুত্রের রাজ্যাভিষেক—আলেকজণ্ডরের সাম্রাজ্যের প্রথম বিভাগ। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—তাঁহার সেনাপতিগণের পরস্পর বিবাদ—টলেমি, ক্যাসণ্ডর, সিলিউকস ও লিসিমেকসের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্য বণ্টন।

তৎকালপরিচিত পৃথিবীমধ্যে রোমরাজ্যের আধিপত্য সংস্থাপন বিষয়ক ঘটনা সকল নির্দ্দেশ করাই এই পরিচ্ছেদের অভিধেয়। আলেক্‌জণ্ডরের সেনাপতিগণ তাঁহার সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলে বিভক্ত প্রদেশ সকল ক্রমে ক্রমে রোমরাজ্যে বিলীন হয়। অতএব প্রথমতঃ সংক্ষেপে ঐ সমস্ত প্রদেশের স্বতন্ত্র বিবরণ উল্লেখ, এবং তৎপরে রোমের ইতিহাসের সঙ্গে উহাদের রোম রাজ্যে অন্তর্ভাব নিরুপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

আলেক্‌জণ্ডর কাহাকেও উত্তরাধিকারী করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা কর্ত্তব্য বিনির্দ্ধারণার্থ সমবেত হইলেন, তখন সকলের মনেই ভোগলালসা স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; একজন উপযুক্ত ব্যক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করে এরূপ কাহারো অভিপ্রায় ছিল না; সুতরাং তাঁহারা পার্ডিকস্‌কে রাজপ্রতিনিধি করিয়া আলেক্‌জণ্ডরের বৈমাত্রেয় ও একটী শিশুপুত্রকে নরপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন,

এবং রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সকল আপনারাই বিভক্ত করিয়া লইলেন। মিসর দেশ টলেমিকে প্রদত্ত হইল। লিয়নেটস্ মিসিয়া দেশ গ্রহণ করিলেন। আণ্টিগোনস্ ফ্রীজিয়া, লীসিয়া এবং পাম্ফীলিয়া এই তিন দেশের অধিকারী হইলেন। লিসিমেকসের অংশে থ্রেস্, আণ্টি-পেটর ও ক্রেটরসের অংশে মাসিডোনিয়া এবং সাহসিক ইউমিনিসের অংশে অসমগ্রবিজিত কাপাডোসিয়া দেশ পতিত হইল। এই সকল সেনাপতি সেই প্রবলপ্রতাপ ও রাজনীতিনিপুণ আলেকজণ্ডরের শাসনাভাবে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর ব্যক্তির বিষয় অধিকার করিবার জন্য নিতান্ত সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

এই বিভাগের অব্যবহিত পরেই আলেকজণ্ডরের মৃত্যুর দুই বৎসর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে কালবিলম্ব হইয়াছিল যথার্থ বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঈদৃশ সমারোহে কোন ব্যাপারই সমাহিত হয় নাই। তাঁহার কতকগুলি সহযোদ্ধা সশস্ত্রে বাবিলন হইতে মিসরদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার মৃতদেহের অনুগমন করে। আলেক্‌জণ্ড্রিয়া নগরে তাঁহার সমাধি হয়। ঐ নগর তাঁহার একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সমাধির নিমিত্ত তদপেক্ষা উপযুক্ত স্থান আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সময়ে অনেক রক্তপাত হইবে। তাঁহার ঐ অনুমান নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার

মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ হইয়া বিংশতি বৎসর কাল এরূপ রক্তারক্তি আরম্ভ করে যে, ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে তাদৃশ অল্পকালমধ্যে এতদূর তুমুল কাণ্ড আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই দীর্ঘকালিক যুদ্ধে পার্ডিকস্ ও ক্রেটরসের প্রাণ বিয়োগ হয়।

পার্ডিকসের মৃত্যুর পর মাসিডোনিয়ার শাসনকর্ত্তা আণ্টিপেটর রাজপ্রতিনিধি কার্য্যে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন প্রদেশ সকলের পুনর্বিভাগ হইল। বাবিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল সিলিউকস্‌কে প্রদত্ত হয়। তিনিও আলেকজণ্ডরের এক জন সেনাপতি ছিলেন। আণ্টিগোনস্ কিয়ৎকাল ইউমিনিসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া এককালে সমস্ত আসিয়ামাইনর আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে টলেমি সারিয়া ও পালেষ্টিন অধিকার করিয়া স্বরাজ্য বিস্তৃত ও নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই আণ্টিপেটরের মৃত্যু হয়। তিনি স্বীয় পুত্র ক্যাসণ্ডরকে রাজপ্রতিনিধি না করিয়া পলিস্পার্কনের উপর সেই গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া যান। ক্যাসণ্ডর কেবল সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এদিকে ইউমিনিস্ বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও আলেকজণ্ডরের বংশীয়দিগের সমস্ত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে লাগিলেন. আণ্টিগোনস্‌ও নিয়ত তাঁহার রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইয়া অতি প্রবল শীতের সময়ে তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাজয় করেন।

পরিশেষে ইউমিনিস্ স্বীয় অবাধ্য ও বিশ্বাসঘাতক সৈন্য-গণ কর্ত্তৃক বিষম শত্রুহস্তে সমর্পিত হইলেন এবং তাহা-দিগের নিষ্ঠুর প্রহারে অতি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিলেন। আলেকজণ্ডরের সেনাপতিবর্গের মধ্যে, কি রণনৈপুণ্যে, কি শান্তিগুণে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিচক্ষণ ছিলেন।

ইউমিনিসের পতনে আণ্টিগোনস্ প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারে অরাতিশূন্য হইতে পারেন নাই। অশীতিবর্ষাধিক বৃদ্ধ হইয়াও তিনি যুবার ন্যায় দুরাশাপরবশ ছিলেন। অধিক কি, তাদৃশ পরিণত বয়সে স্বীয় প্রভু আলেকজণ্ডরের মত বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপনে তাঁহার বিশেষ যত্ন দৃষ্ট হইত। তাঁহার এবং তদীয় চপলমতি সাহসিক ও কার্য্যদক্ষ তনয় ডিমেট্রিয়সের এই দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিবার জন্য অবশিষ্ট চারি জন সেনাপতি একমতাবলম্বী হইলেন। টলেমি প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করিয়া গাজা নামক নগরে ডিমেষ্ট্রিয়স্কে পরা-জয় করেন। কিন্তু এই জয়লাভে তাঁহার লাভ না হইয়া বরং অনিষ্ট হইয়াছিল। কারণ এই অবসরে আণ্টিগো-নস্ পালেষ্টিন ও সীরিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া টায়র নগরী রোধ করেন। চতুর্দ্দশ মাস অবরোধের পর এই নগর অধিকৃত হয়। এইরূপ অনৈক্যে চারি বৎসর অতীত হইল। পরে আণ্টিগোনস্ সিলিউকস্ ভিন্ন অপর শত্রুদিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধির নিয়ম এই যে, যে প্রদেশ যাঁহার অধিকারে আছে, তাহা

তাঁহারই থাকিবে, গ্রীস দেশীয় নগর সকল স্বাধীন হইবে, এবং আলেকজণ্ডরের পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন। কিন্তু এই শেষোক্ত নিয়মই সেই দুর্ভাগ্য বালকের সর্ব্বনাশের নিদান হইয়া উঠিল। এই সন্ধি স্থাপনের পর বৎসরেই ক্যাসণ্ডর তাঁহার এবং তদীয় জননীর প্রাণ বধ করেন এবং আণ্টিগোনসের অভিপ্রেত বিষয়ে সম্মতি দেওয়াতে ক্লিয়োপেট্রা নাম্নী আলেকজণ্ডরের এক ভগিনীকেও এই সঙ্গে বিনষ্ট করেন। এই রূপে মহাবীর আলেকজণ্ডরের মৃত্যুর পর বিংশতি বর্ষ অতীত না হইতেই তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

টলেমি নাবীবলে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠাতে এবং সাইপ্রস্ দ্বীপ অধিকার করাতে পাছে তিনি সমধিক পরাক্রান্ত হন এই আশঙ্কায় আণ্টিগোনস্ তাঁহার সহিত পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার পুত্র ডিমেট্রিয়স্ সাইপ্রস্ দ্বীপে মহাপৌরুষে টলেমিকে পরাজয় করেন। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। অনন্তর আলেকজণ্ডরের কেহই জীবিত না থাকাতে ডিমেট্রিয়স্ রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। অপর শাসনকর্ত্তারাও স্ব স্ব প্রদেশে তাঁহার এইদৃষ্টান্তের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যে আণ্টিগোনস্ ও ডিমেট্রিয়স্ মিসর দেশে যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং জয়লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া টলেমির সপক্ষ রোড্স্ নগর অবরোধ করেন। এই নগর বাণিজ্য দ্বারা সাতিশয় সমৃদ্ধ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; তৎকালে ইহা গ্রীসদেশীয়

নগর সমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। অত্রত্য অধিবাসীরা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ডিমেট্রিয়সের আক্রমণ হইতে আপনাদিগের নগর রক্ষা করিয়াছিল। ডিমেট্রিস্ও বিফলপ্রয়াস ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, আথেন্সীয়েরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, এই ছলে তথা হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ গ্রীকেরা তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক, মাসিডোনিয়ার জয়জন্য সজ্জিত সেনাদলের অধীনেতৃত্বপদে নিযুক্ত করে। তিনিও গ্রীস্‌দেশে ক্যাসণ্ডরকর্ত্তৃক সংস্থাপিত দুর্গ সকল ভেদ করত মাসিডোনিয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন ইত্যবসরে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আণ্টিগোনস্ ও তাঁহার পুত্র ডিমিট্রিয়স্‌কে এককালে বিনষ্ট করিবার মানসে সিলিউকস্ ও লিসিমেকস্ টলেমি ও ক্যাসেণ্ডরের সহিত মিলিত হইলেন। পরে খৃঃ পূঃ ৩০১ অব্দে ফ্রাজিয়া দেশে ইপ্সাস্ নামক স্থানে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে এক ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আণ্টিগোনস্ হত হন। তাঁহার সহিত তাঁহার রাজ্যও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে লিসিমেকস্ ও সিলিউকস্ আপানাদিগের অপর দুই সহযোদ্ধার (টলেমি ও ক্যাসণ্ডরের) সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই বিজিত আণ্টিগোনসের রাজ্য আপনারাই দুই জনে বিভক্ত করিয়া লইলেন। টরস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত আসিয়ামাইনর লিসিমেকসের এবং ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ সকল সিলিউকসের হইল। ডিমিট্রিয়স্ জলযান-

সহকারে গ্রীসে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন। সে সমস্ত মাসিডোনিয়া ও গ্রীসদেশের ইতিহাস মধ্যে প্রকটিত হইবে।

এই রূপ বিংশতি বৎসর বিবাদের পর আলেক্‌জণ্ডরের চারি জন সেনাপতি তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া লইলেন। টলেমি মিসর, ক্যাসণ্ডর, মাসিডোনিয়া, সিলিউকস্ টরসের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল, এবং লিসিমেকস ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ সমুদয় প্রদেশ ও থ্রেস অংশে প্রাপ্ত হইলেন। এতাবৎকাল আলেক্‌জণ্ডরের অধিকৃত হতভাগ্য দেশ সকলকে অবিশ্রান্ত নানা উপদ্রব ও নিগ্রহ সহন করিতে হইয়াছিল, কোন দেশই পরিশ্রমের সুখময় ফল ভোগে সমর্থ হয় নাই। আলেক্‌জণ্ডরের সাম্রাজ্য এই রূপ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণ দৌরাত্ম্যের অনেক হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্য প্রবহমাণ থাকাতে উহারা একে একে পরাক্রান্ত রোমরাজ্যের কুক্ষিস্থ হইল। এক্ষণে আমরা, যাবৎ রোমরাজ্যে অন্তর্ভূত না হয়, প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।
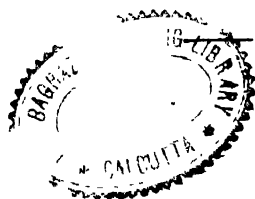
সিলিউকসের রাজ্য।

সিলিউকসের সাম্রাজ্য স্থাপন—তাঁহার ভারতবর্ষ যাত্রা—চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি—আণ্টিওক নগরে রাজধানী স্থাপন—সিলিউকসের সংহার-১ম আণ্টিওকস্—২য় আণ্টিওকস্—পার্থিয়া ও বাক্‌ট্রিয়ার বিদ্রোহ—২য় সিলিউকস—৩য় সিলিউকস—মহাবীর আণ্টিওকস—তাঁহার চতুর্দ্দিকে যুদ্ধযাত্রা—আসিয়ামাইনর হস্তান্তরিত—এপিফেনিস—তাঁহার অনুচিত ধর্ম্মানিষ্ঠতা—য়িহূদিদিগের বিদ্রোহ—সিলিউকসেররাজ্য রোমরাজ্যের অন্তর্গত।

খৃঃ পূঃ ৩১২ অব্দে সিলিউসিডিদিগের রাজ্য পশ্চিম আসিয়ায় সিলিউকস কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই দেশটী একপ্রকার বলপূর্ব্বকই অধিকৃত হয়, সুতরাং ইহা শাসন করিয়া উঠা সামান্য পুরুষের কার্য্য নহে। ভাগ্যক্রমে সিলিউকসও বিলক্ষণ শৌর্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং তদুপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, অকসস্ ও পারস্য উপসাগর এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিপতি হইয়া বসিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে বহু সৈন্য সহিত ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। কিন্তু গঙ্গার ধার অবধি আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং পাঁচশত হস্তী পাইয়া, ভারতবর্ষে যে যে প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধু নদী স্বরাজ্যের শেষ সীমা নির্দ্ধারিত করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০১ অব্দে ইপ্সসের সংগ্রামে আণ্টিগোনসের পতনে সিলিউকসের রাজ্য প্রায় দ্বিগুণিত হইল। তিনি

টাইগ্রিসের তীর হইতে রাজধানী উঠাইয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আণ্টিওক নগরে স্থাপিত করিলেন। এই পরিবর্ত্ত তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর হয় নাই। কারণ রাজা সূর্য্যের ন্যায় মধ্যস্থলে থাকিলেই সমধিক প্রতাপান্বিত হয়েন। তিনিও যেমন পশ্চিমাভিমুখ হইলেন, তেমনি পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব্বদিক্‌স্থ প্রদেশ সকলে তাঁহার প্রাতাপের ন্যূনতা হইতে লাগিল। তিনিও স্বয়ং পশ্চিমরাজ্যের গোলযোগে জড়িত হইলেন। তাঁহার রাজ্য প্রজাগণের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছিল। তাহারা অষ্টাদশবৎসর স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। তিনি অনেক নগর নির্ম্মাণ ও বাণিজ্য বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদান করেন। পরিশেষে ত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর যখন মাসিডন জয় করিতে গমন করেন, সেইকালে পথিমধ্যেই হত হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার রাজ্যেরও প্রতাপ অন্তর্হিত হইল।

তাঁহার পুত্র আণ্টিওকস্ ঊনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বিথীনিয়া পরাজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাকার রাজা এতদ্দর্শনে গল্‌দিগকে আহ্বান করিয়া আসিয়ামাইনরের অন্তর্গত গালেসিয়া প্রদেশে অধিষ্ঠাপিত করিলেন। আণ্টিওকস্ তাহাদিগকে রণে পরাজয় করিলেও তথা হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন না। ১ম আণ্টিওকসের মৃত্যুর পর ২য় আণ্টিওকস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি সাতিশয় স্ত্রীপরতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়সুখে মজ্জিত ছিলেন। এইরূপ ঘটাতে পার্থিয়া

ও বাক্‌ট্রিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং উভয় প্রদেশই স্বাধীন হইল। তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ২য় সিলিউকস্ রাজ্যাধিরূঢ হইয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি পার্থিয়ার পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত তথায় কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৩য় সিলিউকস্ তিন বৎসর রাজ্য করিয়া বিষপ্রয়োগে তনুত্যাগ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মহাবীর আণ্টিওকস্ রাজাসনে আসীন হইলেন। তিনি পারস্য ও মীডিয়ার বিদ্রোহী সরদারদিগকে পরাজিত করিয়া মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মিসরের রাজারা তাঁহার নিকট সীরিয়া প্রদেশ কাড়িয়া লয়। সেই ক্রোধে তিনি মিসরাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যাহা হউক, তিনি রেফিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি পশ্চিম আসিয়াভাগে বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে পার্থিয়া ও বাক্‌ট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। এই প্রযত্নের নিষ্ফলতাদর্শনে ভগ্নচিত্ত না হইয়া তিনি ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যদিও তিনি তথায় কিছু করিতে পারিলেন না, তথাপি এতদ্দ্বারা পূর্ব্বরাজ্য তাঁহার পুনরায়ত্ত হইল; কেবল যাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইল। অনন্তর মাসিডনের রাজা ফিলিপের সহিত মিত্রতা করিয়া সীরিয়া

ও ফিনীসিয়া হইতে মিসররাজ টলেমিকে দূরীকৃত করিলেন। এইরূপে তিনি রোমীয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট হইলেন। তাহারা এক্ষণে পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার করিতেছিল। এদিকে রোমের দারুণ শত্রু মহাবীর হানিবল আণ্টিওকসের নিকট শরণাপন্ন হইলেন ও রোমের উন্নতি প্রতিরোধ করিবার আশয়ে ইটালিতে গিয়া যুদ্ধ করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আণ্টিওকস্ অল্পবুদ্ধিতাপ্রযুক্ত তাঁহার প্রস্তাব সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর রোমীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও তাঁহাকে পরাজিত করিল। তিনি কি করেন, রোমীয়েরা যে সব করারে সন্ধি করিতে চাহিল, তাঁহাকে অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সমস্ত আসিয়ামাইনর অর্থাৎ টরসপর্ব্বতের পশ্চিম হইতে সমুদ্রতীরপর্য্যন্ত প্রদেশ সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, দশ বৎসর কাল ইয়ৎসংখ্যক টাকা প্রদান করিতে হইবে। হানিবলকে উপস্থিত করিতে হইবে, এবং তাঁহার পুত্রকে বন্দীস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে প্রস্তাবিত হইল। রোমীয়েরা আসিয়ামাইনর প্রদেশ তাহাদিগের মিত্র, আণ্টিওকসের পরম শত্রু, পার্গেমস্ প্রদেশের অধিপতিকে প্রদান করিল। আণ্টিওকস্ সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর হত হন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র ৪র্থ সিলিউকস্ নিস্তেজে সুতরাং কুশলে এগার বৎসর রাজত্ব করেন। রোমের অপ্রতিহত প্রতাপে কাহার সাধ্য মস্তক উন্নত করে? অনন্তর এপিফেনিস্ তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইনি

রোম নগরে শিক্ষিত হন। এপিফেনিস্ ইজিপ্টবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং রোমীয়েরা হস্তক্ষেপ না করিলেও তাহাদিগকে জয় করিতে পারিতেন। তিনি বিজাতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠতাপ্রযুক্ত নিজ রাজ্য মধ্যে গ্রীক্ পৌত্তলিকতা স্থাপিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইহাতে য়িহুদিরা বিদ্রোহী হইয়া অনায়াসে আপনাদিগের স্বাধীনতা স্থাপন করিল। এপিফেনিস্ খৃঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অতঃপর সিলিউসিডি রাজ্যের ইতিহাস কেবল আভ্যন্তরিক বিবাদ, সাম্প্রদায়িক ও পারিবারিক কলহ ও অন্যান্য ভয়াবহ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। ঐ সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে কষ্ট দিবার আবশ্যকতা নাই। এমন কি, পরিশেষে সুবিস্তৃত সিলিউসিডি রাজ্যের কেবল সীরিয়া ও ফিনীসিয়া মাত্র অবশিষ্ট রহিল; এবং রোমীয়েরা ইহা আর জয় করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া খৃঃ পূঃ ৬৪ অব্দে রোমরাজ্যের অন্তর্গত করিল।

মিসর (ঈজিপ্ট)

১ম টলেমি—তাঁহার কল্যাণকর রাজত্ব ও বিস্তৃত বিজয়—২য় টলেমি—ঈজিপ্টের বাণিজ্য—রাজসভার বাহ্যাড়ম্বর—৩য় টলেমি—তাঁহার দিগ্বিজয়—তাঁহার মরণে রাজ্যের পরিবর্ত্তন—একশতপঞ্চাশবৎসর বিশৃঙ্খলতা—রোমীয়দিগের প্রভাববৃদ্ধি—ক্লিওপেট্রা—ঈজিপ্টের রোমরাজ্যে অন্তর্ভাব।

আলেক্জণ্ডরের সাম্রাজ্য বিভাগকালে ঈজিপ্ট তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি টলেমির অংশে পতিত হয়। এই

দেশ দুইশত বৎসর কাল পারস্যদিগের অত্যাচারে অবসন্ন হইয়া টলেমিদিগের সময়ে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকারকালে ইহা একটী প্রধান রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। চতুর্দ্দিকে ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং ইহা সাহিত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। প্রথম টলেমি আলেকজণ্ডরের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্যের স্থাপন, রক্ষণ ও অলঙ্করণের উপযুক্ত লোক। তিনি রাজ্যে অধিরোহণ করিয়া ঈজিপ্টের সার আবিষ্করণে যত্নবান্ হইলেন এবং আলেক্জণ্ড্রিয়া নগরকে রাজধানী করিলেন। তিনি এই নগরকে প্রতিবেশী জাতিগণের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান করিতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তিনি সঙ্কল্পিত বিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, কিয়ৎকাল মধ্যে আলেক্জণ্ড্রিয়া টায়র নগরকেও অতিক্রম করিয়া বসিল। টলেমি দুইবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু তাহাদিগকে কেবল পরাজয় করিয়াছিলেন এরূপ নহে, বাহুবলে ফিনীসিয়া, জুডিয়া, ও সাইপ্রস্ স্বরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করেন। ঐ সকল প্রদেশ-একশত বর্ষ ঈজিপ্টরাজ্যের অন্তর্গত থাকে। টলেমি সাইরীন ও তন্মধ্যবর্ত্তী লিবিয়া প্রদেশ জয় করিয়া আফ্রিকায়ও রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি সপ্ত ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র ২য় টলেমি রাজমুকুট ধারণ করিয়া ষট্ ত্রিংশৎ বৎসর কুশলে রাজ্য করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার শাসনসময়ে ঈজিপ্ট অসাধারণ সামুদ্রিক

প্রভুতা লাভ করে এবং উহার অভ্যন্তর সমৃদ্ধিরও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বৃদ্ধি হয়। আলেক্জণ্ড্রিয়ার বাণিজ্য স্থলপথে আসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যভাগে, উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূল-বর্ত্তী সমস্ত প্রদেশে, ও দক্ষিণে আরব উপসাগর দিয়া ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে সুবিস্তৃত হইতে লাগিল। নূতন নূতন বন্দর ও কৃত্রিম খাল প্রস্তুত হওয়াতে বাণিজ্যের ক্রমশঃ এত সুবিধা হইয়া উঠিল যে, প্রতি বৎসর বা-ণিজ্য দ্রব্যের উপর চারি কোটি টাকা কর আদায় হইত এবং তদ্দ্বারাই সমস্ত রাজ্যকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। যাহা হউক, প্রথম টলেমির পরিমিতাচার প্রভৃতি সদ্গুণ ২য় টলেমির সময় ক্রমেই অদৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং স্ত্রৈণতা বাহ্য জাঁক জমক প্রভৃতি দোষজাল অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় রাজ্যে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

তৃতীয় টলেমি খৃঃ পূঃ ২৪৬ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় টলেমির কুশলময় নীতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে বাক্‌ট্রিয়া পর্য্যন্ত এবং আফ্রিকায় ইথিয়োপিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ পরাজিত করিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সমস্ত বিজয়ই বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছিল। সময়ের কি পরিবর্ত্তনীয়তা! একশত বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে পরদেশ সংসর্গের নাম করাও লোকে পাপজনক বিবেচনা করিত, সেই দেশ এখন (টলেমিদের সময়ে) বাণিজ্যের সর্ব্ব প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইল।

তিন টলেমির সময়ে ঈজিপ্ট নিরতিশয় সৌভাগ্যশালী

ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। কিন্তু তৃতীয় টলেমির মৃত্যুতে ঈজিপ্টের সৌভাগ্যসম্পৎ ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। শাসনপ্রণালীর সাংঘাতিক পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইল। স্ত্রৈণতা, লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ সমূহ রাজসভার অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিল। এমন কি, দেড়শত বৎসর কাল ঈজিপ্টের ইতিহাস কেবল ব্যভিচার, বিবিধ উপদ্রব ও নানা প্রকার কুৎসিত ঘটনায় পরিপূর্ণ। এদিকে, যেমন ঈজিপ্ট রাজ্যের প্রভাব ক্ষীণক্ষীণ হইতেছিল, তেমনি রোমের প্রভাব ক্রমশঃ অত্যুন্নত হইতে লাগিল। পরিশেষে ঈজিপ্ট রোমের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইল। ইহার বিদেশীয় অধিকার সকল ক্রমে ক্রমে রোমীয়দিগের হস্তে পতিত হইল। পরিশেষে ক্লিওপেট্রা নিস্তেজ রাজমুকুট ধারণ করিলেন। তিনি তৎকালের সুন্দরী রমণীগণের অগ্রগণ্যা ও বিলক্ষণ কলাকুশলা ছিলেন। তাঁহার চরিত্র তাদৃশ বিশুদ্ধ ছিল না। তিনি আপন মোহিনী শক্তি প্রভাবে সীজর ও আণ্টনিকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অগষ্টসের কিছু করিতে না পারিয়া তৎকর্ত্তৃক রোমে নীত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে অবমানিত হইবার ভয়ে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ঈজিপ্ট সুতরাং রোম রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।

ঈজিপ্টে গোলযোগের সময় কেবল রাজধানী আলেক্জণ্ড্রিয়াতেই যত কলহ ও বিবাদপরম্পরা সংঘটিত হয়। বহিঃপ্রদেশ সমুদায় অপেক্ষাকৃত কুশলে ছিল। রোম নগরী সমস্ত পরাজিত দেশের ধনে পরিপূর্ণ হইয়া অমরা-

বতীর ন্যায় সমৃদ্ধি শালিনী হইতে লাগিল। এদিকে আলেকজণ্ড্রিয়া সন্নিবেশ স্থান গুণে বাণিজ্যের প্রধান আস্পদ হইল। স্বাধীনতালাভ ও বাণিজ্য বিষয়ে সুশৃঙ্খলতা নিবন্ধন ইহার সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। ভূমধ্যসাগরে এই নগরেরই সামুদ্রিক প্রভুতা রহিল। এমন কি, আলেকজণ্ড্রিয়া রোম ব্যতীত আর কোন নগরীর নিকট ন্যূন ছিল না, প্রত্যুত অন্যান্য যাবতীয় নগরী অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যশালী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে লাগিল।

মাসিডন্ ও গ্রীস্।

আণ্টিপেটর—গ্রীক্‌দিগের বিদ্রোহ—ডিমস্থিনিস—গ্রীকদিগের পরাভব-আণ্টিপেটরের হিতজনক রাজত্ব—ক্যাসণ্ডর ও পলিস্‌পার্কন—ডিমেট্রিয়স ফেলিরিয়স—আলেকজাণ্ডারের পরিবারগণের বিনাশ—আণ্টিগোনসের পুত্র ডিমেট্রিয়সের রাজ্য প্রাপ্তি—তাঁহার মৃত্যু-লিসিমেকস ও পিরস—আণ্টিগোনস গনেটস, মাসিডনের রাজা—একিয ঐক্যবন্ধ (একিয়ান লীগ) ২য় ডিমেট্রিয়স—আণ্টিগোনস ডোসন ফিলিপ—রোমানদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ—অকার্ত্তিকর সন্ধি—ফিলিপের পুত্র ডিমেট্রিয়সের যন্ত্রণায় মৃত্যু—পার্সিয়স—রোমানদিগের নিকট তাঁহার পরাভব—রোমরাজ্যে মাসিডনের অন্তর্ভাব।

আলেকজণ্ডরের মৃত্যুর পর আণ্টিপেটর মাসিডনের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে গ্রীক সাধারণ তন্ত্র সমুদায়ে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলনোন্মুখ হইয়াছিল; অগ্নি নির্ব্বাণের ভার আণ্টি-

পেটরের উপর সমর্পিত হয়। গ্রীসীয়েরা আলেকজেণ্ডরের মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে মত্ত প্রায় হইয়া আপনাদিগকে মাসিডনরাজ্যের অধীনত্ব শৃঙ্খলা হইতে উন্মুক্ত করিবার মানসে তখনকার প্রধান বক্তা ও মাসিডোনিয় রাজান্ববায়ের স্থির শত্রু, নির্ব্বাসিত ডিমস-থিনিস কে পুনরাহ্বান করিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসীরা অচিরকাল মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লিয়স্থিনিসের উপর অধ্যক্ষতা ভার প্রদান করিলেন। লিয়স্থিনিস আণ্টিপেটরকে পরাজিত করিলেন। তিনি পরিশেষে লেমিয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছু কাল এই স্থানে অবরুদ্ধ থাকিয়া এক দিবস কৌশল ক্রমে পলায়ন করিলেন। শত্রুরা এই সময়ে লিয়স্থিনিসের মরণে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অনন্তর আণ্টিপেটর লিয়োনেটসের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু গ্রীক সৈন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে পরাজিত করিল। গ্রীকেরা জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের এই জয়লাভই সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিল। অনেকে উল্লাসে উদ্বেল হইয়া সৈন্য ছাড়িয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক মহোৎসবে মত্ত হইল; আর যাহারা শিবিরে থাকিল, জয় হর্ষে তাহাদিগকেও বিহ্বল ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল।

কিছুদিন পরে (খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে) ক্রেটরস্ আণ্টিপেটরের সহায্যার্থে আসিয়া হইতে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মাসিডনে উপনীত হইলেন। গ্রীকেরা সহজে পরাজিত হইল। অধীনতাপাশ তাহাদিগের গলে দ্বিগুণ বদ্ধ

হইল। আণ্টিপেটর আথেনসের প্রতি অত্যন্ত নীচ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন; তত্রত্য প্রধান লোক সকল নির্ব্বাসিত হইলেন, প্রজাতন্ত্র সমূলে উৎপাটিত হইল এবং সর্ব্বত্র মাসিডোনিয় শাসনপ্রণালী প্রবাহিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,আণ্টিপেটরের সময় সমস্ত প্রদেশ এরূপ নির্ব্বিবাদে ও কুশলে ছিল যে, তিনি গ্রীসের পিতা ও প্রতিপালক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইটালীয়েরা কিছুকাল কষ্ট দেয়, কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনন্তর আণ্টিপেটর আসিয়ায় যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি লোক যাত্রা সম্বরণ করেন। মরিবার সময় তিনি পলিস্পারর্কনকে আপনার পদ প্রদান করিয়া যান। তাঁহার পুত্র ক্যাসণ্ডর কেবল সেনাদলের অধ্যক্ষতার ভার মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্যাসণ্ডর নিসর্গতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও, যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলিস্পার্কনকে অধিনায়কতাপদ প্রদান করিয়া গেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিলেন। পলিস্পার্কন্ আণ্টিপেটরের প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত গ্রীসীয় নগর সমুদায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে আথেন্সীয়দিগের হৃদয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। তাহারা আহ্লাদে উদ্বেল হইয়া পরম ধার্ম্মিক, তৎকালের ললামভূত ফোসিয়নকে বিনষ্ট করিল। ক্যাসণ্ডর ইত্যব-

সরে গ্রীসে উপস্থিত হইলেন। পলিস্পার্কন্ আপন পুত্র আলেক্‌জণ্ডরকে কিয়দংশ সৈন্যের ভারার্পণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। পিলপনিসসের প্রায় সমস্ত প্রদেশই তাঁহার বশীভূত হইল, কেবল মেগালোপোলিস্ শাসিত হইল না। তিনি অত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট পরাভূত হওয়াতে মাসিডনে প্রতিগমন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। এই অবসরে ক্যাসণ্ডর গ্রীসের অধিপতি হইয়া বসিলেন এবং ডিমেট্রিয়স ফেলিরিয়স্‌কে আথেন্সের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহার শাসন কালে নগরবাসিগণ পরম সুখে কাল যাপন করত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই ঘটনার অনধিক কাল পরেই মহাবীর আলেক্‌জণ্ডরের পরিবারবর্গের ধ্বংস হয়। তাঁহার জননী উদ্ধতপ্রকৃতি, দুর্ব্বিনেয়া ওলিম্পিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় আরীডিয়স ও মহিষীকে বিনষ্ট করিলেন। অনতিবিলম্বে এই দুর্ব্বৃত্তা নারী পীড্‌না নামক স্থানে অবরুদ্ধ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পাতিত হইলেন। অধিক কি, তাঁহাকে অশ্বমাংসে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে ক্যাসণ্ডরের হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। ক্যাসণ্ডর ইহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া আলেক্‌জণ্ডরের শেষ পক্ষের সংসার রগজনা এবং শিশু সন্তানকে স্বহস্তে সংহার করিলেন এবং তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র হর্কিউলিস্‌কে উৎকৃত্ত করিবার নিমিত্ত পলিস্পার্কনকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। আলেক্‌জণ্ডরের বংশ নিঃশেষ করিয়া ক্যাসণ্ডর আপনাকে নিরুপদ্রব

করিবার নিমিত্ত অনেক যুঝিয়াছিলেন; পরিশেষে কুপ্‌সসের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গ্রীসে বদ্ধমূল ও নিষ্কণ্টক হইলেন। এই যুদ্ধে আণ্টিগোনসের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি পরাজিত হইয়া নাবী সহকারে আত্মরক্ষা করেন।

ক্যাসণ্ডর গ্রীস ও মাসিডনে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি তিনটী সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফিলিপ্‌ অল্পকাল মধ্যেই পিতাব অনুগামী হন। অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে কে রাজা হইবে এই লইয়া ঘোরতর বিবাদ ও রক্তারক্তি উপস্থিত হয়। এই সুযোগে আণ্টিগোনসের পুত্র ডিমেট্রিয়স সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। এইরূপে আণ্টিপেটরের বংশ শেষ হইল। এদিকে (খৃঃ পূঃ ২৯৪ অব্দে) আণ্টিগোনসের বংশ, যাহাদিগের ইপ্‌সসের যুদ্ধে সমুদায় আশা ভরসা একেবারে গিয়াছিল, পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হইল। ডিমেট্রিয়স সাত বৎসর রাজাসনে আসীন ছিলেন। তিনি এই কাল মধ্যে লব্ধ প্রশমনে মনোনিবেশ না করিয়া অধ্রুব সাধনে নিয়ত তৎপর ছিলেন। দুরাকাঙ্ক্ষানোদিত হইয়া অবশেষে তিনি আসিয়াজয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন, কিন্তু স্বীয় শ্বশুর বাবিলনরাজ সিলিউকস কর্ত্তৃক পরাজিত ও যাবজ্জীবন বন্দীকৃত হইলেন।

এক্ষণে মাসিডনের সিংহাসন গ্রহণার্থ দুই জন অগ্রসর; এক দিকে থ্রেসরাজ লিসিমেকস্‌ অন্য দিকে আলেক্‌জণ্ডরের কুটুব, এপিরসের অধিপতি পিরস্‌। সুতরাং দুই

জনে সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলেন; লিসিমেকস্ জয়লাভ ক-
রিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু সিলিউকসের প্রতি
ঘৃণাই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। দুর্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত তিনি
বাবিলনরাজের সহিত রণ প্রবৃত্ত হইয়া খৃঃ পূঃ ২৮২ অব্দে
সমরশায়ী হইলেন। আসিয়াধিপতি সিলিউকস্ অহঙ্কারে
অন্ধপ্রায় হইয়া আপনাকে মাসিডনের রাজা বলিয়া প্র-
চার করিয়া দিলেন। কিন্তু ইউরোপে পদার্পণ করিবার
কিছুকাল পরে লিসিমেকসের এক জন কুটুম্ব তাঁহাকে
কৃতান্ত সদনে প্রেরণ করিল। ইনি গরম হইয়া সিংহাসনে
না বসিতে বসিতেই গল্‌বাসারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া
পরাজিত ও সমরশায়ী করিল। অনন্তর তাহারা ডেলফির
মন্দির আক্রমণ করেঃ কিন্তু ঐ স্থানের দুরাক্রম্যতা প্রযুক্ত
তাহাদিগকে বিমুখ হইতে হইল। সাধারণ লোকে বলিতে
লাগিল, দেবতার নিকট বল প্রকাশ; যেমন কর্ম্ম তেমনি
ফল।

মাসিডনের সিংহাসন পুনর্ব্বার পরিশূন্য হওয়াতে ডি-
মেট্রিয়সের পুত্র ও আণ্টিগোনসের পৌত্র আণ্টিগোনস
গনেটস তদধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু গুচাইয়া বসিবার পূর্ব্বেই
পিরস্ ইটালি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত
করিল এবং আপনাকে মাসিডনের রাজা বলিয়া প্রচার
করিয়া দিল। কিন্তু কিছু দিন পরে পিরস পিলপনিসসে যাত্রা
করিয়া আর্গসে প্রবেশ করিবার সময় দৈবাৎ একখানা
টালি মস্তকে পতিত হওয়াতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পির-
সের মৃত্যুর পর আণ্টিগোনস্ পুনর্ব্বার মাসিডনের সিংহা-

সনে অধিরূঢ় হইলেন। ঐ সিংহাসন ষোল বৎসরের মধ্যে দ্বাদশ জন নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। আণ্টি-গোনস্ মাসিডনে চিরশুষ্ক শান্তিতরু পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁহার বংশাবলি, মাসিডন যত দিন রোমরাজ্যের অন্তর্গত না হইয়াছিল, তথায় রাজত্ব করে।

গ্রীসের উত্তরে যৎকালে এই সমস্ত কাণ্ড হইতেছিল, তখন একিয় ঐক্যবন্ধ ক্রমে ভীষণরূপ ধারণ করিতে লাগিল। গ্রীসিয় সাধারণতন্ত্রের বিনিপাতে করিন্থিয় উপ-সাগরের দক্ষিণ কূলবর্ত্তী একিয়া প্রদেশস্থ দশটী নগর পরস্পর রক্ষার্থ একটী ঐক্যবন্ধ করে। আলেক্‌জণ্ডরের সময় গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে ইহা একপ্রকার নিস্তব্ধ ও ইপ্‌সসের যুদ্ধের পর একেবারে বিলুপ্ত হয়। অনন্তর খৃষ্টীয় শকের ২১ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে চারিটী নগর পুনর্ব্বার আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রত্যুদ্ধার ও ঐক্য বন্ধ জাগরিত করিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আবার অন্যান্য নগরও উহাতে যোগ দিল। কালক্রমে সিসিয়ন্, করিন্থ এবং আর্গস্ নগর ও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল; সুতরাং ইহার রূপ এক্ষণে ভীষণ হইয়া উঠিল। আরেটস্ ও ফিলপিমেনের প্রযত্নে ইহার খ্যাতি সর্ব্বতঃ প্রসৃত হয়। এই দুই ব্যক্তি গ্রীসের অবনতি সময়েও একবার ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি উদ্দীপিত করেন। এদিকে গ্রীসের উত্তরবর্ত্তী ইটোপিয়া দেশের অন্তঃপাতী প্রদেশ সমূহ মাসিডোনীয় রাজাদিগের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া আপনাদিগের স্বা-ধীনতা রক্ষার নিমিত্ত খৃঃ পূঃ ৩৮৪ শকে পরস্পর এক ঐক্য-

বন্ধ সংঘটিত করে। একিয়া ঐক্যবন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের অতুল পরাক্রম খাট করিবার নিমিত্ত আণ্টিগোনসের রাজত্বের শেষ ভাগ অতিবাহিত হয়। তিনি এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে ইটোলিয়া সম্প্রদায়ের বিপক্ষ হইলেও তাহাদিগেব সাহায্য প্রার্থনায় সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া খৃঃ পূঃ ২৪৩ শকে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে কলেবর ত্যাগ করেন।

তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ডিমট্রিয়স্ তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি একিয়দিগের আশ্রয় স্থান হইয়া ইটোলিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বারবৎসর রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ২৩৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আপনার পুত্রকে রাজ্য না দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র আণ্টিগোনস ডোসনকে সিংহাসন প্রদান করিয়া যান। আণ্টিগোনসের রাজত্বের অধিকাংশ কালই পুনরুদয়োন্মুখ স্পার্টিয়দিগের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। তাহাদিগকে নিরাকৃত করিবার নিমিত্ত তিনি একিয়দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হন। একাদশ বর্ষ রাজ্য করিয়া তিনি পরলোকগত হইলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় তনয় ফিলিপ তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইনি বিবিধ নৈসর্গিক গুণের অধিকরণ হইয়াও সময় গুণে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম পাঁচ বৎসর ইটোলিয় ও একিয়দিগের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিত সমরেই অতিক্রান্ত হইল। ফিলিপ পূর্ব্বোক্ত বিসম্বাদ পরম্পরা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রোম রাজ্যের ধ্বংসাভি-

লাষী হানিবলের আহ্বানে ও উত্তেজনায় রোমের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোমীয়েরা এককালে দুই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ, সুতরাং তাহারা হানিবলের সহিত সমরাগ্নি অনিবার্য্য দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং ফিলিপকে ক্ষান্ত রাখিবার জন্য গ্রীকদিগের সহিত সন্ধিবন্ধ করিয়া তাহাদিগকে তদ্বিপক্ষে উত্তেজিত করিল। খৃঃ পূঃ ২০৪ অব্দে রোমের মধ্যস্থতায় গ্রীস্ ও মাসিডনের পরস্পর শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু রোমীয়েরা একবার আসিয়ার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তদবধি আর করলোভ সামলাইয়া থাকিতে পারিল না। যাহাতে ঐ দেশ হস্তগত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। রোমের এবম্প্রকার আচরণে গ্রীসবাসীরা সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। পরিশেষে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে মাসিডোনিয়াধিপতি ফিলিপের সহিত পুনর্ব্বার সমরাগ্নি প্রদীপিত হইল। প্রথম দুই বৎসর যুদ্ধ মিলিত ভাবে চলিল। অনন্তর রোমীয়েরা দেখিল যে, গ্রীকদিগের সহিত সন্ধি না করিলে জয়লাভের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং তাহাদিগকে, ফিলিপের বিরোধী করিবার আশয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়ায় তাহাদিগের স্বাধীনতা প্রচার করিয়া দিল। সমবেত মানবগণ স্বাধীনতা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অভিনন্দন ধ্বনিতে ক্রীড়াস্থল প্রতিধ্বনিত করিল। অনন্তর গ্রীকমিত্রতার সহায়তায় রোমীয়েরা সিনোসিফালির যুদ্ধে ফিলিপকে পরাজিত করিল। মাসিডনরাজ

কি করেন সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধিপত্রের পণানুসারে তাঁহাকে সমুদয় গ্রীক মিত্র হইতে বিরহিত হইতে হইল, সৈন্যের উৎকৃষ্টভাগ ও নাবী সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইল এবং অর্থাগমের অনেক সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইল। এক্ষণে রোম, গ্রীসে অসীম আধিপত্য লাভ করিয়া প্রদেশ সকলের পরস্পর ঈর্ষ্যাবুদ্ধি সমুৎপাদন ও একিয়দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে লাগিল। একিয়েরা এখন পর্য্যন্তও রোমের প্রভুত্বের প্রত্যূহ স্বরূপ ছিল। সীরিয়ারাজ আণ্টিওকস এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রোমের প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া ইটোলিয়-দিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি গ্রীস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং গ্রীকনগর সকলও সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইল।

রোমীয়েরা ফিলিপ্‌কে অবনত করিবার নিমিত্ত নানা উপায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। ফিলিপ তাহা-দিগের অত্যাচার সহনে অসমর্থ হইয়া ক্রোধে জলিতে লাগিলেন, এবং যে উপায়ে হউক না কেন, আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার বিরোধী ব্যক্তিরা তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার বিষয় রোমন-দিগের কর্ণে তুলিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র ডিমে-ট্রিয়স্‌ রোমে বন্দীকৃত অবস্থায় সুশিক্ষিত হইতে ছিলেন। যে সমস্ত গুণগ্রামে তাঁহার শরীর ভূষিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র ও প্রজাগণের যথার্থ সুখস্থান হইতে পারিতেন। আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পার্সিয়সের তাঁহার প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। এই দুরাত্মা নির্দ্দোষ ডিমেট্রিয়সকে উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত পিতার নিকট তাঁহার নামে এই অপবাদ করিল যে, তিনি রোমীয়দিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আপন পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন। পার্সিয়সের বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে এত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, ফিলিপ ডিমেট্রিয়সের দোষের বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত রোমে দূত প্রেরণ করিলেন। পার্সিয়স দূতগণকে উৎকোচ প্রদান করাতে তাহারা ডিমেট্রিয়সের প্রতিকূলে জাল চিটী প্রস্তুত করিয়া রাজাকে প্রদান করিল। ফিলিপ এই মাত্র প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়া নির্দ্দোষী সন্তানের প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে সমুদয় চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। ফিলিপের আর সন্তাপের পরিসীমা রহিল না। নিদারুণ শোক ক্রমে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া (খৃঃ পূঃ ১৭৯ অব্দে) তাঁহাকে সংসার হইতে অপসারিত করিল। তিনি বিয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

অনন্তর পার্সিয়স রাজ্যাধিরূঢ় হইলেন। পিতার ন্যায় তিনিও রোমীয়দিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন ও নিরতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জীবনের মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া রোমের সহিত চূড়ান্ত যুদ্ধ করিবেন মনস্থ করিয়া তিনি যত দূর সাধ্য আপন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর দুই পক্ষ যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইল। চারি বৎসর কাল যুদ্ধের পর

খৃঃ পূঃ ১৬৮ সালে রোমীয় সেনাপতি পলস ইমিলিয়স মাসিডনরাজকে পিড্‌না নগরে আক্রমণ ও পরাজিত করিলেন। পার্সিয়স্ শত্রুহস্তে পতিত ও রোমে নীত হইয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইলেন।

মাসিডন চারি ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেক ভাগই রোমীয়দিগকে কর প্রদান করিতে লাগিল। কেবল একিয়েরা এখনও স্বাধীন ছিল; কিন্তু প্রবলপ্রতাপ রোমীয়দিগের নিকট তাহারা অতি ক্ষুদ্র ছিল। গ্রীসের প্রতি প্রদেশেই এক এক জন রোমীয় কর্ম্মচারী স্থাপিত হইল। তাহারা তত্তৎ প্রদেশের আভ্যন্তরিক রাজকার্য্যে এরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল যে, সকলেই কখন কি হয় এই ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে একিয়া হইতে সহস্র জন সম্ভ্রান্ত বন্দী রোম-নগরে প্রেরিত এবং সপ্তদশ বৎসরের নিমিত্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কিছু দিন পরে মাসিডনে একবার বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু রোমীয়েরা ত্বরায় উহা প্রশমিত করে। ইহার দুই বৎসর পরে করিন্থ নগর বিধ্বস্ত এবং গ্রীস্ ও মাসিডন রোমের অন্তর্গত হইল।

জুডিয়া।

য়িহুদিদিগের কারাবাস হইতে প্রত্যাগমন—পারস্যরাজ্যের অধীনে জুডিয়ার অবস্থা—আলেকজণ্ডরের জেরুজিলমদর্শন—য়িহুদিদিগের আলেকজণ্ড্রিয়ায় গমন ও বসতি—সেপ্টুয়াজিণ্ট—সীরিয়াধিপতি আণ্টিওকসের নিকট য়িহুদিদিগের অধীনতা স্বীকার—এপিফেনিসের অত্যাচার—য়িহুদিদিগের বিদ্রোহিতা—মাকাবিদিগের রাজত্ব—হিরড—খৃষ্টের জন্ম।

বাবিলনের অধীশ্বর য়িহুদিদিগকে জেরুজিলম হইতে আনয়ন করিলে পর তাহাদিগকে সপ্ততি বৎসর কারাবাসে থাকিতে হইয়াছিল। অনন্তর খৃঃ পূঃ ৫৬৬অব্দে সাইরস্ বাবিলন জয় করিয়া তাহাদিগদে স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনুমতি প্রদান করেন। এই বিষয়টী বাইবলে সূচিত ছিল। যাহাহউক, অনুমতি পাইবা মাত্র তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বদেশে যাত্রা করে; কিন্তু যাহাদিগের কিঞ্চিৎ অর্থবল ছিল, তাহারা স্বদেশে না আসিয়া ইউফ্রেটিসের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে যাহারা স্বদেশে আসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপিত দেবালয়ের পুনর্নির্ম্মাণ জন্য সাতিশয় যত্নবান্ হইল। কিন্তু এই বিষয়ে পারস্যাধিপতি ডেরায়সের অনুমতি লাভ করিতে তাহাদিগকে ছচল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই দেবালয়ের প্রথম নির্ম্মাণ সময়ে সামেরিয়ার অধিবাসীরা অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল। পারসীকদিগের আধিপত্য সময়ে য়িহুদিদিগকে সীরিয়ার শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিতে হয়, কিন্তু য়িহুদিদিগের প্রধান আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের ভার পুরোহিত বর্গের হস্তগত ছিল। যখন মহাবীর আলেকজণ্ডর পারস্যরাজ্য উচ্ছিন্ন করিতে আসিয়া

ছিলেন, তখন ইহুদিরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার না করিয়া আপনাদিগের শাসনকর্ত্তারই আনুগত্য করিয়াছিল। এই অপরাধে তিনি, টায়রবাসীদিগের ন্যায় ইহুদিদিগকে ও সমুচিত প্রতিফল দিবেন বলিয়া স্বয়ং জেরুজিলমে যাত্রা করেন। তিনি এই নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার প্রধান যাজক মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপরাপর যাজক সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলেক্জণ্ডর তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্রোধবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক, ঈশ্বরের পবিত্র নামাঙ্কিত তদীয় মুকুট লক্ষ্য করিয়া বারম্বার মস্তক অবনমন করিলেন। পরে তাঁহার সহিত নগর প্রদক্ষিণ এবং মহাসমারোহে তথাকার দেবালয়ে বলি প্রদান করিলেন। আলেকজণ্ডরের এই সকল অসম্ভাবিত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার সেনাপতিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ দেবালয়ে উক্ত যাজকবর আলেকজণ্ডরকে ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার দিগ্বিজয়ের কথা সূচিত দেখাইলেন। বোধ হয়, তৎকালে যুবরাজের মন ভুলাইবার ইহা অপেক্ষা উত্তম কল্প আর কিছুই হইতে পারিত না।

আলেকজণ্ডরের মৃত্যু ও তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইলে পর জুডিয়া এক প্রকার ফিনীসিয়া দেশেরই অন্তর্গত হইয়াছিল। সীরিয়া ও মিসরের রাজাদিগের পরস্পর যে সকল তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, জুডিয় ক্রমাগত তাহার এক পক্ষে লিপ্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ৩১২অব্দে প্রথম টলেমি জেরুজিলম আক্রমণ করিয়া আলেক্জণ্ড্রিয়া নগরে কতকগুলি

ইহুদিকে বসতি করাইলেন। তিনি সাধ্যানুসারে উক্ত নগরের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ ছিলেন। এই সুযোগেই ওল্ড টেষ্টমেণ্ট (পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক) গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। বোধ হয়, তাঁহার পুত্র টলেমি ফিলাডেলফসের অধিকার সময়ে এই বিষয় সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং সপ্ততিজন অনুবাদক দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া উহা 'সেপ্ট য়াজিণ্ট' নামে প্রখ্যাত হয়। তৎপরে ইহুদিরা মিসরদেশীয় প্রথম তিন টলেমির প্রশান্ত অধিকারে এক শত বৎসর পরম সুখে বাস করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২০৩ বৎসরে মিসর দেশের শাসনপ্রণালী যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল এবং সীরিয়াধিপতি মহাবীর আণ্টিওকস্ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হওয়াতে তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তিনিও তাহাদিগের সমস্ত অধিকার যথাপূর্ব্ব অপ্রতিহত রাখেন। তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারী চতুর্থ সিলিউকসের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহারা নিরুপদ্রবে কালযাপন করিয়াছিল। পরে খৃষ্টীয় শকের ১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে আণ্টিওকস্ এপিফেনিস্ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া স্বাধিকার মধ্যে গ্রীসিয় পৌত্তলিকতা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহুদিরা তাহাতে দৃঢ়তর প্রতিবন্ধী হইয়া উঠিল। এপিফেনিসও খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া জেরুজিলম অধিকার করিলেন এবং দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া আপন ক্রোধ চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে ইহার

প্রতিফল পাইতে হইয়াছিল। মাকাবিনামক কতকগুলি বীরপুরুষ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। তাহারা ধর্ম্মরক্ষার্থ বিবদমান ইহুদিদিগের অপ্রতিহত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আণ্টিওকসের সৈন্যকে বারম্বার পরাজিত করে। মাটাথিয়স এই যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তিনি পর্ব্বতোপরি কয়েক দল সেনা সংগ্রহ করিয়া সীরিয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র জুডাস মাকাবিয়স্ সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপর্য্যুপরি জয়লাভের পর মহাসমারোহে জেরুজিলমে প্রবেশ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহার দুই ভ্রাতা জোনাথন ও সাইমন এবং সাইমনের পুত্র জন্ হির্কেণস্ ষাটি বৎসরকাল এই রূপ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে লাগিলেন এবং ইহুদিদিগকে প্রতিবেশী জাতিগণের মাননীয় করিয়া তুলিলেন। জন্ হির্কেণসের রাজত্ব সময়ে ইহুদিদিগের রাজ্য যতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, বোধ হয়, ডেভিড্ বা সলমনের সময়েও ততদূর হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই য়িহুদিদিগের গৌরবভানু অস্তমিত হয়।

তাঁহার পুত্র আরিষ্টবিউলস্ তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। তিনি নিস্তেজ অথচ যৎপরোনাস্তি নির্দয় ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের সময়ে ধর্ম্মসংক্রান্ত দলাদলিতে দেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। পরিশেষে পম্পী-নামক একজন রোমান সেনাপতি সসৈন্যে আহূত হইয়া সমুদয় অসামঞ্জস্য নিবারণ করেন। তদবধি জেরুজিলম

রোমানদিগের হস্তগত হইল। খৃঃ পূঃ ৬৪ অব্দে পম্পী আরিষ্টবিউলসকে সপুত্রে বন্দীকৃত করিয়া রোম নগরে লইয়া যান। যাইবার সময় তিনি হির্কেনসের উপর সিংহাসন ও পৌরহিত্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু দেশের প্রকৃত শাসনকার্য্য রোমীয়দিগেরই হস্তগত রহিল।

খৃঃ পূঃ ৩৯ অব্দে রোমীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা ইডুমিয়া দেশীয় হিরডকে জুডিয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আপন আধিপত্য দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত মেরিয়াম্নী নামে মাক বিবংশীয় এক রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। রোমানদিগের অনুগ্রহে তিনি সমস্ত পালেষ্টাইন এবং ইডুমিয়াদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি একজন বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও অপরিসীম সাহসী নরপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘোর নৃশংসতাপবাদ এক কালে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে। তাঁহার রাজত্বের শেষ অবস্থায় জুডিয়ার অন্তর্গত বেথলহেম্ নামক গ্রামে যীশুখৃষ্ট কলেবর পরিগ্রহ করেন হিরড্ মৃত্যু কালে রোমীয়দিগের সম্মত এক দানপত্র করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই দান পত্রের অনুসারে রাজ্য ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া তাঁহার তিন পুত্রের হস্তগত হয়।

রোম।

রোমের উৎপত্তি—রোমিউলস্ ও রিমস্—প্রথম শাসনপ্রণালী সংস্থাপন—[illegible] সংস্থাপনের [illegible]—নুমা—তাহার ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়মাবলী—টলস হষ্টিলিয়স—এ্যাঙ্কস্ মার্সিয়স্—টার্কুইন্—সার্ভিয়স টলিয়স—শাসনপ্রণালীর সংস্কার—দ্বিতীয় টার্কুইন—লুক্রেসিয়া—ব্রুটস—রাজতন্ত্রের সমুচ্ছেদ।

যে সময়ে আসিয়া মহাদেশে পূর্ব্বকথিত রাজ্যবিপ্লবানল প্রবল হইতে ছিল, সেই সময়ে পশ্চিমে রোমরাজ্যের উত্থান হয়। ঐ রাজ্য পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতা-সোপানারূঢ় রাজ্যকে আপনাতে অন্তর্ভূত করিয়া অজাতপূর্ব্ব বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয় এবং উহার পূর্ব্বে যে সকল রাজ্য সমুত্থিত হইয়া ছিল, তৎসমুদায় অপেক্ষা অধিক কাল বর্ত্তমান থাকে। এই সাম্রাজ্য লাইকর্গসের সময়ে সমুত্থিত হইয়া, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনষ্ট্যান্টিনোপল নগরের শত্রুসাৎ হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই নিমিত্ত ইহাকে প্রাচীন ও নব্য ইতিহাসের সংযোজক শৃঙ্খলা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বহুকাল পর্য্যন্ত এই নগরের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হয় নাই, এবং যে সময়ে উহা লিখিত হয়, তখন ঐ নগর বহুল জাতি পরাজয় করিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইতিহাসে ঐ উৎপত্তি বিবরণ অতি অদ্ভুত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই নগর সংস্থাপয়িতা রোমিউলস ও রিমস্ নামক দুই যমজ ভ্রাতা মার্স দেবের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে এই রূপ দেবঘটিত উপাখ্যান সকল অমূলক গল্প ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। যাহা হউক, অনেকে রোমের সপ্ত-

নপতির ইতিহাসে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করেন এবং উঁহারা যে রাজত্ব করিয়া ছিলেন তাহাও অস্বীকার করেন; পরন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস অভাবে অগত্যা আমাদিগকে ঐ ইতিহাসের অনুবর্ত্তী হইতে হইয়াছে। উহাতে উল্লিখিত হইতেছে যে, খৃঃ পূঃ ৭৫২ সালে ইটালীর ঠিক্ মধ্য স্থানে লাটিন্ প্রদেশে রোমিউলস্ ঐ নগর সংস্থাপিত করেন। এই নগর সমুদ্র তট হইতে ছয়ক্রোশ দূরে টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত। সর্ব্বপ্রথম সন্নিহিত আল্বালঙ্গা--নগরীয় লোকেরা আসিয়া উহাতে অধিবাস করে। সত্বর অধিবাসি সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত রোমিউলস্ ঋণী এবং অনাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ঐ নগরে আশ্রয় দেন; পরে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবলী ও প্রসস্ত শাসন প্রণালী সংস্থাপন দ্বারা উহাদিগকে পরাক্রান্ত ও ভদ্র করিয়া তোলেন। এই রূপে যখন ঐ নগর কিয়ৎ পরিমাণে সুশৃঙ্খল হইয়া আসিল, তখন তিনি তাহাদিগের মধ্য হইতে ধনী ও মানী বাচিয়া লইয়া সম্ভ্রান্তকুল সংস্থাপন করিলেন। ইঁহারা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ঐ মর্য্যাদা ভোগ করিয়া আসিয়া ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের নাম পেট্রিষিয়ান ছিল, এবং ইঁহাদিগের মধ্য হইতে সেনেট নামক মহাসভা সমাহূত হইত। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রজাকে প্লিবিয়ান বলিত। প্লিবিয়ানেরা আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত ছিল। যাবতীয় কেজো বিষয় প্রজাদিগের অধিকাংশের ও সেনেটের মতানুসারে নির্ব্বাহিত হইত। রাজাকে সাধারণের মতানু-

স্থায়ী কার্য্যের নির্ব্বাহক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। রোমিউলস্ প্রজাদিগকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছিলেন যে, তাহারা শাসনকর্ত্তা (ম্যাজিষ্ট্রেট্) নিযুক্ত করিতে পারিত, সন্ধি ও বিগ্রহ নির্ণয় করিত, এবং তাহাদের মত না হইলে কোন ব্যবস্থা প্রচলিত হইত না। পৌরহিত্য কার্য্য সেনেটে অর্পিত হইয়া ছিল। আর শুভ নিমিত্ত প্রকাশ না পাইলে প্রজারা কোন কার্য্যই করিতে পারিত না এবং ঐ সকল শুভ লক্ষ কেবল পুরোহিতেরাই নিরূপণ করিতে সমর্থ ছিলেন; এই নিমিত্ত পেট্রিষিয়ানেরা রাজ্য-মধ্যে সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। রোমিউ-লস্ রোমে জঘন্য পৌত্তলিক পূজাবিধির সংস্থাপন করেন; পরন্তু ঐ পূজাবিধি তৎপরবর্ত্তী নৃপগণ কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়।

রোমের পুরুষ সংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রী সংখ্যা অতি অল্প ছিল, সুতরাং ঐ নগর অতিত্বরায় বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। পরন্তু রোমিউলস্ সন্নিহিত স্যাবাইন জাতি হইতে বহু-সংখ্যক স্ত্রী আনয়ন করেন। এই ব্যাপার সহজে কি চতুরীতে সম্পাদিত হইয়া ছিল ইহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। যাহা হউক, এই ব্যাপারে রোমের প্রজা সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়া ছিল। তৎকালে দুই একটি নগর ও তৎসন্নিহিত শস্যক্ষেত্র লইয়া এক এক রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ ক্ষুদ্র রাজ্য রোমের চতুর্দ্দিকে অনেক ছিল। রোমিউলস এক্ষণে লোক সহায় সম্পন্ন হইয়া ঐ সকল রাজ্যের সহিত সমরে

প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যে যে রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন তাহাদের কিয়দংশ প্রজা রোম নগরের অধিবাসী করেন। এই রূপে রোম নগরের উৎপত্তি হয়, যে নগর প্রথমে লুঠকারী দস্যুদলের আবাস থাকিয়া কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া উঠিয়াছিল। রোমিউলস যে এক জন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি মহা সঙ্কটে পরিবৃত হইয়াও উপাদান অভাবেও তাদৃশ বিভবশালী নগর নির্ম্মাণ করেন এবং সদ্ব্যবস্থা ও সুশাসন দ্বারা নগরবাসী লোকদিগকে এরূপ শীলসম্পন্ন করিয়া তোলেন যে, ভবিষ্যতে উহাই তাহাদের মহত্ত্বের মূল কারণ হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি ষাটি বৎসর বয়সের সময় অতিশয় মদোন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং বিদ্রোহোত্থিত প্রজা বর্গ দ্বারা আহত হন। পরন্তু এই বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্তটীও সাতিশয় সম্ভবপর যে, শাসনকর্তৃত্বলোলুপ সেনেটের সভ্যেরা তাঁহার সেই ক্ষমতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ছিলেন এবং বাত্যা বজ্র ও বজ্রাগ্নি সঙ্কুল দুর্দ্দিনে তাঁহাকে হনন করিয়া দেবতা কর্তৃক ঐ ঝড়ে স্বর্গে নীত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইছেন এই প্রবাদ প্রজাবর্গের মধ্যে রটনা করিয়া দেন। রোমকেরা যে সকল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগকে দেবত্ব পদ প্রদান করিয়া ছিলেন, ইনি তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। রোমিউলস ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার মৃত্যুর সময় রোমের শস্ত্রধারী পুরুষেরা ৩৩০০ হইতে ৪৭০০০ পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই রূপে রোমিউলস অন্তরিত হইলে রোমকেরা ঐক-মত্য অবলম্বন করিয়া একজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিতে না পারাতে রাজ্যকার্য্যের পর্য্যালোচনা সেনেটে নিপতিত হইল। এক বৎসর অতীত হইলে সেনেটের বিশৃঙ্খল শাসনে বিরক্ত হইয়া প্রজারা একজন রাজার নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক হইল। কিন্তু রাজা মনোনীত করিবার বিষয়ে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল; কারণ স্যাবাইন ও রোমক এই উভয় জাতীয় প্রজারাই আপন আপন জাতি হইতে রাজা মনোনীত করিতে ব্যগ্র হইয়া ছিল। পরিশেষে এই মীমাংসা হইল যে, রোমক প্রজারা স্যাবাইন্ জাতি হইতে এক জনকে রাজা মনোনীত করিয়া লইবে।

তদনুসারে নিউমা নামক একজন স্যাবাইন্ রাজা হইলেন। নিউমা তৎকালে নগরের কিঞ্চিদ্দূরে এক নির্জ্জন স্থানে ধর্ম্মের আলোচনায় কাল যাপন করিতেছিলেন। রোমিউলসের রাজত্ব যেমন সমরসঙ্কুল ছিল, নিউমার রাজত্ব সেই রূপ শান্তিসংরক্ষিত হইল। তিনি ঐ সাধারণতন্ত্র সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রজাবর্গের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিলেন। তিনি ব্যবস্থা পুস্তক প্রস্তুত করেন এবং প্রজাবর্গের ধর্ম্মের এক প্রকার স্থিরাকৃতি সংস্থাপন করেন। এই নিমিত্ত, রোমিউলস্ যেমন দণ্ডনীতি সংস্থাপয়িতা বলিয়া পরিচিত আছেন, সেই রূপ ইঁহাকে ধর্ম্মনীতি-সংস্থাপয়িতা বলিয়া বিবেচনা করা ন্যায্য। যদিও তন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রণালী পৌত্তলিক মতানুযায়িনী,

তথাপি উহাতে যে ঐ অসভ্য ঔপনিবেশিক প্রজা-দিগকে অনেক পরিমাণে সভ্য করিয়া তুলিয়া ছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। স্বধর্ম্ম সাতিশয় পবিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে এই মনে করিয়া তিনি স্বর্গের ইজিরিয়া দেবী হইতে ঐ ধর্ম্মের উপ-দেশ পাইয়া ছিলেন এই প্রচার করিয়া দেন। তেতাল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রোমকরা এবং সন্নিহিত যে সমস্ত জাতির মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদাদি ভঞ্জন করিতেন সেই সকল জাতি মিলিত হইয়া অজস্র শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ছিল।

রোমের তৃতীয় রাজা টলস্ হষ্টিলিয়স্ প্রজা দ্বারা মনোনীত হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি এক ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সমরে অতিশয় রত ছিলেন এবং তাঁহার সময়েও রোমকেরা আবার সন্নিহিত জাতি সমূহের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। টলস্ হষ্টিলিয়-সের রাজত্ব কালে রোমের মাতৃনগর অর্থাৎ যে নগরের অধিবাসী হইতে রোম সংস্থাপিত হয়, সেই আল্‌বা নগর বিধ্বস্ত হয়, এবং ঐ নগরের সমস্ত অধিবাসিগণ রোম নগরে আসিয়া বাস করে। এই ব্যাপারে রোমের অধিবাসি-সংখ্যা এবং প্রভুশক্তি সাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে রোম-কেরা অন্যান্য লাটিন জাতি হইতে প্রধান হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে আল্‌বা নগর নিবাসী ও রোমকেরা এক জাতি হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে যখন রোমকেরা পৃথি-বীর অধীশ্বর হইয়া উঠেন, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ, এই

সময়ে আলবা নগর হইতে যাঁহারা রোমে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের ঔরসসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। উক্ত হইয়াছে যে, টলস্ স্বীয় উত্তারাধিকারি কর্ত্তৃক নিহত হন, যিনি টলসের বাসগৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেন, এবং টলস্ দেবতার কোপে নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। অনন্তর নিউমার পৌত্র আঙ্কস মার্সিয়স্ সেই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি স্বীয় পিতামহের সামনীতি অনুসারে চলিতে মানস করিয়া ছিলেন। পরন্তু তৎকালে রোমের বিপক্ষেরা এরূপ উদ্ধত হইয়াছিল যে, তিনি সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রমশঃ রোমিউলসের বীরধর্ম্ম ও নিউমার সামনৈপুণ্য অধিগত হন। তিনি রোমের বিপক্ষগণকে বারম্বার পরাভূত করেন, টাইবার নদীর একটি সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং রোমনগরের সীমা বিস্তার করেন। রোম ও সমুদ্রের মধ্যগত সমস্ত ভূমির পরাজয় এবং অষ্টিয়া নামক পোতাধিষ্ঠান-নগর নির্ম্মাণ করাতে আঙ্কসের রাজত্ব বিশেষ বিখ্যাত হয়। ইহার পর, বাণিজ্যাশয়েই হউক, আর বোম্বেটের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই হউক, রোমকেরা নৌযান ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তেইশ বৎসর রাজত্বের পর তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হন; আবার কেহ কেহ বলেন তিনি নিহত হন। তিনি টাকুইন নামক একজন বিদেশীয়কে বিশেষরূপে প্রতিপোষণ করিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তিকে তিনি স্বীয় দুই তনয়ের অধ্যক্ষ করিয়া যান।

টার্কুইন্ তৎকালীন রোম অপেক্ষা সভ্যতর ও গ্রীসের প্রধান বাণিজ্যস্থান করিন্থ নগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। তাঁহার পিতা হিট্রুরিয়ায় আসিয়া বাস করেন। কিন্তু টার্কুইন কোন কারণ বশতঃ বিরক্ত হইয়া স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া রোমে উঠিয়া আসেন। তিনি বদান্যতা বশতঃ অকাতরে ঐ ঐশ্বর্য্য প্রজাবর্গে বিতরণ করেন। এই উপায়ে এবং স্বীয় শক্তি প্রভাবে তিনি নগরবাসীদিগের অনুকূলতা লাভ করিয়াছিলেন। আঙ্কস্ মার্সিয়সের মৃত্যুর পর প্রজাগণের সেই অনুকূলতার প্রভাবে টার্কুইন অনায়াসে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সন্নিহিত সমস্ত রাজ্যই অবিলম্বে শস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, পরন্তু তাহারা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এইকালে রোম অপেক্ষা দশগুণ বিস্তৃত হিট্রুরিয়ার সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য, একমাত্র ব্যবধি টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া এককালে রোমের সমস্ত প্রভুশক্তি বিধ্বস্ত করিবে এই মানসে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু টার্কুইন সে সমস্ত পরাভূত করেন। অনন্তর শান্তিনিবন্ধন অবসর প্রাপ্ত হইয়া তিনি রোমনগর পরিষ্কৃত এবং দুর্গ দৃঢ় ও সুশোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক কয়েকটি কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনেকে নির্ণয় করেন। ঐ সকল অবলোকন করিলে বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। রোমের চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্যমণ্ডলীর অভ্যুত্থানে টার্কুইনকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে

হইয়াছিল; পরন্তু তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ব্ববৎ জয় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পরিশেষে সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর তিনি আশী বৎসর বয়সে ছলহন্তার হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সার্ভিয়স্ যদিও সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম পরিগ্রহণ করেন নাই, তথাপি তিনি সাতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন।

যুদ্ধে বারম্বার জয়লাভ দ্বারা ও স্বীয় বিস্ময়কর বক্তৃতা শক্তি দ্বারা সার্ভিয়স্ প্রজাবর্গের অতিশয় প্রিয় হইয়া ছিলেন। সেনেটের অমত হইলেও প্রজাদিগের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার রাজত্ব দুইটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা বিখ্যাত হয়। বিধানসংহিতার সংস্কার এবং লাটিন জাতি সমূহের সহিত রোমকদিগের সুমম্বয়। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে রাজ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় মহৎ কার্য্যের মীমাংসক প্রজাবর্গের প্রত্যেক শ্রেণীতে কার্য্যবিশেষের অনুকূল বা প্রতিকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেক নগরবাসীর মত তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

অবস্থা বা উপায়ের তারতম্য বিবেচনা না করিয়া রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সমান কর নির্দ্ধারিত ছিল। টলিয়স্ নূতন বন্দবস্ত দ্বারা ধনী প্রজাদিগের উপর অধিকাংশ কর নির্দ্ধারিত করেন, এবং উহাদিগের হস্তে সমধিক ক্ষমতা প্রদান করেন। প্রত্যেক নগরবাসীর আয়ানুসারে নির্দ্দিষ্ট এই বন্দবস্ত সুশৃঙ্খলরূপে চলিবে বলিয়া তিনি এই নিয়ম করিলেন, যে পাঁচবৎসর অন্তর প্রজাসংখ্যা ও তাহাদের আয়ের হিসাব লইতে

হইবে। তাঁহার পূর্ব্বে রাজারা যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিয়া অসিয়া ছিলেন, তাহার অধিকাংশ তিনি সেনেটে অর্পণ করিলেন।

প্রথম অবস্থাতে লাটিন জাতির সহিত যে সকল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধেই রোমের বিধ্বংস সাতিশয় উন্মুখ হওয়াতে টলিয়স্ ঐ জাতির সহিত রোমক দিগের সংমিশ্রণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ অভিলাষুক হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি লাটিন্ জাতির একটি সভা আহ্বান করিলেন, এবং রোমকদিগের সহিত তাহাদিগকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিলেন যে, প্রতি বৎসর রোমের একটি পাহাড়ে ধর্ম্মোদ্দেশে সকলকে একটি মেলা করিতে হইবে। এই রূপে রোমের অভ্যন্তরে শান্তিসংস্থাপন এবং অপর রাজ্যসমূহের সহিত মিত্রতা সংঘটন করিয়া, পরিশেষে টলিয়স ৪৪ বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় জামাতৃ কর্ত্তৃক অতিনিষ্ঠুররূপে নিহত হন। তাঁহার কন্যা মৃত পিতার শরীরের উপর দিয়া স্বীয় শকট চালাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার এই জামাতা প্রথম টার্কুইনের পৌত্র। এই ব্যক্তি স্বীয় পিতামহের নাম ও স্বভাব অধিকার করেন। ইতিহাসলেখকেরা, ইনি নানা পাপাচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। পরন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইঁহার রাজত্ব কালেই রাজতন্ত্র উঠিয়া গিয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়, এবং শেষ রাজার উপর যিনি যত পারিয়াছেন দোষারোপ করিয়াছেন ইহাও নিতান্ত সম্ভবপর। তিনি সমরে সাতিশয় পটু ছিলেন এবং

স্বীয় পিতামহের অভিপ্রায়নুবর্ত্তী হইয়া রোম নগরকে, যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, সুশোভিত করিতে চেষ্টা পাইয়া ছিলেন এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সমর ও বৃহদট্টালিকা সমূহ ব্যয়সাধ্য। এই নিমিত্ত তিনি প্রজাবর্গ হইতে অধিক কর গ্রহণে বাধিত হইয়া ছিলেন। এই কারণে প্রজাগণের অসন্তোষ জন্মিয়া ছিল। আবার তিনি সম্ভ্রান্ত কুল দমন করিতে গিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা ঐ অসন্তোষ বাড়াইয়া তোলেন। যে সময়ে রোমের অধিবাসীরা এই রূপ অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই অবস্থায় তাঁহার পুত্র লুসিয়স টার্কইন একজন সম্ভ্রান্ত রোমকের স্ত্রী লুক্রিসিয়ার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং ঐ সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেন। লুক্রিসিয়া বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় টার্কুইন সে সময়ে দশক্রোশ অন্তরে একটি নগর অবরোধ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শত্রুদিগের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবার অনেক উপায় হইয়া ছিল। লুক্রিসিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম নাশে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই বিষয়টি যত্নের সহিত নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। প্রজাগণের উৎসাহমদ সম্যক্ সমুত্তেজিত হইল। সম্ভ্রান্তেরা সেনেটে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের অসন্তোষ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিলেন, এবং এক কালেই সবান্ধব ও সপরিবার টার্কুইন্‌কে দেশান্তরিত হইবার দণ্ড করিলেন, এবং যে কেহ উহাদের পুনঃসংস্থাপনে চেষ্টা করিবেন তিনি মহাপাতকী হইবেন বলিয়া প্রচার করিলেন।

যখন প্রজাবর্গ একত্র হইয়া, কি রূপে রাজ্যকার্য্য বলিবে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন এই উপপ্লবের প্রধান কারণ ব্রুটস্ প্রস্তাব করিলেন যে, এ রাজ্য হইতে রাজার নাম ও রাজপদ এককালে তিরোহিত হইবে। প্রতি বৎসর দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের উপাধি কন্সল হইবে। ইঁহারা কিছু মাত্র রাজলক্ষণ ধারণ করিতে পারিবেন না, পরন্তু রাজার হস্তে যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, ইঁহারাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। এই রূপে ৪০ বৎসরের মধ্যে রোমের বিধান-প্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রুটস্ ও লুক্রিসিয়ার স্বামী কোলাটিনস্ প্রথমে কন্সল পদে অধিরূঢ় হইলেন।

সাধারণতন্ত্র স্থাপন অবধি রোমনগরীর পুনর্নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত।

পার্সেনাকর্ত্তৃক রোমীয়দিগের পরাজয়—ডিক্টেটর্ পদের সৃষ্টি—রিজিলাসের যুদ্ধ—প্লিবিয়ান্‌দিগের অসন্তোষ—সেসার পর্ব্বতে পলায়ন—পেট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য—সাধারণ লোকদিগের ট্রিবিউন—কোরাইওলেনস—স্পিউরিয়স্ কাসিয়স্—দ্বাদশফলকালিখিত ব্যবস্থাবলী—দশমণ্ডল—এপিয়স্ ক্লডিয়স ও বর্জ্জিনিয়া—সাংগ্রামিক ট্রিবিউন—স্পিউরিয়স মীলিয়স—ভিয়াই নগরের পতন—গলদিগের আক্রমণ—রোমনগর ধ্বংস—কামিলস্।

রোমনগর স্থাপনের ২৪৩ বৎসর পরে তথায় রাজতন্ত্রের শেষ হইয়া সাধারণতন্ত্রের আরম্ভ হয়। এই আড়াই শ বৎ-

সব কাল রোমকেরা সন্নিহিত-নগরবাসীদিগের সহিত অনবরত বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং (কথিত আছে) সর্ব্বদাই জয় লাভ করিতেন। যাহা হউক, সাধারতন্ত্রের প্রারম্ভে রোমরাজ্য কতিপয় ক্রোশমাত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজ্যবিস্তারে যায় আসে কি? নগরবাসীদিগের সংখ্যা ও সাহস জন্যই রোমের সমুদায় পরাক্রম।

টস্কানেরা এই সময় অতিশয় প্রবলপ্রতাপ ছিল। নির্ব্বাসিত রাজা টার্কুইন্ তাহাদের শরণ লইলেন। টস্কানির অন্তর্গত ভিয়াই নগর রোমের অতিসন্নিহিত। ভিয়াইবাসীরাই অগ্রে টার্কুইনের সপক্ষ হইয়া রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, এই যুদ্ধে রোমীয়েরাই জয়লাভ করেন। কন্সল্ ব্রুটস্ ও টার্কুইনেরপুত্র আরন্স ইহাতে সমরশায়ী হন। অনন্তর টস্কানির অন্য এক নগর ক্লুসিয়মের রাজা পর্সেন্না টার্কুইনের পক্ষ হইয়া সসৈন্যে রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও রণক্ষেত্রে রোমীয় সৈন্যদল এবং তাহাদির সেনাপতি কক্লিস্ ও মিউসিয়স্ বিলক্ষণ সহস প্রকাশ করেন, তথাপি রোমকেরা পরাজিত হইলেন। তাঁহাদিগের রাজ্যের কিয়দংশ শত্রুহস্তে পতিত হইল এবং তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত লৌহ ব্যবহারে নিষিদ্ধ হইলেন। পর্সেন্না রোম জয় করিয়া টাইবার নদীর দক্ষিণ পারে লাটিয়ম্ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কিউমার অধিপতি আরিস্টমিনিস্ তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। রোমীয়েরা এই সুযোগে আপনাদের নষ্ট বিষয় প্রত্যুদ্ধৃত করিলেন।

টার্কুইন্ টস্কানি হইতে সাহায্য প্রাপ্তির উপায়ান্তর না দেখিয়া লাটিনদিগকে আপানার পক্ষ করিলেন। তাহারা রোমীয়দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকিয়াও তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আর বিরত থাকিল না। এদিকে টার্কুইন্কে তাড়াইয়া দিয়া অবধি রোমের প্রধান ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণ ব্যক্তিগণের উপর অতিরিক্ত অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিকট তাহারা অনেকেই ঋণগ্রস্থ ছিল।

রোমীয় নিয়ম অনুসারে মহাজনেরা খাতকের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। অনেকেই আপন আপন খাতকদিগকে নিজ গৃহে বদ্ধ করিয়া যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। সুতরাং যুদ্ধ গমনার্থ আহ্বান করিলে সকলেই বক্র হইয়া বসিল। ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত। একদিকে শত্রুপক্ষ রণসজ্জায় সুসজ্জিত, অন্যদিকে নগর মধ্যে ইতরলোকমাত্রে মহা বিরক্ত ও যুদ্ধ করিতে অসম্মত। সেনেট এসময়ে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। অনেক বিবেচনার পর তাঁহারা এই এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিলেন যে, ছয় মাসের নিমিত্ত সর্ব্বতোমুখী-প্রভুতাবিশিষ্ট একজন শাসনকর্ত্তা নিযোজিত করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। এই নূতনবিধ শাসনকর্ত্তাকে ডিক্টেটর কহিত। তিনি নিযোজিত হইবামাত্র সমুদয় লোক ভীত হইয়া সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে লাটিয়মের প্রবলবাত্যা শান্ত

হইলে, ডিক্‌টেটর স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে লাটিনেরা আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থী হইল। রিজিলস হ্রদের নিকট রোমীয়দিগের সহিত তাহাদিগের এক মহান্ যুদ্ধ হয়। রোমীয়েরা জয় লাভ করিলেন। ত্রিশ হাজার লাটিনসৈন্য সমর-ভূমিতে পতিত হয়। এই পরাজয়ে লাটিনদিগের পরাক্রম ভঙ্গ ও টার্কুইনের সমুদয় আশা দূরীভূত হইল।

পূর্ব্বোক্ত বিপৎ-পরম্পরা হইতে উন্মুক্ত হইয়া প্রেট্রি-ষিয়ানের খাতক প্লিবিয়ান্‌দিগকে অধিকতর কষ্টদিতে আরম্ভ করিলেন। মনুষ্য শরীরে কত ক্লেশ সহ্য হয়! পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপস্থিতপ্রায়। প্লিবিয়ান্‌দিগের অন্তঃকরণ জ্বলনোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল স্ফুলিঙ্গ মাত্র স্পর্শ অপেক্ষা। এমত সময়ে ছিন্নবাসা নিগড়বদ্ধ এক বৃদ্ধ কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাধারণ ব্যক্তিদিগের নিকট শরণার্থী হই-লেন। তিনি যে যে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতে করিতে পেট্রিষিয়ান্ মহাজনদিগের নিষ্টুর ব্যবহা-রের রক্তপাত ও ক্ষত দেখাইতে লাগিলেন। সকলের হৃদয়ে যুগপৎ দয়া ও ক্রোধের উদয় হইল, এবং সমস্ত নগরে দুঃখ-শান্তির প্রার্থনা কোলাহল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনেট্ সমিতি তাহাদিগের মন পরিবর্ত্তিত করিবার মান-সে অভ্যস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া ভল্‌সাই দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহই সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইল না। পরিশেষে সার্বিলিয়স প্রস্তাব করিলেন, যাহারা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগকে যত দিন তাহারা

যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ততদিন কেহই দেনার নিমিত্ত রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। প্লিবিয়ানেরা এই স্থির নিশ্চয়ে নির্ভর করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল এবং শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সহিত পরাবৃত্ত হইল। পুনর্ব্বার পেট্রিষিয়ানেরা প্লিবিয়ান্‌দিগকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। আবার বিদ্রোহ চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায় সেনেট্‌ যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া ডিক্‌টেটর নিযুক্ত করিলেন। সৈন্যেরা পূর্ব্বমত সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষ পরাজিত করিল। ডিক্‌টেটর যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র আপন অধীন সৈন্যদিগকে সৈনিক কর্ম্ম হইতে অবসত করিলেন। কন্‌সল এরূপ করিতে না পারায় তদধীন সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া সেসার পর্ব্বতে পলায়ন করিল। এই পর্ব্বত রোম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর। যে সকল প্লিবিয়ানেরা নগর মধ্যে ছিল, তাহারা সন্নিহিত দুইটী পাহাড় আক্রমণ করিল। পেট্রিষিয়ানেরা অন্যান্য পর্ব্বত অধিকার করিলেন।

এই রূপে রোমনগরবাসিগণের আপনা আপনি অনৈক্য হওয়াতে রোমরাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু সেনেটের সভ্যগণ রোমের উচ্ছেদ আসন্ন দেখিয়া ঔদ্ধত্যে জলাঞ্জলি দান পূর্ব্বক বিনীতভাবে প্লিবিয়ানদিগের নিকট সেসার পর্ব্বতে দূত পেরণ করিলেন। দূতগণের অধ্যক্ষ উক্ত পর্ব্বতে উপনীত হইয়া প্লিবিয়ানদিগের নিকট উদর ও প্রত্যঙ্গ সমুদায়ের বিষয়ে একটী গল্প ব্যাখ্যা করিলেন। গল্পটীর তাৎপর্য্য

তাহাদের ক্রোধের অনেক উপশম হইয়া আসিল। তাহারা জানাইল যদি পেট্রিষিয়ানদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের ত্রাণার্থ ছয় জন বিশেষ কর্ম্মচারী (যাহাদিগকে প্লিবিয়ানদিগের ট্রিবিউন বলিত) নিযোজিত করা হয়, তবে তাহারা পূর্ব্ব অত্যাচার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রোমে প্রতিনিবৃত্ত হইতে সম্মত আছে। তদনুসারে স্থির হইল নিযোজিত ট্রিবিউনগণ সেনেট গৃহের দ্বারে বসিতে পাইবেন, সাধারণ লোকের অনিষ্টকর বলিয়া সভার কোন প্রস্তাবে তাঁহাদিগের অমত হইলে তাঁহারা বিরোধী হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের শরীর কেহই আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং তাঁহারা প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তিত হইবেন। রাজতন্ত্র বিলোপের ষোড়শ বৎসর পরেই প্লিবিয়ানেরা আপনাদের স্বাধীনতা লাভের সূত্রপাত করিল। পরে দৃষ্ট হইবে, তাহারা ক্রমশঃ নূতন নূতন স্বত্বের অধিকারী হইবে এবং অবশেষে তাহাদের ও পেট্রিষিয়ানদিগের মধ্যে রাজ্য সম্পর্কে কোন প্রকার ভেদ থাকিবে না।

অতঃপর পাঁচ বৎসর কাল রোমীয়েরা কোরাইওলেনসের বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কোরাইওলেনস এক জন উদ্ধত, প্রগল্‌ভ কিন্তু পরাক্রমশালী পেট্রিষিয়ান ছিলেন। প্লিবিয়ানদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। আপনার অবিবেচনা দোষে তিনি কতকগুলি নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হন। ট্রিবিউনগণ এই সুযোগে তাঁহাদিগের ক্ষমতা বাড়াইবার মানসে তাঁহাকে তাঁহার দুরাচরণের

নিমিত্ত সাধারণ লোকের নিকট জওয়াব দিতে আহ্বান করিলেন। নগর মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেনেট্ বিগতিক দেখিয়া রক্তপাত নিবারণ করিবার উদ্দেশে অগত্যা সাধারণীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে উক্ত স্বত্ব প্রদান করিলেন। তাঁহারা কোরাইওলেনসকে দোষী স্থির করিয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

কোরাইওলেনস ভলসাইদিগের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রোমীয়দিগের কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার প্রস্তাব জানাইলেন, এবং আপনিই তাঁহার সেনানী হইতে স্বীকৃত হইলেন। উক্ত রাজা তাঁহার উত্তেজনায় রোমের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি রোমীয় নগর সকল অধিকার করিয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। রোমে এমত প্রভাবশালী কেহই ছিল না যে তাঁহাকে নিবারণ করে। রোমের উচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। সেনেট উপায়ান্তর না দেখিয়া কোরাইওলেনসের মাতা স্ত্রী ও অন্যান্য রোমীয় প্রধান বংশের স্ত্রীগণকে ভলসিয়ানদিগের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই একত্র হইয়া কোরাইওলেনসের পাদ সমীপে পতিত হইলেন। একদিকে মাতা, পত্নী ও স্বদেশের স্নেহ, অন্যদিকে ক্রোধ, অহঙ্কার, ও প্রতিশোধেচ্ছা; কোরাইলেনস কিছুই স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে পূর্ব্বপক্ষই স্থিরতর করিলেন, এবং অনুতাপ করিয়া মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ". রোম আপনি রক্ষা করিলেন,

কিন্তু আপনার পুত্র হারাইলেন"। অনন্তর কোন ছলক্রমে শিবির উঠাইয়া বল্‌সিয়ান সৈন্য সহিত নিবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে বল্‌সিয়ানেরা হতাশ্বাস হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করে।

স্পিউরিয়স্ ক্যাষিয়স্ নামে তৎকালে একজন্ প্রখ্যাত পেট্রিষিয়ান ছিলেন। তিনি কন্‌সল স্বরূপে দুইবার জয়লাভ করেন। দরিদ্রগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা ছিল; তৎপ্রযুক্ত তিনি "আগ্রেরিআন্ লা" নামক সুবিখ্যাত ব্যবস্থা প্রস্তাব করিলেন। এই আইন বিষয়ে ইদানীন্তন গ্রন্থকারদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, এতদ্দ্বারা রোমীয় তাবৎ ধনিগণকে তাঁহাদিগের ভূমিসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে ও সেই সকল জমি প্লিবিয়ান্‌দিগকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে। অন্যেরা কহেন জয়লব্ধ যে সমস্ত ভূমি পেট্রিষিয়ানেরা শতকরা দশটাকা কর দিব বলিয়া অধিকার করিয়াছেন, উক্ত কর প্রদান না করায় ঐ সকল জমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া প্লিবিয়ান্‌দিগকে (যাহাদিগের দ্বারা ঐ সকল অর্জ্জিত হয়) অল্প পরিমাণে পত্তনি দেওয়া হইবে। যেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাউক না কেন, এই নিয়মটী প্রেট্রিষিয়ানদিগের যেরূপ অসন্তোষজনক, প্লিষিয়ানদিগের তেমনি প্রীতিকর। সেনেট্ এই প্রস্তাবকর্ত্তা ক্যাষিয়সকে দূরীকৃত করিতে মনস্থ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সাধারণ লোকের প্রিয় পাত্র হইয়া রাজা হইতে ইচ্ছা করেন এই অপবাদ দিয়া

তাঁহাকে তদুপযুক্ত দণ্ড বিধানার্থ টার্পিআন্ পাহাড় হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অপরেরা বলেন, তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে গোপনে বিনষ্ট করে।

অনন্তর ত্রিশ বৎসর কাল রোমীয়েরা কেবল সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকেন। রাজ্য মধ্যেও গোলযোগের বিরতি ছিল না। প্লিবিয়ানেরা ট্রিবিউন্ পদ পাইয়া আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে আরম্ভ করিল। যে যে বিষয় তাহারা উত্থাপন করে, তাহাতেই সেনেট্ প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে প্লিবিয়ানেরা কৃতকার্য্য হইতে লাগিল। ট্রিবিউন গণ আগ্রেরিআন আইনের কথা উত্থাপন করিলেই সেনেট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের মন অন্যবিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, প্লিবিয়ানদিগের ক্ষমতা ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা প্রত্যেক শ্রেণীর স্বত্ব ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য একটী নিয়মাবলীর আবশ্যকতা জানাইল। প্লিবিয়ান্দিগের ট্রিবিউন্ টরেন্টিলস্ এতাদৃশ আইনের প্রথম প্রস্তাব করেন। সেনেটের সভ্যগণ দেখিলেন, এই নিয়ম দ্বারা তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারিতার ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং তাঁহারা যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতাচরণ আরম্ভ করিলেন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সেনেট্ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তিন জন প্রসিদ্ধ নগরবাসী আথেন্স নগরে সোলন্ প্রণীত ব্যবস্থা পুস্তক আনয়ন করিতে

প্রেরিত হইলেন। আথেন্স নগরের তখন সাতিশয় প্রাদুর্ভাব, পেরিক্লিস প্রধান অধিনায়ক। দূতগণ দুই বৎসর পর রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দশজন বিজ্ঞতম পেট্রিষিয়ান্ ঐ আইনের সারাংশ নিষ্কাষিত করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের শাসনকাল এক বৎসর অবধারিত হইল, কিন্তু প্রভুতার অবধি রহিল না। রাজ্যের সমস্ত ভার ও ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে পতিত হইল। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কিছু দিনের জন্য অবসৃত হইলেন। এই অভিনব শাসনকর্ত্তাদিগকে দশমণ্ডল বলিত। প্রথমতঃ ইঁহারা ঈদৃশ সুনিয়মে ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, সাধারণ লোক উগ্রস্বভাব ট্রিবিউন্‌দিগের অপসরণে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া এবম্বিধ শাসনের নৈয়ত্য অভিলাষ করিতে লাগিল। এই রূপে একবৎসর গত হইল। নিযোজিত দশমণ্ডল যে আইন গুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সেনেট্ ও প্লিবিয়ান্‌দিগের নিকট অর্পিত হইল। উভয়েই উহা গ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু কয়েক জন জানাইলেন যে, আরও দুই একটা বাড়াইলে ভাল হয়। তদনুসারে দশমণ্ডলের কর্ত্তৃত্ব আর এক বর্ষের জন্য স্থায়ী হওয়া আবশ্যক হইল। সাবেক দশমণ্ডলের মধ্যে আপিয়স্ ক্লডিয়স্ নামে এক ব্যক্তি দুঃসাহসী ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। তিনি উক্ত কর্ম্মে প্রার্থী হইয়া কেবল স্বয়ং কৃতকার্য্য হয়েন এমত নহে, অন্য নয়জনকেও আপনার দলের লোক হইতে নিযুক্ত করিতে সমর্থ।

এক্ষণে আপনাদিগের পদ সুদৃঢ় দেখিয়া নূতন দশম-ণ্ডল মুখাবরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কি পেট্রিষিয়ান্ কি প্লিবি-য়ান, সকলেই তাঁহাদের অত্যাচারে পিষ্ট হইয়া কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিল না। দশমণ্ডল, একবৎসর গত হইলে, অদ্যাপি কার্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া আপন আপন ক্ষমতায় প্রভুতা ও অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেনেটের অনেকেই বিরক্ত হইয়া রাজ্যের ভাবনায় জলাঞ্জলি দান পূর্ব্বক পল্লীগ্রামস্থ নিভৃতাবাসে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্লিবিয়ানেরা সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল। যখন সমুদয় এরূপ বিশৃঙ্খল হইল যে, আর কোন দিকে আশা নাই, তখন এপিয়স্ এমনি একটী লজ্জাজনক কার্য্য করিয়া বসিলেন যে, দশমণ্ডলের সমুদয় প্রভাব ভূমিসাৎ হইল, এবং পূর্ব্ব কর্ম্ম-চারীরা স্ব স্ব পদে পুনঃ স্থাপিত হইলেন। বর্জিনিয়া নাম্নী একটী পরমরূপবতী কন্যা বিদ্যালয়ে যাইতেছিল। এপি-য়স তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনার একজন অনুগত লোককে ঐ কন্যাটীকে দাস বলিয়া দাওয়া করিতে বলিলেন। সে তদনুসারে কার্য্য করিলে ঐ বিষয়টী এপিয়সের বিচারাধীন হইল। এপিয়স হুকুম দিলেন ঐ কন্যাটী প্রবঞ্চিত প্রভুকে প্রত্যর্পিত করা হয়। বর্জ্জিনিয়ার পিতা বর্জ্জিনিয়স কন্যার মান বজায় রাখিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্নিহিত দোকান হইতে একখানা ছুরী আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা কন্যার বক্ষঃ-

স্থলে আঘাত করিলেন। পরে সেই রক্তাক্ত ছুরিকা উত্তো লন করিয়া ধরিয়া তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, এপিয়স্! আমি এই রক্ত দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার মস্তক নরকের দেবতাদের নিকট উৎসর্গ করিব। অনন্তর সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া দশমণ্ডলের দৌরাত্ম্যের উন্মূলন করিতে নগরবাসীদিগকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। মহা গোলযোগ উপস্থিত। সকল লোক একত্র ও সৈন্যসমবেত হইয়া দশমণ্ডলকে পরাজিত করিল ও পূর্ব্বমত শাসনপ্রণালীর অবলম্বনে স্থিরচিত্ত হইল। সতী স্ত্রীর জীবন দান দ্বারা রোম রক্ষিত হওয়ায় এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। দশমণ্ডল আপনাদের অপরাধের জন্য জওয়াব দিতে আহুত হইলেন। কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ ও কেহ কেহ নির্ব্বাসিত হইলেন, এবং দুই জন কারারুদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহারা প্রথম বৎসরে দশটী ও পরে দুইটী এই বারোটী আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ আইন গুলি অনুমোদিত ও স্থিরীকৃত হইল। দ্বাদশ ফলকে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে "দ্বাদশ ফলকের নিয়মাবলী" কহে। তাহার কিয়দংশ মাত্র এক্ষণে পাওয়া যায়। দশমণ্ডলেরা কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর প্রভুতা করেন। খৃঃ পূঃ ৪৪৭ অব্দে তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা নির্ম্মূলিত হয়।

চারি বৎসর পরে প্লিবিয়ানদিগের ট্রিবিউন্ গণ জিদ্ করিয়া বসিলেন যে, এতদিন কেবল পেট্রিষিয়ানেরাই কন্সল্ পদ পাইয়া আসিতেছেন এক্ষণে প্লিবিয়ান দিগে-

রও উক্ত সর্ব্বপ্রধান পদ পাওয়া উচিত। এই নূতন প্রস্তাবে আবার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া নানা তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। সেনেট্ কোনরূপেই অনভিজাতদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া উক্ত পদের গৌরব হানি করিতে পারেন না। কিন্তু প্লিবিয়ানেরা নিতান্ত বিরোধী হওয়ায় এক তৃতীয় পথ অবলম্বিত হইল। দুই জন কন্সলের পরিবর্ত্তে ছয় জন করিয়া সাংগ্রামিক ট্রিবিউন্ নিযোজিত হইবেন. তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জন প্লিবিয়ান হইতে পারিবে। প্লিবিয়ানগণ এই সম্মতিতেই এত আনন্দিত হইয়াছিল যে, কতিপয় বৎসর কেবল পেট্রিষিয়ানেরাই নিযোজিত হইতে লাগিলেন। প্লিবিয়ানেরা আর কিছু অধিক প্রার্থনা করে নাই কেবল এই প্রধান পদে তাহারা অধিকারী নহে এই অপমান দূরীকৃত হইলেই যথেষ্ট। যাহাহউক, সেনেটের সভ্যগণ জো পাইলেই (যখন আপনারা প্লিবিয়ানদিগের উপর অসঙ্কোচেপ্রভুতা করিতে পারিতেন) কন্সল্ নিযুক্ত করিতে বিমুখ হননাই। কিন্তু এসময়ে রাজ্যমধ্যে এক প্রকার শান্তি ছিল। বিশেষতঃ দ্বাদশ ফলকের নিয়মাবলীর জঘন্য নিয়মটী, যে নিয়মদ্বারা পেট্রিষিয়ান্ ও প্লিবিয়ান্দিগের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল. উঠিয়া গিয়া অধিক সমুন্নতি হইতে লাগিল। উভয় জাতি পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবাতে জাতিমূলক দ্বেষ ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং উভয়ই উভয়ের উন্নতিতে যত্নবান্ হইল।

খৃঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে রোম নগরে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ

হওয়ায় স্পিউরিয়স্ মিলিয়স নামে একজন সম্পন্ন প্লিবিয়ান নিষাদী, হিট্রুরিয়া হইতে যত শস্য পাওয়া যায়, তাহা ক্রয় করিয়া নগরবাসিগণকে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে সাধারণ লোক তাঁহার প্রতি যেমন অনুরক্ত হইল, সেনেট্ সেই পরিমাণে বিরক্ত হইলেন। তিনি রাজা হইতে অভিলাষ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল; এবং যেন রোমীয় সাধারণতন্ত্রের আসন্ন বিপদ উপস্থিত এই বিবেচনায় তন্নিরাকরণের নিমিত্ত একজন ডিক্টেটর নিযুক্ত হইলেন। হতভাগ্য মিলিয়স তাঁহার বিচারের ফল পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া সাধারণ লোকের শরণ লইলেন। সহকারী ডিক্টেটর আহালা ইহা দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিয় একাঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন। বৃদ্ধ ডিক্টেটর সিন্সিনেটস অত্যন্ত দয়ালু হইয়াও পক্ষপাত বশতঃ তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, বেশ করিয়াছ বৎস, বেশ করিয়াছ, তোমা হইতেই সাধারণ তন্ত্র বজায় থাকিল।

খৃঃ পূঃ ৪৩৮ অব্দে হইতে ৪০৪ অব্দ পর্য্যন্ত রোমীয়েরা কেবল প্রতিবাসী জাতির সহিত অবিচ্ছিন্ন কলহে আসক্ত থাকেন। তাঁহাদিগের প্রভাব ক্রমেই বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছিল। নিয়ত যুদ্ধে নাগরিকেরা অস্ত্র ব্যবহারে বিলক্ষণ অভ্যস্ত ও অনুরক্ত হইয়া ক্রমে সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করিবার উপযোগী হইতে লাগিল। ভিয়াই নগরের সহিত রোমের সর্ব্বদাই বিবাদ হইত। এই নগর রোম হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ অন্তরে হিট্রুরিয়া প্রদেশে অবস্থিত। নগরবাসীরা

বাণিজ্য ব্যবসায় লইয়াই থাকিত; শান্তি ও উপার্জ্জনই ই-হাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রোমীয়েরা এই নগর আক্রমণ করিলেন। রোমবাসিগণের প্রধান উদ্দেশ্য জয়লাভ। তাঁহাদের দক্ষিণস্থ সাম্নাইট্ জাতি অত্যন্ত প্রবলপ্রতাপ ছিল। সে দিকে রাজ্য বিস্তার কঠিন বিবেচনায় হিটরুরিয়া তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য হইল। ভিয়াই নগর উক্ত প্রদেশের দ্বার স্বরূপ, সুতরাং ইহা অগ্রে আয়ত্ত করিতে না পারিলে অন্য নগর জয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেনেট্ বিলক্ষণ পরাক্রম সহকারে ঐ নগরের আক্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তৎসন্নিহিত রাজগণ ভিয়াই নগরের পতনে আপনাদের নিপাত জানিয়া সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে রোমীয় সৈন্যগণ আপনাদিগের ব্যয়ে যুদ্ধে গমন করিত, সুতরাং কৃষি কার্য্যের সময় তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইত। এবার ভিয়াই নগর শীতকালে আক্রান্ত রাখিবার নিমিত্ত, সেনেট সৈন্যগণকে বেতন দিতে বাধ্য হইলেন। এই নূতন ঘটনায়, কি সৈন্যনিয়ম কি রাজ্যনিয়ম, সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইল। এতদ্দ্বারা সেনেট সভা দেশের উন্নতি সাধনে নির্ব্বাধে সমর্থ হইলেন। নাগরিকেরা বেতনের নিশ্চয়ে ও লুঠের দ্রব্য পাইবার আশয়ে ট্রিবিউন্ দিগের বারণ না শুনিয়াই সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ট্রিবিউন্গণ সৈন্য সংগ্রহ নিবারণ করিয়া সেনেট্কে দমনে রাখিতে পারিতেন। দশ বর্ষ আক্রমণের পর ভিয়াই নগর কামিল্লসের নিকট পরাজিত হইল।

খেদের বিষয় এই যে, শৌর্য্যসম্পন্ন সেনানী কামিল্লস্ লুণ্ঠিত দ্রব্যে কিছু অন্যায় আচরণ করায় এবং রোমনগরী ভিয়াই নগরে লইয়া যাইবার জন্য ট্রিবিউনেরা যে প্রস্তাব করেন, তাহার বিরোধী হওয়ায় খৃঃ পূঃ ২৯০ অব্দে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন।

পর বৎসর গলজাতি ইটালির উর্ব্বরতা শ্রবণে প্রলোভিতহইয়া,ব্রিটেন,ফ্রান্স ও স্পেন্ হইতে আগমন পূর্ব্বক রোমনগর বিধ্বংসিত করে। একদল গল জাতি আল্প্স পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ইটালির সমতল ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া এবং পো নদী পার হইয়া হিট্রুরিয়া প্রদেশ লুট করিতে লাগিল। গলেরা ক্লুসিয়ম আক্রমণ করিলে টস্কানির অধিবাসিগণ রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমীয়েরা, ভদ্রসন্তান কিন্তু অপক্কবুদ্ধি ও অবিনীত তিনটী যুবককে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। দূতত্রয় সেনেটের অনুমত্যনুসারে গলদিগকে আক্রমণ হইতে বিরত হইতে বলিলেন। তাঁহাদিগের উদ্ধত স্বভাব ও কার্য্যে বিরক্ত হইয়া গলেরা তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিল না। যুবকত্রয় আপনাদের পবিত্র দূতবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া নাগরজনের সহিত শত্রুদিগের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। গলদিগের নায়ক ব্রেণস্ এই বিশ্বাস ভঙ্গ জানাইতে রোমে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা মলিনচরিত্র দূতত্রয়কে শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাদিগকে উন্নত পদ প্রদান করিলেন। এই সম্বাদ পাইয়া গলেরা ক্রোধে জ্বলিত হইয়া ক্লুসিয়ম্ অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য সহিত রোমাভি-

মুখে যাত্রা করিল। বোধ হয়, রোমীয়েরা এই দুঃসময়ে হতবুদ্ধি ও হতসাহস হইয়া ছিলেন। ডিক্‌টেটর নিযুক্ত না করিয়া এক অনভিজ্ঞ যুবকের উপর সৈন্যের ভার অর্পিত হইল। রোম হইতে এগার মাইল্ অন্তর এলিয়া নামক স্থানের নিকট উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইলে এক যুদ্ধ হয়। রোমীয়েরা ঐ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েন। অনন্তর ব্রেণস্ রোমনগর লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন। রোমনগর আত্মারক্ষার্থে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল।

শত্রুগণ উপস্থিত হইলে সাধারণ লোক এবং পুরোহিতগণ সন্নিহিত প্রদেশে পলায়ন করিলেন। সেনেটের সভ্য এবং মাজিস্ট্রেটগণ প্রায় এক হাজার সৈন্য সহিত কাপিটল্ নামক দুর্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিক্ যথাবিধি সুরক্ষিত হইল। নগর মধ্যে কেবল কতিপয় বৃদ্ধ পেট্রিষিয়ান ও প্লিবিয়ান ছিলেন। তাঁহারা রোম নগরের ধ্বংস দেখিয়া বাঁচায় প্রয়োজন কি এই বিবেচনায় কোন স্থানে পলায়ন করেন নাই। গলেরা নগর প্রবেশ মাত্রে নিরাশ্রয় বৃদ্ধগণকে বধ করিয়া গৃহপ্রভৃতি সমুদয় ভস্মসাৎ ও ভূমিসাৎ করিয়া কাপিটল আক্রমণ করিল। একদিন কতিপয় গল এক অসুরক্ষিত পথ দ্বারা প্রায় পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে রাজহংসীর চীৎকার শব্দে মান্‌লিয়স্ জাগরিত হইয়া উক্ত স্থানে বেগে উপস্থিত হইলেন, এবং অগ্রগ ব্যক্তিকে নিপাতিত করিয়া বন্ধুগণের আগমন পর্য্যন্ত

অন্যলোকদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর সাত মাস আক্রমণের পর শরৎকালীন পুতিগন্ধি বায়ু দ্বারা শত্রুপক্ষীয় অনেকের পীড়া হইতে লাগিল। অনেকেই কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এদিকে কাপিটলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ বশতঃ সকলেই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। সুতরাং উভয় জাতি পরস্পর সন্ধি করিতে অভিলাষী হইল, এবং ব্রেণস্ সার্দ্ধ চারি লক্ষ টাকা পাইয়া রোমরাজ্য ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন। কামিল্লস ব্রেণস্‌কে পরাভব করেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা অতি বিস্ময়কর হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

খৃঃ পূঃ ৩৮৯ অব্দে রোম গলজাতি কর্ত্তৃক উৎসাদিত হয়। গলেরা প্রস্থান করিলে সেনেটের সভ্যগণ কাপিটল হইতে অবতরণ করিলেন এবং যে যেখানে প্রস্থান করিয়াছিল সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হইল। কিন্তু রোমনগর কেবল ভস্মাবশিষ্ট হওয়ায় সাধারণ লোক ইহা পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রস্তুত ভিয়াই নগরে বাস করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় গোলযোগ আরম্ভ করিল। সেনেট নির্ব্বাসিত কামিল্লাস্‌কে পুনরাহ্বান করিলেন, এবং তাঁহারই সাহায্যে প্লিবিয়ান্‌দিগকে অনেক বুঝাইয়া এই সাংঘাতিক প্রস্তাব হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কামিল্লস্‌কে তন্নিমিত্ত রোমের দ্বিতীয় স্থাপয়িতা কহে। নাগরিকেরা রোমে বাস করাই স্থির করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণে সত্বর হইল।

রোমনগরের পুনঃসংস্থাপন হইতে প্রথম কার্থেজীয় সমরের আরম্ভ পর্য্যন্ত।

ম্যানলিয়সের প্রাণদণ্ড। লিসিনসীয় ব্যবস্থা। পিলীবিয়ানদিগের রাজ্য কার্য্যে অধিকার লাভ। কর্সিয়স। স্যামনাইটদিগেরর সহিত সমর। বিসুবিয়স পর্ব্বতের যুদ্ধ। কডাইন ফর্ক। হিটুরিয়দিগের সহিত সমর। রোমের সমৃদ্ধ অবস্থা। পিরসের সহিত সমর। রোমীয়দিগের ঔপনিবেশিক প্রথার আবির্ভাব।

যাহাদিগের সহিত রোমানেরা আপনাদিগের রাজ্যের সূত্রপাতাবধি সমরে রত ছিলেন, রোমনগরের পুনর্নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই সেই সকল সন্নিহিত জাতি আবার রোমান্‌দের বিপক্ষে শস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালের প্রধান রোমীয় সেনানায়ক কামিল্লস্‌কর্ত্তৃক উহারা পরাভূত হইয়া ছিল। যে ম্যান্‌লিয়সের বলে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, শত্রুহস্ত হইতে রোমের দুর্গ পরিরক্ষিত হয়, তিনি গলদিগের প্রস্থানের চারি বৎসর পরে নির্ধন প্রজাগণকে স্ব স্ব গৃহ নির্ম্মাণার্থ নব নব ঋণজালে জড়িত ও ধনী পেট্রিষিয়ান্‌ দ্বারা সাতিশয় উদ্বেজিত দেখিয়া অনুকম্পাপরবশ হইয়া স্বধন ব্যয়ে উহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে ধনীরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা ম্যান্‌লিয়স্‌ রাজা হইবার নিমিত্ত সাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিল। তাঁহার পরীক্ষার্থ একজন ডিক্টেটর নিযুক্ত হইলেন। মৃত্যুদণ্ড বিধান হয় হয় এমন সময়ে

ম্যান্‌লিয়স্ জনসমূহকে স্বরক্ষিত গিরিদুর্গ নিরীক্ষণ করিতে আহ্বান করিলেন। কথিত আছে যে, ঐ দুর্গনিরীক্ষমাণ প্রজাগণের সমক্ষে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড বিধানে অক্ষম হইয়া অভীষ্টসাধনের নিমিত্ত বিচারকদিগকে বিচারসভার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ম্যান্‌লিয়সের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইল এবং তিনি যে পর্ব্বত হইতে রাজ্যের শত্রু নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, স্বয়ং সেই পর্ব্বত হইতেই নিক্ষিপ্ত হইলেন।

ম্যান্‌লিয়সের এই দণ্ডবিধানে সাধারণ প্রজাগণের সমস্ত আশা ভরসা ভগ্ন হইয়া গেল। এই রূপে ক্যাষিয়স্ ও মীলিয়স্ তাহাদের পক্ষ হইয়া পেট্রিষিয়ান্‌বর্গ কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছিল, ইহা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা এই রূপে দেখিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদের পক্ষ আশ্রয় করিতে গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বলপূর্ব্বক আহত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের দুঃখের যে অবসান হইবে এরূপ কোন সম্ভাবনা রহিল না। গলদিগের আক্রমণেও রোমনগর লুঠ হওয়াতে তাহাদের ঋণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের উত্তমর্ণেরা এক্ষণে সমধিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, যখন পেট্রীষিয়ানেরা রাজ্যমধ্যে অনন্যসাধারণ প্রভুতা প্রায় অধিকার করিয়া আনিয়াছে, এবং সাধারণ প্রজারা উদয়াশাশূন্য হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে দুই ব্যক্তির সাহস ও অধ্যবসায়ে ঐ প্রজাদিগের গতপ্রায় উৎসাহ পুনরুত্তেজিত হইয়াছিল, এবং রাজ্যমধ্যে

তাহাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এই বিষয় পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিতে হইলে ইহা প্রথমে বলা উচিত যে, এই সময়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শূদ্রজাতি হইতে আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করেন, পেট্রিষিয়ানেরাও সেইরূপ অবশিষ্ট প্রজাবর্গ হইতে আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট জাতি করিয়া তুলিযাছিলেন। রাজ্যমধ্যে উঁহারাই সম্ভ্রান্ত ও ধনী ছিলেন। উঁহারাই কেবল সেনেট্‌সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। উঁহারাই অধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য লইয়া যাইতেন এবং রাজ্যশাসন ও ব্যবহারদর্শন করিতেন। উঁহারাই কেবল মহামান্য পূজকতা কার্য্যের অধিকার সম্ভোগ করিতেন। এদিকে প্রায় দরিদ্র ও শ্রমজীবী লোক লইয়াই প্লিবিয়ান্ শ্রেণী সম্বদ্ধ হইয়াছিল। এই শ্রেণী হইতেই সেনা পরিগৃহীত হইত। প্রথমে পেট্রিষিয়ান্ ও প্লিবিয়ান্ এই দুই জাতির মধ্যে বিবাহবিধি সমাহিত হইত না; কিছু পূর্ব্বে ঐ গর্হাস্পদ রীতি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অধিকন্তু কতকগুলি প্লিবিয়ান্ সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই দুই অবস্থা উহাদিগের মনে শাসনসংক্রান্ত সম্মান সম্ভোগ করিবার বাসনা উৎপাদন করিল। নগরে দুই দলের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে, ট্রিবিউন পদে অধিষ্ঠিত লিসিনস্ ও সেক্‌টস্ নামক দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি "লিসিনিয়ান রোগেশন" নামক ব্যবস্থা প্রণালী প্রচার করিবার প্রস্তাব করিলেন। উহার অভিপ্রায় এই;—

প্রথমতঃ—সাংগ্রামিক ট্রিবিউনের পরিবর্ত্তে দুই জন কন্সল নিযুক্ত করিতে হইবে; এবং ঐ কন্সলদ্বয়ের একজন প্লিবিয়ান হইতে পরিগৃহীত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—যাহাকিছু কুসীদ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত মূলধন হইতে বিয়োজিত হইবে, অবশিষ্ট মূলধন বাৎসরিক তিন কিস্তিবন্দীতে পরিশোধিত হইবে।

তৃতীয়তঃ—রোমবাসী কেহই দেড় হাজার বিঘা জমীর (পাঁচ শত একর ভূমির) অধিক অধিকার করিতে পারিবে না। এবং পেট্রিষিয়ানেরা যে সকল ভূমি উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণ ধনাগারে কর প্রদান করিতে হইবে।

এতাবৎ কাল ভারতবর্ষের শূদ্রজাতির ন্যায় ঘৃণাস্পদ ব্যক্তিব্যূহের সম্মানপ্রদ এই মহৎ ফলোপধায়ক ব্যবস্থাগুলি যে ঘোরতর বিবাদ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হইবে না ইহা অনায়াসেই বোঝা যাইতেছে। এই সকল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় এই বিষয়ে ধর্ম্মাধিকরণনিযুক্ত পুরুষেরা সাধ্যানুসারে দশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। নগরের শাসনকার্য্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাহউক, লিসিনস্ নিতান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে আপনার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার কোনটীই পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি অসামান্য অধ্যবসায় সহকারে পরিশেষে ধর্ম্মাধিকরণ হইতে প্রজাদিগের হিতকর এই ব্যবস্থাপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপনের অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্লিবিয়ানেরা খৃঃ পূঃ ৩৬৬ সালে কন্সল্ পদে অধিকারলাভ

করিয়া পরত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ অন্যান্য শাসন-কার্য্যেও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। শেষে খৃঃ পূঃ৩০০ অব্দে পূজকতার অধিকারও তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পেট্রিষিয়ান ও প্লিবিয়ানেরা রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সমাধিকার সম্ভোগ করাতে ঐ দুই দলের মধ্যে ঈর্ষার কারণ সমস্ত নিরস্ত হইল। এই সময় হইতেই রোমান্‌দিগের সৌভাগ্য সঞ্চারের আরম্ভ ধরিতে হইবে। এই সময় হইতেই রাজ্যমধ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা সেনেটের পরামর্শানুসারে বিদেশজয় ও জাতির অভ্যুদয়সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এই বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারদর্শন কন্সল্‌দিগের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইল। অভিযোগ সমাধানের নিমিত্ত প্রীটর নামে এক নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল।

প্লিবিয়ানদিগের কন্সল পদ প্রাপ্তির পর চব্বিশ বৎসর অতীত হইলে স্যামনিয়ান্ সমর আরম্ভ হয়। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে হঠাৎ একবার নগরের একস্থল ফাটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে পূজকেরা বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না ঐ কাটলে রোমান্‌দিগের বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত বস্তু নিক্ষিপ্ত হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মুদ্রিত হইবে না। ঐ কথায় কর্টিয়স নামক একজন সাহসী নাগরিক পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, রোমান্‌দিগের শক্তি ও শস্ত্র অপেক্ষা বহুমূল্যতর আর কিছুই নাই, এই বলিতে বলিতে অশ্বারোহণে ঐ গহ্বরে পতিত হইল। উক্ত আছে যে, ঐ গহ্বরের মুখ তখনই যুড়িয়া গিয়া সমভূমি হইল। গলেরা এইসময়ে রো-

মান্‌দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই। ম্যান্‌লিয়স অলৌকিক সাহস প্রকাশ করিয়া বাহুযুদ্ধে উহাদিগের মহান্ যোদ্ধাকে নিহত করাতে উহারা ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রস্থান করে। এই সময়ে সেনটের অধিষ্ঠিতেরা লিসিনস্ কৃত ব্যবস্থা রহিত এবং দুই জন পেট্রিষিয়ান্‌কে কন্সল পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইলেও সাধারণ প্রজারা (প্লিবিয়ানেরা) নগরবাসীর ক্ষমতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যুদিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে রোমান্‌দিগের সমরব্যাপার রোমনগরের চতুর্দ্দিকে ত্রিশ মাইল বা পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এই সীমান্তঃপাতী শত্রুবর্গেরা এক্ষণে পরাভূত হওয়াতে উঁহারা দূর প্রদেশ সকল জয় করিবার নিমিত্ত সমুদ্ধত হইয়া উঠিলেন; এবং ঐ ক্ষণেই সমস্ত ইটালির আধিপত্য উঁহাদিগের নয়নপথে ভাসমান হইতে লাগিল।

খৃঃ পূঃ৩৪২ সালে অর্থাৎ রোমনগর সংস্থাপিত হইবার ৪১০ বৎসর পরে, স্যামনাইটদিগের সহিত রোমকদিগের সাংগ্রামিক সংস্পর্শ হইল। যে সময়ে রোমানেরা সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিতে ব্যাপৃত ছিলেন,সেই সময়ে স্যামনিয়ম্‌বাসীরা ইটালীর দক্ষিণ রাজ্য সমস্তে জয়বিস্তার করিতে ছিল। উহারা ক্যাম্পেনিয়া আক্রমণ করাতে তদ্দেশবাসিরা উহাদের প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া রোমান্‌দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমানেরা ঐ সাহায্য দানে সন্দিহান হওয়াতে, ক্যাম্পেনিয়ার দূতেরা

স্বজাতির উপদেশানুসারে স্বদেশ, সম্পত্তি ও অধিবাসিদিগকে রোমান্দের হস্তে সমর্পণ করিল। রোমানেরা ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া স্যাম্নাইট্দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, অধুনা ক্যাম্পেনিয়া রোমের শরণ লইয়াছে, উহাকে আর বিরক্ত করিতে পারিবেনা। স্যামনাইটেরা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া সগর্ব্ব প্রত্যুত্তর প্রদান করাতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল, যে যুদ্ধ ষাটিবৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইয়া ইটালীর সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশ রোমান্দিগের সম্যক্ অধীন করিয়া নিঃশেষ হয়।

যুদ্ধের প্রথম বৎসরে রোমকেরা স্যামনাইট্দিগের নিকট দুইবার জয় লাভ করেন। একদল বৃহৎ রোমীয় সৈন্য ক্যাম্পেনিয়ার মনোরম জলবায়ু পরিসেবনে শ্রমবিমুখ হওয়াতে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; উহাদিগের বশীকরণে দ্বিতীয় বৎসর অতীত হইল। তৃতীয় বৎসরে স্যামনিয়মবাসীরা রোমকদিগের প্রবর্ত্তিত স্বদেশের দুরবস্থা সন্দর্শনে নিতান্ত ভগ্নচিত্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। খৃঃ পূঃ ৩৪০ সালে রোমানেরা ঐ সন্ধিতে অনুমোদন করেন। কিন্তু স্যামনাইটদিগের সমরানল নির্ব্বাণ হইতে না হইতেই আর এক ভয়ঙ্কর শত্রু রোমান্দের বিপক্ষে শস্ত্রধারণ করিল। একশ পঞ্চাশ বৎসর হইল, যে লাটিন্জাতি রিজিলস্ হ্রদের সন্নিধানে সম্যক্ পরাভূত হইয়া এই বিস্তৃতকাল রোমকদের অটল [illegible] হইয়াছিল এবং যে জাতি হইতে রোমান্দের বহু- [illegible]ক সৈন্য সঙ্গৃহীত হইত, তাহারা বিদ্রোহাচরণে

প্রবৃত্ত হইয়া ক্যাম্পেনিয়া-বাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। ক্যাম্পেনিয়াবাসীরাও এক্ষণে স্বশত্রু স্যাম্‌নাইট্‌-দিগের পরাভবে রোমান্‌দের বশ্যভাবাপনয়নে সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছিল। লাটিন্‌দিগের দশজন প্রধান ব্যক্তি উহাদের সমরসজ্জার হেতু বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত রোমে উপস্থিত হইতে সেনেট কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। লাটিনেরা এই প্রত্যুত্তর দিল যে, "আমরা রোমসাধারণ-তন্ত্রের উন্নতিসাধনের সাধনভূত। তবে আমরা রোমান্‌-দের সহিত সমান অবস্থা সম্ভোগ করিব না কেন? আর আমরা প্রার্থনা করি যে, সেনেটের অর্দ্ধেক লোকও কন্সলদিগের একতর লাটিনজাতি হইতে পরিগৃহীত হইবে"।

সেনেট অধিষ্ঠিত পুরুষেরা এই সকল প্রার্থনায় সাতি-শয় অপশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রণ করিতে সজ্জিত হই-লেন। ঐ রণ যে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে ইহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। যে সকল ব্যক্তিরা উঁহাদের সহিত এক-শ্রেণীতে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, যাহারা অবিকল উঁহাদের রীতিতে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিতেছে, এবং যাহাদের ভাষা উঁহাদের ভাষা হইতে বিভিন্ন নহে, এক্ষণে তাহাদের সহিত সমর করিতে হইবে বলিয়া রোমান্‌দের পক্ষে সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন এই নিয়ম প্রচারিত হইল যে, কোন সৈনিক পুরুষ আপ-নার পদের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়া রণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। সমরারম্ভের কিয়দ্দিন পুর্ব্বে কন্সল ম্যান্‌-

লিয়সের পুত্র একদল সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া শত্রুপক্ষীয় এক দল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শত্রুদিগের সেনাপতি উঁহাকে অনন্যযুদ্ধে * আহ্বান করে। যুবা ম্যান্‌লিয়স্‌ যৌবনসহচর উৎসাহে সেনাপতির প্রচারিত নিয়ম ভুলিয়া গিয়া শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, এবং উঁহাকে সমরে নিহত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সমভিব্যাহারে জয়োল্লাসে পিতার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

যদিও এই অনাবশ্যক নির্দ্দয়তার কার্য্যে শিবির মধ্যে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহাতে এরূপ সুশৃঙ্খলা সুরক্ষিত হইয়াছিল, যাহা পর সমরে সাতিশয় কার্য্যোপধায়ক হইয়াছিল। যে দুই সেনানী এত কাল একত্র এক পতাকার অধীনে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা বিসুবিয়স পর্ব্বতের সমীপে ঘোরতর সমর করিবার নিমিত্ত পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমে উভয় সৈন্যই সমান অধ্যবসায়ে সমর করিয়াছিল; কিন্তু বামভাগস্থিত রোমীয় সৈন্যেরা শিথিল হইয়া পড়িয়া শত্রুকে অবকাশ দিতে আরম্ভ করিল। উহাদের অধ্যক্ষ কন্সল ডিসিয়স্‌মস্‌ আপনাদের জয়লক্ষ্মী রক্ষা করিবার আশায় নিবিড় শত্রুদলের মধ্যে বেগে ধাবমান

* অন্য ব্যক্তির সহায়তা না লইয়া যোদ্ধা দ্বয়ের পরস্পর যে যুদ্ধ হয় অনন্য যুদ্ধ শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। ইংরাজিতে ইহাকে সিঙ্গল কম্ব্যাট বলে।

হইয়া মৃত্যুমুখে আত্ম সমর্পণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যে-রাও তৎক্ষণাৎ আবার বেগে শত্রুসেনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং জয়প্রবাহের গতি পরিবর্ত্তিত করিল। লাটি-নেরা সম্যক্ সমাক্রান্ত হইয়াও এই মহাসমরে পরাভূত হয় নাই। পর বৎসরের সমরে উহারা পরাজিত হইয়া-ছিল। উহাদের প্রধান নগর সমূহের মধ্যে যেটী যেরূপ রোমের সহিত ব্যবহার করিয়াছিল, সেটী তদনুরূপ পুর-স্কৃত হইল, অর্থাৎ যে নগর রোমের প্রতি অধিক প্রতি-কূলতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাকে অধিক, আর যে নগর অল্প তাহাকে অল্প পরিমাণে নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ ঐ জাতি এক্ষণে অধীনাবস্থায় অব-স্থাপিত হইল। ক্যাম্পেনিয়ার যে সকল নগর সমর সময়ে লাটিনদের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছু মাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। তাহাদের অধিকৃত সমস্ত ভূমি তাহাদের অধিকার চ্যুত করিয়া, যে সকল রোমকেরা ক্যাম্পেনিয়ায় বাস করিয়াছিল, তাহাদিকে প্রদত্ত হইল। দৃঢাধ্যবসায়সম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, সেনেট অধিষ্ঠিত পুরুষেরা কিসে সকল বিষয়ের উন্নতি হয় সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। লাটিনদের এই পরাজয়ের কয়েক বৎসর পরে, প্রতিবৎসরে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবার যে পূর্ব্ব-তন প্রথা ছিল, তাহা তাঁহারা পরিবর্ত্তিত করিয়া সেনা-পতির পরিবর্ত্তন স্বীকারেও সেই এক সৈন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাঁহা-রা আরও কিছু উন্নতিসাধক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেও সেই সেনাপতিরাই প্রোকন্‌সল নাম প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকিবেন, এই নিয়ম প্রচারিত হইল।

স্যামনাইটদিগের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বাদশ বর্ষপরে রোমানেরা উহাদের সন্নিহিত ভূমিতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া অপকার করিতে আরম্ভ করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৭ সালে সমরানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সাত বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং রোমানেরাই সর্ব্বদা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়েই, ঋণের নিমিত্ত কেহ অধমর্ণদিগের শরীর আক্রমণ করিতে পারিবেন না, তাহাদের যাহা কিছু বিষয় বিভব থাকিবে, তাহাই সেই ঋণের দায়ী হইবে, এতদভিপ্রায়ক এক ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, অধুনা সভ্যতার পরাকাষ্ঠায় অধিষ্ঠিত ইংলণ্ড ও আমেরিকা বাসি জাতি দ্বয়ের মধ্যেও কখন এরূপ ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত সংস্থাপিত হয় নাই। সপ্তম বৎসরে স্যা[illegible]ইট্‌ সৈন্য, বিচক্ষণ সেনাপতি পণ্টিয়স্‌ দ্বারা সনাথ হইয়া রোমীয় সেনাকে এক অপ্রশস্ত মার্গে প্রবেশিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিল, এবং সেই সমস্ত বিপন্ন সৈন্যকে একটা যুগকাষ্ঠের (জোয়ালের) নিম্ন দিয়া গমন করাইল। এই ব্যাপার রোমান্‌দিগের পক্ষে সাতিশয় লজ্জাকর হইয়া ছিল। যে কাষ্ঠের নিম্ন দিয়া রোমান্‌দিগকে যাইতে হইয়া ছিল, তাহা "কডাইন ফর্ক"

নামে প্রসিদ্ধ। রোমানেরা বহুকালেও এই অপমান বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশে কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় এই বিষয়ের অজ্ঞতা রোমান্‌দের এই পরাভবের কারণ। যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা এই বিষয়ে বিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া স্যামনাইট জাতি কর্ত্তৃক বিহিত অপমানের যথোচিত প্রতিশোধ করিলেন। রোমের ইতিহাসলেখকেরা যাঁহাকে আলেক্‌জণ্ডরের তুল্য বলিয়া গণনা করেন, সেই মহারথী প্যাপিরিয়স্‌ কর্সর সেনাপতি হইয়া স্যাম্‌-নাইটদিগকে বারম্বার পরাভূত করেন।

কিছুদিন পরেই রোমের পুরাতন শত্রু হিট্রুরিয়েরা পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিল। রোমান্‌ সেনাপতি ফেবিয়স সাহস সহকারে দুরতিক্রমণীয় সিমিনিয়ান্‌ কানন ভেদ করিয়া গলদিগের সীমা অবধি [illegible] লুঠ করিয়া লইলেন। হিট্রুরিয়, স্যাম্‌নাইট্‌ এবং ইটালীর দাক্ষিণাত্য প্রদেশবাসি অন্যান্য জাতিদিগের সহিত রোমান্‌-দের যে সকল যুদ্ধ হয়, তৎসমুদায় উল্লেখ করিতেগেলে, পাঠকবর্গকে কেবল ক্লিষ্ট হইতে হইবে। এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সাতান্ন বৎসর যুদ্ধের পর রোম নগরের মধ্যে আর কোন গোলযোগ রহিল না, এবং বাহিরে চতুর্দ্দিকে উহার সৌভাগ্য বিস্তারিত হইতে লাগিল। হিট্রুরিয়ার ভূয়িষ্ট অংশ রোমের অধীন হইয়াছিল। স্যাম্‌নিয়ম ভয়ত্রস্ত হইয়াছিল। ঈশান কোণে অবস্থিত অম্ব্রিয়া ও নৈঋত কোণে অবস্থিত লিউকেনিয়া রোমান্‌-

দের নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়াছিল। রোমীয় সাধারণতন্ত্রের রাজ্য সমধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার উপনিবেশ সকল ইটালীর সর্ব্বত্র সন্নিবেশিত হইয়া লোকের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি সমুচ্ছিন্ন করিতে ছিল। কিন্তু এই নির্ব্বিবাদ অবস্থা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ইটালীবাসীরা এক্ষণে রোমান্‌দের অসীম রাজ্য লোভের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া এবং দিন দিন উঁহাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি অবলোকনে ভীত হইয়া সাতিশয় বিলাসপরায়ণ ও মৃগাহ্ টরেণ্টাইন্‌দিগের উত্তেজনে সকলে একমত হইয়া, স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টায় শস্ত্র ধারণ করিল। খৃঃ পূঃ ২৮১ অব্দে এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু রোমানেরা এককালে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের শত্রুর সহিত সমরে ব্যাপৃত ও উঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ জয় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। টরেণ্টাইনেরা গোপনে গোপনে অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে এই ঐক্যবন্ধ সংঘটন করিয়াছিল। পরিশেষে উহারা আপনাদের পোতাশ্রয়ে প্রবিষ্ট রোমীয় পোতসম্প্রদায় আক্রমণ করিয়া স্পষ্ট রূপে বিপক্ষতা প্রকাশ করিল। যে সকল রোমকেরা উহাদের হস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইয়াছিল; তাহাদের কতকগুলি নিহত হয়, আর কতকগুলি দাস রূপে বিক্রীত হয়। যাহা হউক, যখন টরেণ্টাইনেরা ভাবিয়া দেখিল যে, আপনারা তাদৃশ অল্পসংখ্যক ও দুর্ব্বল হইয়াও ইটালীর পরাক্রান্ত, জয়োন্নত জাতির সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন অন্যত্র সাহায্যপ্রাপ্তির মানস করিল। অনন্তর ইপাইরস্

দেশের অধিপতি পিরস্‌কে আপনাদের সাহায্য করিতে আহ্বান করিল।

গ্রীসদেশে ইপাইরস্‌রাজ পিরস একজন সুনিপুণ সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মতি স্থির ছিলনা। ইটালীতে অসীম প্রভাব প্রকাশ করিবার উপায় হইল এই বিবেচনায় তিনি টরেণ্টাইন্‌দের এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অনন্তর স্বীয় সুশিক্ষিত সৈন্য ও হস্তিযূথের সহিত গ্রীস্‌ হইতে যাত্রা করিয়া নিরাপদে ইটালীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রোমানেরা তাঁহার সহিত সঙ্গ্রাম করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অবিনেতা রোমান্‌ কন্সল সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইলেন। রোমকেরা করিসৈন্যের সহিত সমরে অভ্যস্ত না থাকাতেই ঐ পরাভব হয়। খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে পাণ্ডোসিয়া নগরে পিরসের এই প্রথম জয় লাভ হয়। অতঃপর পিরস্‌ সম্মানসূচক নানা সন্ধিপ্রস্তাব রোমে প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমানেরা এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে, তিনি ইটালীতে বর্ত্তমান থাকিতে তাহারা কখনই সন্ধি করিবে না। পর বৎসর আর এক দল সৈন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়। ঐ সৈন্যদলও আস্কিউলম নগরে সম্যক্‌ সংক্ষুভিত হয়। কিন্তু এই দুই যুদ্ধে পিরসের এত উত্তম উত্তম যোদ্ধা সকল নিহত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে হইল, "এইরূপ আর এক জয় লাভ করিলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে"। তখন তিনি ইটালী পরিত্যাগের উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত

হইলেন।এই অবস্থায় তিনি সিসিলিবাসীদের সাহায্য দানে আহুত হইলেন। এই সুযোগে তিনি মানে মানে ইটালী হইতে প্রস্থান করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে সিসিলিবাসীদের সাহায্য দানে সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি যে বৎসর ইটালীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় বৎসরে ঐ দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

পিরসের প্রস্থানের পর, যে সকল দাক্ষিণাত্য জাতিরা তাঁহার সাহায্য দান করিয়াছিল, রোমানেরা তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড বিধান করিতে যাত্রা করিলেন। এই অবস্থায় ঐ সকল জাতিরা সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিল। তৎকালে তিনি সিসিলিতে যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তাহা সুসিদ্ধ করিয়া তুলিবেন এরূপ আকার ছিলনা, সুতরাং মানে মানে ঐদ্বীপ পরিত্যাগ করিবার এই রূপ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় পরিতুষ্ট হই লেন, এবং ইটালী প্রত্যাগমনের নিমিত্ত পোতে আরোহণ করিলেন। প্রস্থান কালে তিনি ঐ দ্বীপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, আমরা কার্থেজবাসী ও রোমানদের কেমন সুন্দর বিবাদভূমি রাখিয়া চলিলাম। কার্য্যে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী বিলক্ষণ সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। পিরস ইটালীতে উপস্থিত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগের সমস্ত সৈন্য সঙ্গ্রহ করিলেন। অশীতি সহস্র পদাতি এবং ছয় সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার সৈন্য শ্রেণীতে সম্বদ্ধ হইল। [illegible]বেণ্টম্ নগরে রোমানদের সহিত তাঁহার এক ঘোরতর সঙ্গ্রাম হয়। ঐ সঙ্গ্রামে তাঁহার পঞ্চবিংশতি সহস্র

সৈন্য নিহত এবং সমস্ত পটগৃহ রোমানদের হস্তগত হয়। রোমানেরা ঐ সকল পটগৃহে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত নেত্রে তৎসমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বেই ঐ সকল পটগৃহ আপনাদিগের ভবিষ্যৎ পটগৃহ রচনার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিলেন। পিরস স্বল্প কাল পরেই ইটালী হই তে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলাগিয়াছে আর্গস ন-গরে প্রবেশ করিবার কালে তিনি নিহত হন।

পিরেসের পরাজয়ের একাদশ বৎসর পরে কার্থেজ-বাসীদিগের সহিত রোমানদের প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে রোমানেরা অধীন ও মিত্র রাজ্য সমূহের কুরীতি সংশোধনে এবং ইটালীর দক্ষিণাত্যপ্রদেশে আপনাদিগের প্রভুতার দৃঢ়ীকরণে নিযুক্ত হইলেন। ইহা-তে এই ফল দর্শিল যে, কার্থেজীয় সমরের পূর্ব্বেই রোম-নগর হিট্রুরিয়ার উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে আইওনিয় সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিক্ ভাগের সমুদ্র হইতে অপর দিকের সমুদ্র পর্য্যন্ত ইটালীর সমস্ত প্রদেশের উপর আ-ধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সিসাল্পাইন্ অর্থাৎ আল্-প্স্ পর্ব্বতের দক্ষিণবাসী গলজাতি ব্যতীত ইটালীর আর কোন প্রদেশের লোকই স্বাধীন ছিল না। রোমানেরা জয়লব্ধ রাজ্যসমূহের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত করিবার এবং সাধারণতন্ত্রের ক্ষমতা বদ্ধমূল রাখিবার যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা ঐ সময়ের মধ্যেই বিকসিত হইয়াছিল। রোমবাসীরা আয়ত্তীকৃত রাজ্য-সমূহে নানা উপনিবেশ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। পরাজিত

জাতিদিগকে নিঃস্বত্ব করিয়া যেসকল জমী গৃহীত হই-য়াছিল, তৎসমুদায় উক্ত উপনিবেশবাসীদিগকে প্রদত্ত হইল। ঐ সকল উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা রোমের অপকৃষ্ট ও অকর্ম্মণ্য অধিবাসীর সংখ্যা তরল এবং নানা দেশে সাধারণতন্ত্রের প্রভাব সম্যক্ রূপে বিস্তারিত হয়। ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও নগর রোমের নিকট বিভিন্ন প্রকার সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইল। কতক গুলি প্রদেশ ও নগরের অধিবাসীরা রোমীয় পৌরদিগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল; কতক গুলি রোমের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্ব স্ব শাসনপ্রণালী নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; কতক গুলি মিত্রস্বরূপ পরিগণি-ত হইল; এবং আর কতক গুলি প্রজা বলিয়া বিনির্দ্ধারিত হইল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তৎকালে রোমীয় শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। প্লিবিয়ান ও পেট্রিষিয়ানদিগের (সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃতদিগের) ভেদ গতপ্রায় হইয়াছিল; জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের একান্ত চেষ্টা, এবং যদিও সেনেট দিন দিন পরাক্রান্ত হইতেছিলেন, কিন্তু সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রশক্তি এপর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল হয় নাই।

প্রথম কার্থেজীয় (পিউনিক্) যুদ্ধের আরম্ভ অবধি শেষ কার্থেজীয় যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত।

প্রথম কার্থেজীয় যুদ্ধ। সমুদ্র যুদ্ধে ডুইলিয়সের জয়লাভ। জান্‌থিপসকর্ত্তৃক রোমীয়দিগের পরাভব। রেগুলস। সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা জয়। জেনসের মন্দিরের দ্বার নিমীলন। প্রথম ইলীরিয় যুদ্ধ। গলদিগের সহিত যুদ্ধ। দ্বিতীয় ইলীরিয় যুদ্ধ। দ্বিতীয় কার্থেজীয় যুদ্ধ। হানিবলের আল্প পর্ব্বত লঙ্ঘন। টিসিনস, ট্রিবিয়া, থ্রাসিমিন ও কানির যুদ্ধ। রোমীয় কন্সলদিগের শৌর্য্য প্রকাশ। সিরাকিউজ। আর্কিমিডিস। আসড্রুবলের পরাজয়। সিপিওর আফ্রিকায় অবতরণ। জামার যুদ্ধ। কার্থেজীয়দিগের মানহানিকর সন্ধিস্থাপন। মাসিডনের অধিপতি ফিলিপের সহিত সন্ধি। কার্থেজ ও মাসিডনজয়ের ফল। আন্টিওকসের সহিত যুদ্ধ। তাঁহার সন্ধিস্থাপন। দ্বিতীয় মাসিডনীয় যুদ্ধ। পার্সিউসের যুদ্ধ। মাসিডনের রোমে অন্তর্ভাব। তৃতীয় কার্থেজীয় যুদ্ধ। কার্থেজীয় প্রভাবের বিধ্বংস।

কার্থেজ ও রোম উভয়েই সমস্ত পৃথিবীর একাধিপত্য লাভে অভিলাষী হইয়া ক্রমশঃ পরস্পর আসন্ন হইতেছিল। কার্থেজীয়েরা সিসিলি এবং রোমীয়েরা ইটালির দক্ষিণ ভাগ পরাজিত করিয়া স্ব স্ব সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে লাগিল। অবশেষে রোমীয় নগর রিজিয়ম্ এবং কার্থেজীয় নগর মেসিনা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইল; কেবল অনতিপ্রশস্ত একটী প্রণালী উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল। এক্ষণে কার্থেজ্ ও রোম উভয়েই পশ্চিম খণ্ডের সাম্রাজ্য লইয়া বিবদমান। উপায় ও পরাক্রমে প্রথমে কেহই ন্যূন ছিল না। কার্থেজ সুবিস্তৃত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকা প্রযুক্ত বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল; সুতরাং

কার্থেজীয়েরা ইচ্ছামত ভৃতিগ্রাহী নিযুক্ত করিতে পারিত। সমুদ্রেও তাহাদিগের অপ্রমিত প্রভুতা ছিল। এদিগে রোমীয়েরা সকলেই নিজে যুদ্ধকার্য্যে পটু। সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা তাঁহাদিগের মনে সতত বলবতী ছিল। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ উৎসাহাগ্নি দ্বারা অবিরত প্রদীপিত ছিল।

কার্থেজীয়দিগের সহিত রোমীয়দের উপর্য্যুপরি তিনবার যুদ্ধ হয়। এই তিন যুদ্ধকে সচরাচর তিন পিউনিক্ (কার্থেজীয়) যুদ্ধ বলে। খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে রোমীয়েরা একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া মেসিনা অধিকার করিলেন। কার্থেজীয়গণ সিরাকিউজের অধিপতি হায়েরোর সহিত যোগ করিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করিল; কিন্তু রোমীয় কন্সল্ তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। পর বৎসর হায়েরো উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রোমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রোমীয়েরা পূর্ব্বে সমুদয় সিসিলিদ্বীপ জয় করিবার মানস করেন নাই। সমুদয় সিসিলি পরাজয় করিবার অভিসন্ধি তাঁহাদিগের মনে এই প্রথম উদিত হয়। হায়েরোর সাহায্যে রোমীয়েরা নগরের মধ্যে একটী সম্পন্ন ও প্রধান নগর এগ্রিজেণ্টম্ অধিকার করিলেন। কার্থেজীয়গণ রোমজাতি অপেক্ষা স্থলযুদ্ধে হীন ছিল, কিন্তু সমুদ্রে তাহাদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করিতে রোমীয়দিগকে নিয়মিত নাবী প্রস্তুত করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে রোমীয়দিগের যুদ্ধজাহাজ ছিল বটে; কিন্তু সে সমুদয় কার্থেজীয় পোতের

তুল্য ছিল না। একখানা কার্থেজীয় অর্ণবপোত প্রবল বাত্যায় ইটালী তীরে নীত হওয়ায় রোমীয়েরা তাহা অধিকার করিয়া তদনুকরণে অধিকসংখ্যক নূতন যুদ্ধতরি প্রস্তুত করিলেন, এবং কার্থেজীয়দিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে নাবী সমভিব্যাহারে ডুইলিয়স্‌কে প্রেরণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডুইলিয়স্ নূতন উদ্ভাবিত কলবিশেষের ক্রিয়া দ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত করিলেন। পর বৎসর রোমীয় কন্‌সল সার্ডিনিয়া ও কর্সিকায় অবতীর্ণ হইয়া উক্ত দ্বীপদ্বয় অধিকৃত ও রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। যুদ্ধের অষ্টম বর্ষে রোমীয় রণতরিব্যূহ কর্থেজীয়দিগকে দ্বিতীয় বার পরাজিত করিল। সেনেট ইহাতে সাহস পাইয়া কার্থেজবাসীদিগকে তাহাদিগের নিজদেশে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। এই সময় অবধি রোমীয়দিগের এই একটী সাংগ্রামিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল যে, অতঃপর কোন শত্রুকে তাহার নিজদেশে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে অব্যভিচারে তাহাই করা হইবে।

খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে তিনশ ত্রিশ খান রণতরি ও একলক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত দুইজন কন্‌সলই আফ্রিকায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা কার্থেজীয় নাবী পরাভব করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ অবতরণ পূর্ব্বক সমুদয় দেশ লুঠ ও ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। কার্থেজীয়গণ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল যে, রেগুলস্ সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলে তাহারা

তাহাকে অতিসম্মানে সম্ভাষণাদি করিল; কিন্তু রেগুলস্ অত্যন্ত অপমানসূচক করার সমস্ত নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কার্থেজীয়েরা এই করারে সন্ধি করা অপেক্ষা পরাজয় শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় জান্টিপসের অধীনে একদল স্পার্টীয় ভৃতিগ্রাহী উপস্থিত হইল। জান্টিপস্ একজন সাহসী ও অসাধারণধীসম্পন্ন সেনানী ছিলেন। সমুদায় কার্থেজীয় সৈন্যের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল। তিনি রণসজ্জায় বহির্গত হইয়া রেগুলস্‌কে পরাভব করিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ ও সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন, কেবল দুই সহস্র সৈন্য পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। পর বৎসর আর এক সম্প্রদায় রণতরি অবশিষ্ট সৈন্যগণকে আনয়ন করিতে প্রেরিত হয়। যদিও রোমীয়েরা কার্থেজবাসীদিগের উপরি জয় লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল বাত্যায় তাঁহাদের সমুদয় রণতরি বিনষ্ট হইল। তৃতীয় রণতরিসমূহেরও সদৃশ দুর্দ্দশা হইবায় রোমীয়েরা কিছু দিন নাব্য বিচরণ হইতে অপসৃত হইলেন।

অনন্তর চতুর্দ্দশ বর্ষে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার কার্থেজীয়দিগকে নানাদিগে আক্রমণ করিয়া ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কার্থেজীয়গণ উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে রেগুলস্‌কে (যিনি ছয় বৎসর কাল কারাবাস করিতেছিলেন) মুক্ত করিয়া তৎসমভি-ব্যাহারে রোম নগরে দূত পাঠাইয়া দিল। রেগুলস্ সন্ধির নিমিত্ত পোষকতা করা দূরে থাকুক, বরং

সেনেটকে সন্ধি করিতে নিবারণ করিলেন। পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ বৎসরে কার্থেজীয়েরা বার্কা উপাধিধারী হামিল্‌কারকে সমস্ত সৈন্য ও নাবীর অধ্যক্ষ করিয়া সিসিলি দ্বীপে প্রেরণ করিল। তিনি রোমীয়দিগকে তিন বৎসর কাল আকুলিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রোমীয়েরা দেখিলেন, নাবী ব্যতীত সিসিলি জয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু কোষগৃহও শূন্য হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ ব্যয়ে দুই শত রণতরি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কার্থেজ ও সিসিলির পরস্পর যোগাযোগ বন্ধ করিয়াছিলেন। উভয়দল এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন চব্বিশ বৎসর যুদ্ধে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সন্ধি বন্ধন করিল। কার্থেজীয়গণের এই সন্ধিতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। সন্ধিসূত্রে তাহাদিগকে সিসিলি ও তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমূহ পরিত্যাগ করিতে ও যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ টাকা দশ বৎসরে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইতে হইল। আরো তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, সিরাকিউজের রাজা হায়েরোর সহিত তাহারা যুদ্ধ করিবে না। এই রূপে খৃঃ পূঃ ২৪০ অব্দে রোমীয়গণ সার্ডিনিয়া, সিসিলি ও কর্সিকা এই তিনটি প্রধান দ্বীপের অধীশ্বর হইলেন, এবং পরাক্রান্ত নাবী প্রস্তুত ও সমুদ্রে আধিপত্য প্রসৃত হওয়ায় নানা স্থানে জয় বিস্তারে সমর্থ হইলেন।

কার্থেজের সহিত যে বাইশ বৎসর কাল সন্ধি থাকে,

সেই সময়ের মধ্যে রোমীয়েরা গ্রীসের উত্তরবর্ত্তী ইলী-রিয়ায় এক যুদ্ধ এবং আল্প্স পর্ব্বতের দক্ষিণবর্ত্তী গলে এক যুদ্ধ এই দুই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে যে, খৃঃ পূঃ ২৩৪ অব্দে রোমীয়দিগের হস্তে কোন যুদ্ধ না থাকাতে জেনসের মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। নিউমার সময় এই মন্দির স্থাপিত হয়। তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন এই মন্দির যুদ্ধের সময় উদ্ঘাটিত ও শান্তির সময় বন্ধ থাকিবে। নিউমার রাজত্ব অবধি সার্দ্ধ চতুঃশত বৎসরের মধ্যে এমন বৎসর ছিল না যাহাতে রোমীয়েরা যুদ্ধে ব্যাসক্ত না ছিলেন। উক্ত দেবালয়ের দ্বার এই প্রথম বন্ধ হয়।

ইলীরিয়ার রাজ্ঞী টিউটা তাঁহার প্রজাগণকে আড্রিয়াটিক্ সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাহারা ইটালির বণিক্‌গণের প্রতি অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিল। সেনেট রাণীকে এই বিষয় জানাইতে ও বুঝাইয়া দিতে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু টিউটা তাঁহাদিগের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন, অধিকন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহারা সকলেই নিহত হন। এই বিশ্বাস ভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনেট উভয় কন্সলকেই সৈন্য ও রণতরি সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই আড্রিয়াটিক সাগর হইতে সমুদয় বম্বেটিয়া দূরীকৃত হইল এবং ইলীরিয়ার রাণীকে রাজ্যের অধিক অংশই রোমীয়দিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল; আর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল, তজ্জন্য

তাঁহাকে বার্ষিক কর দিতে হইবে স্থির হইল। এই যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ২২৭ অব্দে নিঃশেষ হয়। ইহা অতি সামান্য বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা মহৎ ফল উৎপাদিত হয়। রোমীয় সৈন্য এই প্রথম গ্রীসে গমন করে, পূর্ব্বে কখনই তাঁহারা আড্রিয়াটিক সাগরের পর পারে গমন করে নাই। এতদ্দ্বারা রোম ও গ্রীস পরস্পর সম্বদ্ধ হইল।

ইলীরিয় যুদ্ধ শেষ না হইতে হইতেই পো নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও লিগুরিয়ন্ পর্ব্বতের অধিবাসী গলজাতি রোণ নদীর সন্নিহিত প্রদেশস্থ ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সংগ্রাম খৃঃ পূঃ ২২৬ অব্দ হইতে ২২০ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর প্রবহমান থাকে। রোমীয়েরা এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইটালির সমস্ত প্রদেশ হইতে সাত লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে তাঁহারা কত দূর ত্রস্ত হইয়া ছিলেন। গল সৈন্যগণ নদীপ্রবাহের ন্যায় প্রবলবেগে হিট্রুরিয়া বিপ্লাবিত করত ক্লুশিয়মে উপস্থিত হইল। ক্লুশিয়ম রোম হইতে তিন দিনের পথ। যাহা হউক, রোমীয় কন্সলদ্বয় গলদিগকে পরাভূত করিলেন। চল্লিশ হাজার গল ভূতলশায়ী হয় এবং দশ হাজার রোমীয়দিগের হস্তে পতিত ও রুদ্ধ হয়। রোমীয়েরা আল্প পর্ব্বতের দক্ষিণাঞ্চলবাসী গলদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুই জন কন্সলকে প্রেরণ করিলেন। গলেরা রোমবাসীদের স্থির নিশ্চয় দেখিয়া যত দূর সাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিল। কিন্তু তাহাদের সৈন্য সংখ্যা

অধিক হইলেও রোমীয়েরাই জয় লাভ করিলেন।

পরবৎসর [খৃঃ পূঃ ২২২ অব্দে] গলেরা পুনর্ব্বার বহু সৈন্য একত্র করিয়া মার্সেলসের অধীনস্থ বিরলসংখ্যক রোমীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয় এমত সময়ে গল সেনানী রোমীয় সেনাপতি মার্সেলস্‌কে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গল সেনানী পতিত হইলেন দেখিয়া তাঁহার সেনাগণ ভগ্নচিত্ত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। গলেরা এই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইল। তাহাদিগের দেশ রোম সাম্রাজ্যে নিবেশিত হইল। এই রূপে রোম রাজ্য আল্প পর্ব্বত হইতে আইওনিয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পর বৎসর দ্বিতীয় ইলীরিয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু বিশেষ উপযোগিতা না থাকায় তাহা উল্লিখিত হইল না। এই সময়ে পো নদীর অপর পারে বিজিত গলদিগের দেশে প্লাসেন্‌ষিয়া ও ক্রিমোণা এই দুইটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই উপদ্রবে ত্যক্ত হইয়া গলেরা হানিবলকে আহ্বান করিল।

কার্থেজীয়দিগের সহিত প্রথম সন্ধির পর ২২ শ বৎসর কাল নির্ব্বিরোধে অতীত হইল। সন্ধিবন্ধনের সময় সিসিলি দ্বীপ তাহাদিগের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার নিমিত্ত এবং রোমীয়দিগের প্রাগুক্ত টাকা পরিশোধ করিবার জন্য তাহারা স্পেন পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল। রোমবাসিগণ ইহাতে

অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইলেন। আস্‌ড্রুবল কার্থেজের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সৈন্যসহ অবতীর্ণ হইয়া ইব্রো নদীর দক্ষিণবর্ত্তী স্পেনের সমুদয় ভাগ জয় করেন। কিছু দিন পরে হামিল্‌কারের পুত্র হানিবলের হস্তে সৈন্যভার অর্পিত হইল। হানিবলের তখন বয়স্ পঞ্চবিংশতি বৎসর। তিনি যেরূপ সমরবিশারদ ছিলেম, তাহাতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে সিজার ও আলেক্‌জণ্ডর ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারেনা। তাঁহার সাহস ও যুদ্ধকৌশল যেরূপ অসাধারণ ছিল, সেই রূপ কার্থেজের প্রধান শত্রু রোমান্‌দিগের প্রতি তাঁহার ঘৃণাও লোকাতিশায়ী ছিল।

এই যুদ্ধ (দ্বিতীয় পিউনিক্ যুদ্ধ)খৃঃ পূঃ ২১৮ অব্দে আরব্ধ হইয়া ২০১ অব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহী থাকে। সাগণ্টম আক্রমণ ইহার আদি কারণ। এই নগর ইব্রো নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। রোমীয়দিগের সহিত ইহার মিত্রভাব ছিল। হানিবল আক্রমণ করিলে নাগরিকেরা রোমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমবাসিগণ দূত দ্বারা তরুণবয়স্ক হানিবলকে আক্রমণ হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি নির্ব্যাজে তাঁহাদিগের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলেন। দূতগণ ইহাতে কার্থেজে গমন করিয়া কার্থেজীয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিল, হানিবলকে সমর্পণ করিতে হইবে। কার্থেজীয়েরা তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিল। এদিকে

সাগণ্টম আট মাস অবরোধে যার পর নাই কষ্ট পাইয়া ও রোম হইতে সাহায্যের আশায় নিরাশ হইয়া অবশেষে হানিবলের নিকট পরাভব স্বীকার করিল। এই নগরের পতনে স্পেনে রোমীয়দিগের প্রভুতা একপ্রকার বিধ্বস্ত হইল। সেনেটের সভ্যগণ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ করিলেন। এরূপ পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত রোমীয়েরা এপর্য্যন্ত কখন যুদ্ধ করেন নাই। হানিবল আল্প্স পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া একেবারে ইটালির অভ্যন্তরে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্পেনের উত্তরাংশ পরাজিত করিয়া পিরিনিস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রবেশ পূর্ব্বক রোণ নদী পার হইয়া আল্পের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখনও রোমীয়েরা মনে করিতেছিলেন, হানিবল অদ্যাপি স্পেনে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। রোমীয় কন্সল পিসা নগর হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া মার্সিলিস নগরে অবতীর্ণ হইয়া সবিস্ময়ে শুনিলেন, হানিবল ফ্রান্স অতিক্রম করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ইটালিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন হানিবল আল্প পার হইয়া ইটালির সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন।

হানিবল রোণ পার হইয়া ফ্রান্সের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ দিয়া অক্লেশে ও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু আল্প অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না। হিমানীর উপর দিয়া যাইতে অনেক মনুষ্য ও হস্তী

বিনষ্ট হয়। অবশেষে তিনি আল্প লঙ্ঘন করিয়া লম্বার্ডি প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। উক্ত প্রদেশ দর্শনে আনন্দিত হইয়া তিনি আপন সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এত দিনের পর তোমাদিগের পরিশ্রম সার্থক হইল। অনন্তর পর্ব্বত নিতম্ব হইতে অবরোহণ করিয়া টিসিনস্ নদীর তীরে রোমীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। সেই বৎসরেই ট্রিবিয়ার আর এক যুদ্ধ হয়। রোমীয় দুইজন কন্সলই ইহাতে সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। এ সংগ্রামেও হানিবল জয়লাভ করেন। উপর্য্যুপরি দুই যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে সেনেটের সভ্যগণ সাতিশয় ভীত হইলেন। একশত বৎসরের মধ্যে রোমীয়দিগের এরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটে নাই। হানিবলের উক্ত দুই বিজয়ে পো নদীর উভয়পার্শ্বস্থিত সমস্ত গলজাতি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এতদিন তাহারা অতিকষ্টে রোমীয়দিগের শাসনভার সহ্য করিতেছিল। পর বৎসর তত্রত্য জলা পার হইতে হানিবলের এক চক্ষু নষ্ট হয়। যাহা হউক, তিনি হিট্রুরিয়ায় প্রবেশ করিয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনেট সমিতি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে হানিবলের প্রতিরোধের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। থ্রাসিমীন্ হ্রদের নিকট উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। এবারও হানিবল রোমীয়দিগকে পরাজিত করিলেন। পূর্ব্ব দুই সংগ্রাম অপেক্ষা এই যুদ্ধে রোমের অধিক ক্ষতি হয়।

এক্ষণে সেনেট তাদৃশ সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারায়

হানিবল নির্ব্বাধে ইটালির দক্ষিণভাগে আপিউলিয়া পর্য্যন্ত চলিলেন। গমনকালে ইটালিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ প্রারম্ভের তৃতীয় বৎসরে রোমীয় কন্সল অসংখ্য সৈন্য একত্র করিয়া হানিবলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্ত্তী কানি নগরে উভয় সৈন্য মিলিত হইলে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এযুদ্ধেও হানিবলের জয় হইল। কানির যুদ্ধ প্রাচীনকালীন প্রসিদ্ধ সংগ্রাম সকলের মধ্যে পরিগণিত। এই বিপৎ সময়ে সেনেট যেরূপ ধৈর্য্য ও মনস্বিতা প্রকাশ করেন এরূপ প্রায় দেখা যায় না। একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাঁহারা নিরাশ হন নাই, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাঁহারা হানিবলের সহিত সন্ধি করিতে মানস করেন নাই। যদিও কানির যুদ্ধে পেট্রিষিয়ানদিগের সারভাগ, সৈন্যের সারভাগ ও একজন কন্সল সমরশয়িত হইয়াছিলেন, তথাপি সেনেট এরূপ তৎপরতার সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন যে,একবৎসর না যাইতে যাইতেই অশীতি সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইল। ফেবিয়স্ সেনানীপদে নিযোজিত হইলেন। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে বিমুখ থাকিয়া কৌশলে হানিবলকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, দক্ষিণ ইটালির অনেকাংশই হানিবলের স্বপক্ষ হইতে লাগিল, ফেবিয়স্ কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। অনন্তর আট বৎসর কাল হানিবলের বহু যদ্ধ হয়, কিন্তু তন্মধ্যে একটীও কানির সংগ্রামের তুল্য

নহে। হানিবল নূতন সৈন্য না পাওয়ায় যদিও অধিক জয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু পূর্ব্ববিজিত সমুদয় সুচারুরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এদিকে সিরাকিউজ নগর কার্থেজীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করায় রোমীয় সেনাপতি মার্সেলস্ উক্ত নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালের নিউটন স্বরূপ আর্কিমিডিসের অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে দুই বৎসর কাল তাঁহার সমস্ত উদ্‌যোগ বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে মার্সেলস্ সিরাকিউজ হস্তগত করিলেন। একজন সামান্য সৈনিক আর্কিমিডিস্‌কে নিহত করিল, সে তাঁহার নাম বা গুণ কিছুই অবগত ছিল না। সিপিও নামক দুই জন সেনাপতির কার্য্যনৈপুণ্যে স্পেনের অনেকাংশ অধিকৃত ও সুশাসিত হইল। খৃঃ পূঃ ২১৬ ও ২১৫ অব্দে রোমীয়েরা কার্থেজীয়দিগকে দুইবার পরাভব করেন, কিন্তু ঐ জয়লাভে কোন বিশেষ কায হয় নাই। অতঃপর সৈনাপত্যভার পবলিয়স্ সিপিওর স্কন্ধে পতিত হইল। সিপিও আপন শৌর্য্যে রোমের নাম পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। রোমীয়েরা তাঁহার অধীনে যেন নূতন সাহস ও বল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

কার্থেজীয়গণ যুদ্ধ প্রারম্ভ অবধি হানিবলের নিকট সহায় সৈন্য প্রেরণ মনস্থ করিতেছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে মানস বারম্বার বিফল হইতে লাগিল। পরিশেষে যুদ্ধের দ্বাদশ বর্ষে আসড্রুবল বহুসৈন্য সহিত স্পেন্ হইতে যাত্রা করিয়া হানিবলের পথ দিয়া আল্প পর্ব্বতে উপ-

স্থিত হইলেন। অনন্তর তত্রত্য পার্ব্বত্যজাতিদিগের সহায়তায় আল্প উল্লঙ্ঘন করিয়া ইটালির সমক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক হানিবলের নিকট সন্দেশহারক পাঠাইলেন। রোমীয় কন্‌সল উক্ত দূতকে ধৃত করিলেন, এবং আসড্রুবল তাঁহার ভ্রাতার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। মিটরস্ নদীর ধারে উভয় সেনাদলের এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রোমীয়েরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। আসড্রুবল সেনাপতির কর্ত্তব্য যথোচিত সম্পাদন করিয়া, পরাজয়ের পর জীবন অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় রোমীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট ও হত হইলেন। আসড্রুবলের আগমনে রোমবাসিগণ এত ভীত হইয়াছিলেন যে, কিছু দিনের নিমিত্ত তাঁহারা বাণিজ্য, ঋণদান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা জয়লাভ করিয়া পুনর্ব্বার আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রোমীয় কন্‌সল্ আস্‌ড্রুবলকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ছিন্নমস্তক সহিত হানিবলের অভিমুখে সত্বর যাত্রা করিলেন, এবং দুই জন বন্দীদ্বারা তাঁহার নিকট আপন জয়লাভ বার্ত্তা পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি হানিবলের ভ্রাতা আস্‌ড্রুবলের ছিন্ন মস্তক তদীয় পটমণ্ডপে নিক্ষিপ্ত করিলেন। হানিবল এই সর্ব্বনাশ দর্শনে চমকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন কার্থেজের অদৃষ্টের মতই হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাইলেন, এবং তথা হইতে ইটালির দক্ষিণসীমায় অবস্থিত ব্রটিয়ম্ নগরে প্রস্থান করিলেন। উক্ত স্থানে তিনি সহায়-

হীন হইয়াও শত্রুর আক্রমণ হইতে চারি বৎসর আপনার পদ রক্ষা করেন।

আসড্রুবল চলিয়া গেলে সিপিও স্পেন অধিকার করিয়া আফ্রিকায় অবতরণের কল্পনা করিলেন এবং ইষ্ট-সাধনের নিমিত্ত নিউমিডিয়ার রাজা সাইফাক্সের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন; কিন্তু উক্ত রাজা কিছু দিন পরে আপন সহধর্ম্মিণী সফোনিস্‌বার অনুরোধে কার্থেজীয়-দিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। যাহাহউক, সিপিও মাসি-নিসানামক আফ্রিকাদেশীয় আর একজন রাজার সহিত সন্ধি করিয়া যুদ্ধের পঞ্চদশ বর্ষে আফ্রিকায় উপনীত হইলেন, এবং কার্থেজীয়দিগকে উপর্য্যুপরি দুই যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজধানী আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কার্থেজীয় সেনেট্‌ উপস্থিত বিপদ দেখিয়া হানিবল্‌কে স্বদেশরক্ষার্থ আগমন করিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। হানিবল যখন ইটালি পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার জাহাজ ইটালীর উপকূল হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় আক্ষেপ ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

হানিবলের প্রস্থানে রোমীয়দিগের আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সেনেট পাঁচ দিবস দেবদেবীর পূজা দিতে অনুমতি করিলেন। এদিকে হানিবল আফ্রিকায় উপনীত হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। তিনি এবং সিপিও জামানগরে স্ব স্ব সৈন্য সহিত পরস্পর

সম্মখীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর হানিবল পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রথম পরাভূত হইলেন। হানিবল, সমর সময়ে সুবিজ্ঞ সেনাপতির নিকট যত দূর আশা করা যাইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইল। কার্থেজীয় সেনেট এ দুঃসময়ে কি করা উচিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন এখন সন্ধিব্যতীত আর গতি নাই। সন্ধি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু ইহাতে কার্থেজীয়দিগকে নিতান্ত অবনত হইতে হইল। কার্থেজীয়দিগকে, তাহাদিগের আফ্রিকাস্থিত সমস্ত বিজিত প্রদেশ, দশখানি ছাড়া সমুদয় অর্ণবপোত, সমুদয় হস্তী এবং দুই কোটী টাকা অর্পণ করিতে হইল, এবং মাসিনিসার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল ভূমির অধিকারী ছিলেন, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিতে ও রোমের অমতে যুদ্ধ না করিতে স্বীকার করিতে হইল।

রোম প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজের দর্পচূর্ণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর জয়াশা লালন করিতে লাগিল। সমস্ত ইটালী, তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ ও স্পেনের অধিকাংশ তাহার কুক্ষিনিবেশিত হইল। সমুদ্রোপরি তাহার অপ্রতিম প্রভুতা হইয়া উঠিল। এখন সমস্ত পৃথিবী তাহার প্রতাপে শশব্যস্ত হইতে লাগিল। এই জয়াশার কারণ, অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, অপ্রতিহতশক্তি সেনাপতিগণের বীরতা ও নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণের দূরদর্শিতাই ইহার প্রধান হেতু। সৈন্য ও

সেনানায়কদিগের উৎকর্ষ ও রাজপুরুষদিগের ন্যায় শাস্ত্রে সূক্ষ্ম দর্শিতাই রোমের ঈদৃশ জয়লাভের প্রধান উপায় ছিল। বিচক্ষণ নীতিজ্ঞদিগের প্রভাবে কেহ ষড়্‌যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া রোমকদিগের বর্দ্ধমান অভ্যুদয়ের ব্যাহননে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। যাহা হউক, তত্তদ্দেশে যদি নীতিভ্রংশিতা তাদৃশ প্রবলপ্রচার না হইত এবং সাংগ্রামিক শৃঙ্খলা ও জাতিসাধারণ উৎসাহ অপ্রতিহত থাকিত, তাহা হইলে রোম কখনই এরূপ জয়লাভে সমর্থ হইত না।

বহুকাল অবধি রোমীয়েরা মাসিডনের অধিরাজ ফিলিপকে আক্রমণ করিবার মনস্থ করেন। ফিলিপ হানিবলকে সাহায্য দান করেন বলিয়া রোমকেরা তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন;কিন্তু আক্রমণের প্রকৃত কারণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিবার দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না। কার্থেজীয়দিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় রোমীয়েরা এতদিন ফিলিপের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্তু উহাদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহরা ফিলিপের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিলে ছলের অপ্রতুল কি? তদানীং গ্রীসের প্রবলপরাক্রম সম্প্রদায় ইটোলিয়গণ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ কালে রোমকদিগের অনেক সহায়তা করে। এই যুদ্ধ তিনবৎসর কাল থাকে। খৃঃ পূঃ ১৯৬ অব্দে সিনোসিফালির যুদ্ধে ইহা শেষ হয়। ফিলিপ সম্পূর্ণ পরাভূত হন; সুতরাং তাঁহাকেই

সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। রোমীয়গণ যে যে করারে সন্ধি করিতে চাহিলেন, ফিলিপকে তাহাই স্বীকার করিতে হইল। তাঁহাকে গ্রীস ছাড়িয়া দিতে হইল, সমস্ত নাবী প্রদান করিতে হইল, সৈন্য সংক্ষিপ্ত করিতে হইল এবং বিংশতি লক্ষ টাকা দিতে হইল। নাবী বৃদ্ধি করাই এক্ষণে রোমীয়দিগের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু আপনাদের অর্থ ব্যয় না করিয়া শত্রুদিগের নাবী অধিকার করাই তাঁহাদিগের মনোগত ছিল। কার্থেজ ও ফিলিপকে জয় করিয়া তাঁহাদিগের এই অভিপ্রায় এক প্রকার পূর্ণ হইল। এদিকে গ্রীস ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কিছু কাল স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ রোমীয়দিগের নিকট গ্রীকদিগের প্রভাব দিবসে প্রদীপ প্রভার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িল। রোমীয় রাজপুরুষগণ গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, এবং চর নিয়োগ দ্বারা তাহাদিগের অন্যান্যের প্রভাব হ্রাস করিয়া রোমের প্রভুতা সর্ব্বতঃ প্রসৃত করিতে লাগিলেন।

কার্থেজ এবং মাসিডনের পতনে অন্যোন্য জাতির মনে ভয় সঞ্চার হইতে লাগিল এবং সকলেই রোম সাধারণতন্ত্রের প্রভাব সঙ্কুচিত করিবার মনস্থ করিল। রোমের দুর্নিবার শত্রু হানিবল এক্ষণে কার্থেজের অধিনায়ক পদে অধিরূঢ় হইয়া কেবল স্বদেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইলেন এমত নহে, অন্যান্য রাজার সহিত মিলিত হইয়া রোমের উন্মূলন করিবার নিমিত্তও চেষ্টা পাইতে

লাগিলেন। তিনি কার্থেজ, সীরিয়া এবং হয়ত মাসিডন ও ঈজিপ্টের সহিত ঐক্যবন্ধ স্থাপন করিয়া রোমের প্রতিকূলে শস্ত্র ধারণ করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা নানা উপায়ে হানিবলকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, দান দ্বারা ফিলিপকে বশীভূত করিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আপনাদের প্রভুতা দৃঢ়মূল করিতে লাগিলেন। এই রূপে হানিবলের অভিসন্ধি অস্তমিত হইল। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া সীরিয়ারাজ আণ্টিওকসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আসিয়ামাইনরস্থ গ্রীক নগর সকলে স্বাধীনতা স্থাপিত করাই রোমীয়দিগের সীরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রথম কারণ। ঐ সকল নগর আণ্টিওকসের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় কারণ, থ্রেসের কিয়দংশ সীরিয়ারাজের অধিকৃত ছিল, ইউরোপ মধ্যে আসিয়ার রাজার অধিকার থাকে ইহা রোমের কি রূপে সহ্য হয়? ফলতঃ দুরাকাঙ্ক্ষাই রোমীয়দিগের বিজীগিষার মূলীভূত কারণ।

আণ্টিওকস্ যুদ্ধ করিতে স্থিরসংকল্প হইয়া চল্লিশ হাজার সৈন্য সমেত গ্রীসে গমন করিলেন। সীরিয়ারাজ সমস্ত শীতকাল কেবল জাঁক জমকে ও আমোদ প্রমোদে কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে রোমীয়গণ যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। বসন্ত কালের প্রারম্ভেই কন্সল দ্বয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থার্ম্মাপিলি নামক প্রসিদ্ধ নির্গমে খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে আণ্টিওকসকে পরাভূত করিলেন।

তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়, কেবল পাঁচ শত মাত্র অশ্বারোহ লইয়া তিনি আসিয়ায় পলায়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার নাবীও রোম কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় তিনি আরো নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। পর বৎসর কার্থেজবিজয়ী সিপিও নিজ ভ্রাতার সহিত আণ্টিওকসের রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইলেন। মাগনীষিয়মে উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ হয়। আণ্টিওকস এবারও পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বার আনা সৈন্য সমরশায়ী হয়, এবং রোমীয়েরা যে যে করারে সন্ধি করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সেই সকল করার পশ্চাৎ উল্লিত হইতেছে।

১ ম—ইউরোপে তাঁহার যে সমুদয় স্বত্ব আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ২য়—আসিয়ামাইনর রোমীয়দিগকে প্রদান করিতে হইবে। ৩য়—টরাস পর্ব্বতকে তাঁহার রাজ্যের শেষ সীমা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। ৪র্থ—যুদ্ধ ব্যয়ার্থ তিন কোটী টাকা প্রদান করিতে হইবে। ৫ম—হানিবলকে রোমীয়দিগের হস্তে প্রদান করিতে হইবে; কারণ হানিবল স্বতন্ত্র থাকিতে রোমীয়গণ নিরুদ্বেগ হইতে পারিবেন না।

রোমীয়েরা আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত প্রদেশ সকল তাঁহাদিগের মিত্র পার্গেমসের রাজা ও রোড্‌স দ্বীপবাসীদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলেন, কেননা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, প্রয়োজন হইলে উহাদিগের নিকট হইতে উক্ত প্রদেশ সমূহ অনায়াসেই পুনর্ব্বার লইতে পারিবেন।

এই রূপে কার্থেজ বিজয়ের পর দশ বৎসর মধ্যেই আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি তৎকালীন সমুদয় সভ্য রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং তত্তৎ প্রদেশে রোমীয় আধিপত্যের প্রথম সূত্রপাত হইল। রোমীয়গণ আট্‌লাণ্টিক মহা-সমুদ্র হইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশের একাধিপতি হইয়া উঠিলেন। তৎকালীন প্রধান রাজ্য কার্থেজ, সীরিয়া ও মাসিডন সকলেই এরূপ হতবীর্য্য হই-য়াছিল যে, নূতন যুদ্ধ আরম্ভ করা তাহাদিগের পক্ষে নি-তান্ত অসাধ্য হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ তাহাদিগের সমুদয় নাবী রোমীয়দিগের হস্তে পতিত ও সমস্ত সম্পত্তি নিঃশে-ষিত হইয়াছিল, এবং রোমীয়দিগের নিকট তাহাদিগকে এই পণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল যে, রোমের অননু-মোদিত সংগ্রামে তাহারা প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। এদিকে ঈজিপ্ট আভ্যন্তরিক বিবাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া খৃঃ পূঃ ২০১ অব্দে রোমীয়দিগের হস্তে আপনার রক্ষকতাভার অর্পণ করিল।

রোমীয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণকে মিত্র নাম দিয়া তাঁহাদিগের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শান্তপ্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে উক্ত নাম প্রদান করা রোমীয়দিগের দুরভিসন্ধিমাত্র। সুযোগ পাইলেই তাঁ-হারা তত্তৎ প্রদেশ রোমরাজ্যের অন্তর্নির্বিষ্ট করিতে লাগিলেন। এই অবধি ছয় শত বৎসর কাল রোমী-য় ইতিহাস সমুদয় পৃথিবীর ইতিহাস বলিলেই হয়। আ-

ণ্টিওকসের পরাজয়ের পর বিংশতি বৎসর রোমীয় ইতি-
হাসে কোন মহৎ ঘটনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ঈদৃশ অনেক
ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা রোম সাধারণতন্ত্রের শৈশবাব-
স্থায় মহত্তর বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহা হউক, একটা
বিষয়ের উল্লেখ এখানে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে।
খৃঃ পূঃ ১৮৩ অব্দে দুইজন প্রধান প্রতিযোদ্ধা সিপিও ও
হানিবল প্রাণযাত্রা সম্বরণ করেন। ইঁহারা দুই জনেই অসা-
ধারণ নয়বিষয়িণী প্রতিভা এবং সাংগ্রামিক নৈপুণ্য ও প্র-
তিপত্তি দ্বারা স্ব স্ব দেশ সমুজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন;
কিন্তু দুই জনেই জীবনের শেষ দশায় স্ব স্ব দেশ হইতে
নির্ব্বাসিত হন।

খৃঃ পূঃ ১৭৯ অব্দে মাসিডনরাজ স্বর্গারোহণ করিলে
তাঁহার পুত্র পার্সিউস্ তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে-
ন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই তিনি যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ
করিলেন। তাঁহার বিচেষ্টিত সমুদায় দর্শন করিবার নিমিত্ত
রোম হইতে তিন জন দূত প্রেরিত হইল। তাহারা যদিও
মাসিডনরাজের সাক্ষাৎকার লাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিল,
তথাপি তাঁহার যে যুদ্ধে অভিলাষ আছে ইহা তাহাদিগের
স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল। এদিকে পার্গেমসের রাজা ইউমি-
নিস্ রোমীয়দিগের নিকট মাসিডন-রাজের অসদভিপ্রায়
জানাইয়া তাঁহার দোষ দিতে লাগিলেন। বোধ হয় পার্সি-
উসের রাজ্যের অংশ লাভে তাঁহার লালসা ছিল।

রোমীয়গণ মাসিডন রাজ্য একেবারে উচ্ছিন্ন করিবার মা-
নসে খৃঃ পূঃ ১৭১ অব্দে পার্সিউসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করি-

লেন। ঐ যুদ্ধে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। তৃতীয় বৎসরে যুদ্ধপারদর্শী পলস্ ইমিলিয়স্ সেনানীপদে নিযুক্ত হইয়া পিড্না নগরে পার্সিউসকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিলেন। পার্সিউস উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়নপর হইলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে রোমীয়দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। রোমীয়েরা জয়োল্লাসে প্রত্যাগমন করিবার সময় পার্সিউসকে রোমে লইয়া আইসেন। তথায় তিনি যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইলেন। মাসিডন প্রথমে স্বাধীন বলিয়া খ্যাপিত হয়, কিন্তু পরিশেষে উক্ত রাজ্য রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশিত হইল। এই সংগ্রামে রোমীয়েরা এত অর্থ লুট করেন যে, তদ্দ্বারা একশত বিংশতি বৎসর রাজ্যের সমুদায় ব্যয় নিষ্পাদিত হয়। মাসিডন্ জয় করিয়া রোমের প্রভাব অপ্রতিহত ও অতুল হইয়া উঠিল। এক জন প্রধান ইংলণ্ডীয় ইতিহাসকর্ত্তা রোমরাজ্যের উন্নতি ও অবনতির বিষয় সুচারুরূপে বক্ষ্যমাণ প্রকারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "এই সময়ে রোমের উন্নতি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; এক্ষণে রোমরাজ্য বিতত ময়দান মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইতেছে। অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদায়কে ক্রমে সমুন্মূলিত করিয়া ইহা সর্ব্বোপরি সমুল্লসিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ সকলেই সবিস্ময়ান্তঃকরণে ইহার প্রশংসাবাদ করিতেছে; কিন্তু কালে ইহা জীর্ণকলেবর হইয়া পরিশুষ্ক ও সৌন্দর্য্যবিহীন হইবে; দুরাকাঙ্ক্ষা ঝঞ্ঝাবাতে ইহার শাখা প্রশাখা ভগ্ন হই-

তে আরম্ভ হইবে; পত্রসমুদয় শুষ্ক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশীর্ণ হইতে থাকিবে। পরিশেষে একদল বন্যজাতি ঐ মাঠে প্রবেশ করিয়া ইহাকে উৎপাটিত করিবে।"

মাসিডন জয়ের পর বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইলে, তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই বিংশতি বৎসর মধ্যে এক সময় সীরিয়ারাজ আলেকজণ্ড্রিয়া জয় করিতে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে রোমীয় দূত পপিলিয়সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পপিলিয়স সীরিয়ারাজকে রোমীয় সেনেটের এক আদেশপত্র প্রদান করিলেন। এই পত্রে তিনি আলেকজণ্ড্রিয়ার বিজয় ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হন। সীরিয়ারাজ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সময় চাহিলেন। দৃপ্ত দূত সীরিয়াধিপতির চতুঃপার্শ্বে এক বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "উত্তর প্রদান না করিয়া তুমি এই চিহ্ন হইতে একপদও বহির্গত হইতেপারিবে না"। সীরিয়ারাজ কি করেন অগত্যা তাঁহাকে রোমের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ সেনেট সভার আজ্ঞাই প্রতিপালিত হইল।" পরে শিবির উঠাইয়া স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই রোমীয়গণ এক সহস্র প্রধান গ্রীককে বন্দীকৃত করিয়া রোমে আনয়ন করেন। তাঁহাদের অনেকেই তথায় সপ্তদশ বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময়েই রোমীয়গণ এক দিনে ইপাইরসের সপ্ততি নগর উৎসন্ন ও একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করেন। ফলতঃ এক্ষণে রোমের এরূপ প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয় যে, রোমীয়েরা

অন্যান্য জাতিগণকে পরাভূত ও অন্যান্য রাজ্য উৎসন্ন করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন।

এই স্থির সংকল্পের অনুসারী হইয়া রোমকেরা এক্ষণে কার্থেজবাসীদিগের উচ্ছেদে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কেটো রোমপক্ষীয় দূত হইয়া কোন বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য কার্থেজ নগরে প্রেরিত হন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেনেটকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, কার্থেজ পুনর্ব্বার বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। তিনি সেনেটের সভ্যগণকে কার্থেজ বিধ্বস্ত করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে সেনেট কার্থেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবার ছল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্বেষণ করিলে ছলের অভাব থাকে না। কার্থেজীয়গণ কেবল আত্ম রক্ষার্থ রোমের মিত্র নিউমিডিয়ার রাজাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধতরি প্রেরণ করে। রোমানেরা এই রন্ধ্র পাইয়া কার্থেজে বহু সংখ্যক যুদ্ধতরি ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কার্থেজবাসীরা তাহাদের নিজের দৌর্ব্বল্যের বিষয় অনবগত ছিল না, বিশেষতঃ রোমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবে ইহা তাহাদিগের স্থির নিশ্চয় ছিল। সুতরাং তাহারা রোমীয়দিগের পদানত হইল। রোমীয় কন্‌সল তাহাদিগকে সমুদয় অর্ণবপোত প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সমুদায় অর্পণ করিল। ঐ সকল জাহাজ তাহাদিগের সম্মুখেই দগ্ধীকৃত হইল। অনন্তর সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিতে অনুমত হইলে কার্থেজীয়গণ তাহাতেও দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইল। পরিশেষে

কন্‌সল তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমাদিগকে কার্থেজ নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রবিপ্রকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া তথায় নূতন নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে হইবে। এই দাম্ভিক আদেশে নগরবাসিগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কার্থেজীয় সেনেট শপথ করিলেন, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—কার্থেজ নগর বজায় রাখিতে পারেন জীবন ধারণ করিবেন, নতুবা কার্থেজের পতনে তাঁহাদেরও পতন নিশ্চয়।

অনন্তর কার্থেজীয়গণ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে পুনর্ব্বার নাবী নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল। যত কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে সমুদয় ডকে আনীত ও তাহা হইতে যুদ্ধতরি নির্ম্মাণ আরব্ধ হইল। যেখানে যত ধাতু দ্রব্য ছিল, কি বহুমূল্য কি সামান্য, কি পবিত্র কি অপবিত্র, তৎ সমস্ত গলাইয়া অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। অবলাগণও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করে নাই, এমন কি তাহারা ধনুকে ছিলা ও দড়ীর জন্য আপনাদের মস্তকের চুল পর্য্যন্ত কাটিয়া দিতে লাগিল। ফলতঃ কি বৃদ্ধ কি যুবা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি ধনবান্ কি শ্রমজীবী, সকলেই সাধারণ বিপদ্ উদ্ধরণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। তিন বৎসর তাহারা রোমীয় সেনাপতির প্রভাব প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্গের দুই প্রাচীর আক্রান্ত ও গৃহীত হইলে পর অবরুদ্ধেরা তৃতীয় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। এক পোতাশ্রয় গৃহীত হইলে তাহারা আর একটি খনন করিয়া প্রস্তুত করিল। যখন সিপিও নূতন

পোতাধিষ্ঠানে প্রবেশ করিলেন এবং যখন নগর চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত ও অরক্ষণীয় হইয়া পড়িল, তখনও নাগরিকেরা ছয় দিন ছয় রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন জানিতে পারিল যে, যত চেষ্টা করে যাউক না কেন, কিছুতেই নগর রক্ষা হইবে না, তখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া নগরে অগ্নি লাগাইয়া দিল, এবং কেহ কেহ পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধিস্থানে, কেহ দুর্গমধ্যে ও কেহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন আপন হস্তে আপন আপন মস্তক ছেদন করিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করিল। ক্রমাগত সপ্তদশ দিন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সমস্ত নগর ভস্মসাৎ করিল। এইরূপে যে কার্থেজ নগর এক কালে সাতলক্ষ লোকের বসতি ছিল, যে নগর সহস্র বৎসর কাল সভ্যতালোকে আলোকিত ছিল, তাহা এক্ষণে বিধ্বস্ত ও চিরকালের নিমিত্ত হতগৌরব হইল। পুরাকালিক ইতিহাসে কার্থেজবাসীদিগের আত্মনগর রক্ষণ যেমন প্রশস্ত ও শ্লাঘনীয়, রোমীয়দিগের কার্থেজবাসীদিগের প্রতি ব্যবহারও তেমনি গর্হাস্পদ ও অকীর্ত্তিকর।

কার্থেজের উচ্ছেদ হইতে

খৃষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত।

স্পেন ও পর্টুগাল দেশে যুদ্ধ—বিরিয়েথস্—আটালসের রোমকদিগকে উত্তরাধিকারী স্বরূপে রাজ্য প্রদান—রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার—রোমকদিগের অন্তঃসমর—গ্রাকস্ দিগের প্রযত্ন ও মৃত্যু—রোমকদিগের ন্যায়ভ্রংশিতা—যুগার্থা—কেইয়স মেরিয়স—সিম্ব্রি জাতির পরাজয়—সামাজিক সমর—মিথ্রিডেটিসের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ—সিল্লা ও মেরিয়সের পরস্পর বিগ্রহ—মেরিয়সের মৃত্যু—সিল্লার বিষয়-বৈরাগ্য—সার্টোরিয়স—তলবারীদিগের যুদ্ধ—বোম্বেটেদিগের সহিত যুদ্ধ—পম্পি—আর্মিণিয়ার রাজা টাইগ্রেণিস—লুকল্লস—মিথ্রিডেটিসের মৃত্যু—কাটালাইনের ষড়যন্ত্র—রোমের কর্ত্তৃপক্ষ—গলদিগের সহিত সিজরের যুদ্ধ—প্রথম ত্রিমণ্ডল—সিজরের রোমের প্রতিকূলে যাত্রা—ফরর্সেলিয়ার যুদ্ধ—সিজরের হত্যা—ব্রুটস ও ক্যাসিয়স—মার্ক আন্টনি—সিসিরো—দ্বিতীয় ত্রিমণ্ডল—আক্টিয়মের যুদ্ধ—রোমরাজ্যে আগষ্টস্ সিজর কর্তৃক সম্রাট্ পদস্থাপন—যীশু খৃষ্টের জন্ম।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া আসিলাম, তাহা রোমকদিগের প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরবের কাল ছিল। ঐ কাল মধ্যে তাঁহারা মিতাচার, সুবিচার, অধ্যবসায়, স্বদেশানুরাগিতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের অনুশীলন দ্বারা তাঁহাদের নগরের নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, ইহাকে রোমকদিগের কলিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বানুশীলিত সদ্গুণের বিন্দুবিসর্গও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কেবল অত্যাচার ও অনিয়ম সর্ব্বত্র প্রবলপ্রচার ও ক্রমশঃ বদ্ধমূল

হইয়া উঠে। পৃথিবীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রোমকেরা দিন দিন যত রমণীয় প্রদেশ সকল অধিকার ও বিলুণ্ঠন করিতেছিলেন, ততই তাঁহাদের নগর মধ্যে নীতিভ্রষ্টতা ও বিলাসের আতিশয্য হইতে লাগিল। যাঁহারা অধিকৃত প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা মাসিডোনিয়া অধিকার হওয়া অবধি রোমনগরে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্থেজের ভয়ে এতদিন তত প্রবল হইতে পারে নাই। এক্ষণে যে মাত্র ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী নগর অধিকৃত ও ভূমিসাৎ হইল, অমনি রোমকেরা, কি সেনেট্, কি দূত, কি সেনাপতি, সর্ব্ব সাধারণে অক্ষুব্ধ ও অশঙ্কুচিত চিত্তে বিশ্বাসঘাতকতা, অনার্য্যকারিতা, নৃশংস ব্যবহার প্রভৃতি অশেষনিন্দাকর অতি জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

যে বৎসর কার্থেজ নগর উচ্ছিন্ন হয়, সেই বৎসরেই (খৃঃ পূঃ ১৪৫ অব্দে) রোমকেরা একিয় এবং লাসিডিমোনিয়দিগের পরস্পর বিবাদসূত্রে একিয় ঐক্যবন্ধের উন্মূলন, এবং করিন্থ, কল্‌চিস্‌ ও থীবস্ নগরের দাহন সম্পন্ন করিয়া সমস্ত গ্রীস্‌দেশকে রোমরাজ্যের অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র জেলা স্বরূপ করিয়া অত্যন্ত হীনাবস্থায় অবস্থাপিত করেন। স্পেনদেশ রোমকদিগের নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে তথায় কিঞ্চিদধিক ষাটবৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ফলতঃ এপর্য্যন্ত যে স-

ফল জাতিরা রোমের বশ্যভাব স্বীকার করিয়া ছিল, তন্মধ্যে স্পেনীয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যত্নবান্ হয়। এই যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে আরম্ভ হইয়া অবাধে খৃঃ পূঃ ১১৩ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। খৃঃ পূঃ১৪৬ অব্দে রোমীয় গবর্ণরদিগের দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাকারিতা এত অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল যে, বিগ্রহ ব্যতিরেকে তাহা হইতে বিমুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পর্টুগীজেরা বিরিয়েথস্ নামক এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষকে তাহাদের সেনানীপদে অভিষিক্ত করিয়া রোমকদিগের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করে।

প্রথিত আছে, বিরিয়েথস্ বিশুদ্ধস্বভাব ও নিষ্পাপকলেবর ছিলেন, এবং রোমকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের যে সকল সদ্গুণ ছিল তাঁহাতেও তৎসমুদায় লক্ষিত হইত। তিনি একাদিক্রমে ছয় বৎসর কাল অলৌকিক শৌর্য্য ও বীরতা সহকারে তৎপ্রতিকূলে প্রেরিত রোমীয় সেনাগণের উপরি উপর্য্যুপরি জয়লাভ করেন। অনন্তর তিনি রোমীয় সেনাপতিকে যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত করিয়া ঐ সুযোগে সন্ধির সূচনা করিলেন। অনতিবিলম্বেই সেনেটের অভিমতে তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল; কিন্তু যে মাত্র তাঁহারা এই উপস্থিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, অমনি তলে তলে সন্ধি দূষণের পন্থায় ফিরিতে লাগিলেন এবং তদনীন্তন কন্‌সল্ ক্লিপিও অতর্কিত রূপে আসিয়া বিরিয়েথস্‌কে পরাভূত

করিয়া পরিশেষে তাঁহার হত্যাসাধনার্থ তদীয় তিনজন বন্ধুকে উৎকোচ প্রদান করিয়া রোমের অকলঙ্ক নামে অনপনেয় কলঙ্করেখা সন্নিবেশিত করিলেন।

বিরিয়েথসের মৃত্যুর পরও স্পেনীয়েরা ছয়বৎসর কাল যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, এবং এবারও রোমক সেনাগণকে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে স্পেনদেশে নিউ-মানসিয়া নামক নগর ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই সম্বল রহিল না। ঐ নগরে তাহাদের চারিহাজার রক্ষক ছিল। রোমক সেনাপতি ষষ্টি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে উহা অবরোধ করিলেন। যাহা হউক, তাঁহাকে কিছুকাল বিফলপ্রয়াস হইতে হইয়া ছিল। অনন্তর দুর্গমধ্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, অবরুদ্ধ স্পেনীয়দিগের অবস্থার পরিসীমা রহিল না। তখন তাহারা, শত্রু হস্তে পতন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায় দুর্গস্থ সমস্ত গৃহে অগ্নি লাগাইয়া সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় প্রাণ-ত্যাগ করিল। খৃঃ পূঃ ১১৩ অব্দে নিউমানসিয়া নগর রোমানদিগের আয়ত্ত এবং সমস্ত স্পেনদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল। এই ঘট-নার দুই বৎসর পরে পর্গেমসের কাপুরুষ রাজা আটা-লস্, যাঁহার পিতাকে ইতিপূর্ব্বে রোমকেরা আসিয়া-মাইনরে এক বিস্তীর্ণ ভূমণ্ড প্রদান করিয়া ছিলেন, মরণ সময়ে রোমকদিগকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান। এই রূপে রোমকেরা আসিয়াতে এক অতি সমৃদ্ধ প্রদেশের প্রভুত্ব লাভ করেন; কিন্তু এই অতুল

ঐশ্বর্য্য সমাগমে বিলাসিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রবর্দ্ধিত হওয়াতে রোমকদিগকে পরিশেষে বিলক্ষণ ভুগিতে হইয়াছিল।

খ্ঃ পূঃ ১৩০ অব্দে রোমকদিগের এই অধিকারিত্ব-লাভ সম্পন্ন হয়। ইহার এক শ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইটালীর বহির্ভাগে তাঁহাদিগের এক পাদ ভূমিও অধিকারে ছিল না, কিন্তু এই সময়ে নিম্ন লিখিত প্রদেশ সকল তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ইটালীর পশ্চিম দিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত স্পেন দেশ, আফ্রিকায় কার্থেজ রাজ্য, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা, লিগুরিয়া এবং সিসাল্পাইন্ গল। পূর্ব্বদিকে মাসিডোনিয়া, একিয়া এবং আসিয়া মাইনর। এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা সম্পূর্ণরূপে রোমকদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে রোমে কন্সল অথবা পীটরের কার্য্য করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই ইহাদের শাসনার্থ প্রেরিত হইতেন। ইঁহাদের উপর শাসন-সংক্রান্ত এবং সেনাসম্পর্কীয় উভয় বিষয়ের যাবতীয় ভার অর্পিত থাকায় ইঁহারা অবাধে প্রজাগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিতেন। রোমকেরা নানা স্থানে বারিক নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য রাখিলেন, এবং যে যে প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল, তদ্ব্যতিরেকে আর সর্ব্বত্রই লাটিন্ ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমকদিগের এই ভুবনবিজয়বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষা

এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন নানা প্রদেশ অধিকারের অশুভ ফল অনতিবিলম্বেই দৃষ্টিগোচর হইল। রোম সাধারণতন্ত্রের শৈশবাবস্থায় অধিবাসীদিগের পরস্পর যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইত, এক্ষণে আবার সেই রূপ হইতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া রোমকেরা যে সকল অসংখ্য দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধনী ব্যক্তিরাই পরস্পর বিভক্ত করিয়া লন, দরিদ্রদিগের তাহাতে কিছু মাত্র অধিকার ছিল না। তাহাদিগকে নিরুপায় ও নিঃসম্বল হইয়া কালযাপন করিতে হইত, যেহেতু রোমনগরে ক্রীতদাস ভিন্ন অন্যলোকে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইত, সুতরাং অন্যান্য দেশের অধিবাসীদিগের ন্যায় তাহাদের বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহেরও কোন প্রত্যাশা ছিল না। খৃঃ পূঃ ১১৩ অব্দে নিউমান্‌সিয়া নগরের অবরোধ সময়ে ধনীদিগের দৌরাত্ম্যে রোমে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই উপলক্ষে অধিবাসীদিগের রুধিরে নগর তৎপ্রথম প্লাবিত হয়। অধিক কি, ইহাতে এত অনর্থ পরম্পরা ঘটে যে, পরিশেষ রোমীয়দিগের স্বাধীনতা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

টাইবীরিয়স্ গ্রাকস্ একজন অতিশয় বদান্য ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন পুরুষেরা প্লিবিয়ান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা, পেট্রিষিয়ান্ ও কার্থেজ-বিজেতা প্রথম সিপিয়োর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গ্রাকস্, ধনীদিগের অত্যাচার নিবন্ধন

সাধারণ লোকের তদানীং যে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল, তদ্বিমোচনে নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন এবং লিসিনিয়স্-কৃত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ইষ্টসাধনের অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া উহারই পুনঃপ্রচার সঙ্কল্প করিলেন। ঐ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, রোমকদিগের মধ্যে, যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, কেহই ৫০০ একার অর্থাৎ ১,৫০০ বিঘা জমির অধিক দখল করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালক্রমে ঐ নিয়ম অচলিত হইয়া পড়াতে রোম নগরে প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই এক এক অতি-বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। এই রূপে গ্রাকস্ সাধারণ লোকদিগের প্রীতিভাজন এবং সেনেটের দ্বেষ্য ও ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সাধারণ লোকদিগের ট্রিবিউন্ পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত লিসিনিয়ান ব্যবস্থার পুনঃ প্রচার প্রস্তাব করিলেন। অন্যান্য ট্রিবিউনেরা তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও পরিশেষে তাঁহারই মত অনুমোদিত হইল। তদনুসারে ভূমি সকল সমভাবে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য কতক গুলি কমিসনর (আমীন) নিযুক্ত হইলেন। উল্লিখিত হইয়াছে পার্গেমসের রাজা ঐ সময়ে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তি রোমকদিগকে প্রদান করেন। গ্রাকস্ তাহাতে এই প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে এই ফল দর্শিল যে, ধনী লোকেরা একবারে ক্রোধান্ধ ও তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিদ্বেষপরবশ হইলেন।

গ্রাকসের বর্ত্তমান ট্রিবিউন্‌পদের নিয়মিত কাল অতীত হইলে, তিনি পুনর্ব্বার তৎপদ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনোনীত হইবার দিবসে, সিপিওনাসিকা নামক এক জন পেট্রিষিয়ান্‌, যিনি অপরিমিত সরকারী ভূমি ভোগ করিতেন, স্বীয় অসংখ্য আশ্রিত ব্যক্তি ও ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে সেনেটস্থ বহুল রাজপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার ও তদীয় তিনশত আত্মীয় ব্যক্তির প্রাণসংহার করেন। সাধারণতন্ত্রের প্রারম্ভ হইতে ছয়শত বিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত রোমকদিগের সাধারণ বিষয় উপলক্ষে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহাদের পরস্পর সামঞ্জস্যে নিবারিত হইত; সাধারণ লোকেরা সেনেটকে সম্মান করিত এবং সেনেটও তাহাদিগকে ভয় করিতেন। কিন্তু এই বারে সেনেট অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিপক্ষদিগকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেও পরাঙ্মুখ হইলেন না। এই অবধি রোমনগরে অধিবাসীদিগের চিরাভ্যস্ত অনুদ্ধত ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইল।

টাইবীরিয়স্‌ গ্রাকসের ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুর দশবৎসর পরে তদীয় কনীয়ান্‌ ভ্রাতা কেইয়স্‌ ভ্রাতৃপ্রদর্শিত পথের পথিক হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রোমকদিগের দুর্গম নীতিগহনে প্রবেশ করেন। ইনি টাইবীরিয়স্‌ অপেক্ষা সমধিক ধীশক্তিসম্পন্ন ও উন্নতমনস্ক ছিলেন। ট্রিবিউন পদে অভিষিক্ত হইয়া লিসিনিয়ান্‌ ব্যবস্থা চালাইবার

নিমিত্ত এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে রোম নগরস্থ ধনী ও প্রধান লোকেরা চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। যাহাতে চিরস্থায়ী মহোপকার লাভ হইতে পারে এরূপ কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কেইয়স্ নিরন্তর তৎপর ছিলেন। কিন্তু তিনি ট্রিবিউন পদে অধিরূঢ় থাকিয়া যাহা করিয়াছিলেন এবং যাহা করিতে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ দুইটী বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমটী এই যে, সেনেটের মহীয়সী প্রভুতা পরিবর্দ্ধিত না হইয়া সমভাবে থাকে এই মানসে তিনি সেনেটের নিকট হইতে বিচার নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংহরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নীচশ্রেণী পরিগণিত এবং 'নাইট' উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমনগরের অধিবাসীদিগের যেরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা ইটালীদেশীয় সহকারী মিত্রবর্গকে প্রদান করিতে হইবে। এই শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা পশ্চাৎ স্থানবিশেষে সবিশেষ বর্ণিত হইবে।

কেইয়সের এই সকল ব্যবহার দর্শনে রোমে অভিজাততন্ত্রীয় লোকেরা বিবেচনা করিলেন যে, কেইয়স এইরূপে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে কেইয়স্‌কে নগর মধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার ও তদীয় তিন সহস্র অনুগত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিলেন।

কেইয়স্ এইরূপে নিহত হইলে পর, সেনেট্ আগ্রেরিয়ান্ (লিসিনিয়স্ কৃত) ব্যবস্থা যাহাতে প্রচলিত না হয় এবিষয়ে এতদূর চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, আর কস্মিন্ কালেও উহা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু ইটালীর অন্যান্য প্রদেশবাসী ব্যক্তিরা, রোম ও তৎকাল-পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্ব বিষয়ে অধিকার লাভের যে আশা লালন করিতেছিল, তাহা কেইয়সের মৃত্যুঘটনায় বিফলীকৃত হইল। তন্নিবন্ধন তাহাদের অন্তঃকরণে অসন্তোষবীজ নিহিত হইয়া পরিণামে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল।

এইরূপে সেনেট্ গ্রাকস্-বংশীয় দুই ব্যক্তির প্রাণসংহার দ্বারা সাধারণ লোকের উপর আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থান করিয়া নিরুদ্বেগে আপনাদের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন ও লোকদিগের উৎপাড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে রোমের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল :—রোমকদিগের চিরাভ্যস্ত মিতাচার হতাদর হইয়া পলায়ন করিল, এবং বিলাসপরতা সম্মানের সহিত সকলের হস্তাবলম্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্যের আচার ব্যবহার যত দূর মন্দ হইতে পারে তাহা রোমকদিগের এই সময়ে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শাসনকর্ত্তারা নির্ভয়ে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন, দণ্ডভয় তাঁহাদের মন হইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এদিকে যে সকল রাজগণ রোমকদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে ভূরি ভূরি উৎকোচ প্রদান দ্বারা সেনেটের মেম্বর-

দিগকে আপন আপন পক্ষ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে এই ফল দর্শিয়াছিল যে, এক সময়ে যে সেনেটের নামে কলেবর কম্পিত হইত তাহারই মেম্বরেরা এক্ষণে সাতিশয় অর্থগৃধ্নু হইয়াছিলেন এবং আত্মপক্ষ প্রবল রাখিবার জন্য পরস্পরের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র ও নানাবিধ কুমন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

খৃঃ পূঃ ১১৮ অব্দে যুগার্থার সহিত রোমীয়দিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রোমের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ইতিপূর্ব্বে যে নীতিভ্রংশিতা দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, ঐ যুদ্ধে তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। মাসিনিসা কার্থেজীয় যুদ্ধে রোমকদিগের যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎপুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের নিকট হইতে আফ্রিকাখণ্ডে নিউমিডিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরলোক হইলে তদীয় পুত্র মিসিপ্সা পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার হায়েম্সাল ও আধরবল নামে দুই পুত্র এবং যুগার্থানামক এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। যুগার্থা চতুর, কার্য্যদক্ষ কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। মিসিপ্সা, পাছে তিনি অবিদ্যমানে যুগার্থা তাঁহার পুত্রদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হয় এই ভয়ে নিউমানসিয়া নগরের অবরোধ সময়ে রোমকদিগের সাহায্যার্থে যে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, তৎসমভিব্যাহারে যুগার্থাকে তথায় পাঠাইয়া দেন।

যুগার্থা এখানে সম্পূর্ণরূপ রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া রোমক সেনাপতিদিগের নিকট ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্ত

হইলেন। ঐ সময়ে রোমকদিগের শিবির মধ্যে অনেকেই এই বলিয়া তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছিল যে, তোমার পিতৃব্যের লোকান্তর হইলে তুমি অনায়াসে আপনাকে নিউমিডিয়া রাজ্যের অধীশ্বর করিতে পারিবে। এ বিষয়ে রোমকদিগের নিকট হইতে তোমার দণ্ডপ্রাপ্তির কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, যেহেতু এক্ষণে রোমে সকলই অর্থাধীন। যুগার্থা প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে দত্তক পুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে আপন ঔরস পুত্রদিগের সহিত রাজ্যে সমান অধিকারী করিয়া গেলেন। কিন্তু যে মাত্র মিসিপসার মৃত্যু হইল, অমনি যুগার্থা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হায়েম্সালের প্রাণসংহার ও আধরবলকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া নিউমিডিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। আধরবল এইরূপ দুরবস্থান্বিত হইয়া, সেনেটের নিকট যুগার্থার নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত রোমে গমন করিলেন। এদিকে যুগার্থাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও উৎকোচ দ্বারা সেনেটের মেম্বরদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত অপরিমিত অর্থ সঙ্গে দিয়া রোমে দূত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সুবর্ণেরই জয় হইল, এবং নিউমিডিয়া রাজ্য দুই অধিকারীর মধ্যে সমানাংশে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য আফ্রিকায় দশজন কমিসনর প্রেরিত হইলেন। যুগার্থা ঐ দশ জনকে যথেষ্ট ঘুস খাওয়াইয়া ভাল ভাল প্রদেশ সকল আত্মসাৎ করিলেন। এক্ষণে তিনি সুবর্ণের মহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অকুতোভয়ে পিতৃব্য পুত্রের অংশও

আক্রমণ করিলেন। আধরবল উপায়ান্তর না দেখিয়া সিট্রা নামক দুর্গে আশ্রয় লইলেন। যুগার্থা এস্থানও দৃঢরূপে অবরোধ করিলেন। সেনেটের নিকট এই আসন্ন বিপদের সম্বাদ দিবার জন্য আধরবলকে অনেক কৌশলে রোমে দূত পাঠাইতে হইয়াছিল। দূত পহুছিলে প্রথমে এই প্রস্তাব হইল যে, যুগার্থাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আফ্রিকায় একদল সৈন্য প্রেরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার স্বর্ণ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা [illegible] বন্ধক হওয়াতে এই প্রস্তাব একেবারেই রহিত হইয়া [illegible]। রাজদ্বয়ের উপস্থিত বিবাদ ভঞ্জনার্থ সেনেটের সভাপতি স্করসের অধিনেতৃত্বে তিনজন কমিসনর নিয়োজিত হইলেন। তাঁহারা আফ্রিকায় উত্তীর্ণ হইয়া যুগার্থাকে তাঁহাদের দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। যুগার্থা এইরূপে আহুত হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন. কিন্তু তাঁহার সেনাপতিরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমসহকারে সিট্রা অবরোধ করিয়া রহিল। কমিসনরেরা, আপনাদের মানসিক দৌর্ব্বল্য বশতই হউক, আর উৎকোচ গ্রহণজন্যই হউক, যুগার্থার প্রতি যে সকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার কেবল তৎ প্রদত্ত উত্তর শুনিয়াই ইটালীতে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু যে কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই নিষ্পত্তি হইল না।

কমিসনরদিগের প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরেই সিট্রা নগর অধিকৃত হইল, এবং যুগার্থা নানাবিধ যন্ত্রণা সহ-

কারে আধরবল্লকে নিহত করিয়া, নগর মধ্যে যাহাকে সশস্ত্র পাইলেন, তাহারই প্রাণ সংহার করিলেন। এই সকল সমাচার রোমে পহুছিলে তত্রত্য অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল যে, সেনেট তদ্দর্শনে একান্ত ভীত হইলেন, এবং আপনারা অপরাধী ইহা বিলক্ষণ বোধগম্য হওয়াতে সবিশেষ আগ্রহ সহকারে আফ্রিকা দেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুগার্থা এবারও কৌশল ক্রমে সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান দ্বারা বশীভূত করাতে তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অমনি অমনি প্রত্যাগত হইলেন। যখন এই সকল বিষয় রোমে প্রচারিত হইল তখন সাধারণ লোকদিগের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। মেমিয়স নামক তাহাদের একজন ট্রিবিউন মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, রোমকদিগের কি সেনাপতি কি দূত, সকলেই যুগার্থার উৎকোচে দূষিত হইয়াছে। অতএব সেনেটকে এই অনুরোধ করিলেন যে, যুগার্থাকে অভয়দান করিয়া একবার রোমে আনয়ন পূর্ব্বক, যাঁহারা তাঁহার উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্মুখে তাঁহাকে একবার উপস্থিত করিতে হইবে।

তদনুসারে দূত যাইয়া যুগার্থাকে সম্বাদ দিলে তিনি কিছুমাত্র সমারোহ না করিয়া সামান্যবেশে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় রোমে উপনীত হইলেন, এবং পহুছিয়াই চিরাভ্যস্ত উৎকোচ দানের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ইহাতে তাঁহার পক্ষে মহৎ ফল দর্শিয়াছিল। তিনি সাধারণ লোকদিগের একটী সভায় আহূত হইলেন। তথায় তাঁহার সমস্ত গুণাগুণ একবার আদ্যোপান্ত কীর্ত্তিত হইল, এবং তিনি তৎ সমুদায়ের নিমিত্ত জবাব দিতে আদিষ্ট হইলেন। বিবিয়স নামক এক জন ট্রিবিউন্, যিনি উদর পূরিয়া তাঁহার সুবর্ণ আস্বাদ করিয়াছিলেন, কৌশল ক্রমে তাঁহাকে একটীও কথা কহিতে দিলেন না। এ যাত্রা যুগার্থার বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু রোমে অবস্থিতির সময়ে তিনি, মাসিবা নামক মাসিনিসার একজন পৌত্র নিউমিডিয়া রাজ্যের অধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে দাওয়া করাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহার সন্দর্শনে রোমকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরাধী স্থির করিয়া অবিলম্বে রোম ও ইটালি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্য আফ্রিকায় পাঠাইয়া দিলেন। কন্‌সল্ আলবিনসের হস্তে এই যুদ্ধের সমস্ত ভার ছিল, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছু মাত্র চেষ্টা না করাতে অনেকেরই এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে তিনিও যুগার্থার অর্থ দ্বারা দূষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

এই অবসরে ট্রিবিউন্‌দিগের মধ্যে এক ব্যক্তি এই প্রস্তাব করেন যে, যাহারা যুগার্থার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে আনয়ন পূর্ব্বক এবিষয়ের একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান

করা আবশ্যক হইয়াছে। ধনীদিগের প্রতি সাধারণ লোকদিগের চিরবিদ্বেষ থাকাতে তাহারা যাহাতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে এরূপ আগ্রহ ও জিদ করিয়াছিল যে, পরিশেষে সেনেটকে অগত্যা তাহাদের মতেই সম্মতি দিতে হইল। তদনুসারে রাজ্যের মধ্যে চারিজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাদ্ধ স্থির হওয়াতে দণ্ডিত হইলেন। এই সময়ে উৎকোচবিমুখ, বিশুদ্ধচেতাঃ মেটেলস্ আফ্রিকায় রোমকদিগের সৈনাপত্য কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। তিনি যুদ্ধে অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা নগরের উপর নগর অধিকার করিয়া যুগার্থাকে যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং পশুর ন্যায় তাঁহাকে সমস্তদেশের মধ্যে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রায় যুদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া তুলিয়াছেন এমন সময়ে কেইয়স্ মেরিয়স্ সেনানীপদে অভিষিক্ত হইলেন।

কেইয়স্ মেরিয়স্ আর্পিণমে এক অতি সামান্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা তাদৃশ মর্য্যাদাপন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় অসমসাহসিকতা ও অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে রাজ্যমধ্যে সেনা ও শাসন সংক্রান্ত, সম্মানসূচক নানা পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৎকালে ট্রিবিউন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি সাধারণ লোকদিগের পক্ষ হইয়া অভিজাততন্ত্রের এরূপ দমন করিয়া ছিলেন যে, অবিলম্বেই তিনি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন, এবং

তাঁহাকে অসামান্য ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ বোধে নীচ শ্রেণীস্থ সকল ব্যক্তিই তাঁহা হইতেই আপনাদিগের সমুদায় স্বত্ব বজায় থাকিবার একান্ত ভরসা করিত। মেরিয়স্ এতদিন আফ্রিকাদেশে মেটেলসের অধীনে সহকারী সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে কন্‌সল্ পদ প্রাপ্তির মানসে রোমে প্রত্যাগমনার্থ স্বীয় প্রভুর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইলে রোমে পহুছিয়া সাধারণ লোকের অনুকূল্যে অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। এই ঘটনায় আর্য্যতন্ত্র (সম্ভ্রান্ত লোকেরা) যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া ছিলেন, যেহেতু এপর্য্যন্ত রোমে ঈদৃশ নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি কখন এরূপ মর্য্যাদার পদ প্রাপ্ত হয় নাই। মেরিয়সের যখন আট চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তিনি, সেনেটের মেম্বরেরা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যুগার্থিন যুদ্ধে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং মেটেলসকে অগত্যা তাঁহার হস্তে সমস্ত সৈন্য অর্পণ করিতে হইল। যুদ্ধ কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য থাকায় মেরিয়স্ যুগার্থাকে যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে স্বয়ং অসমর্থ হওয়াতে ইষ্টসাধনের নিমিত্ত তদীয় শ্বশুর মরিটেনিয়ার রাজা বকস্‌কে সাতিশয় অনুরোধ করিলেন। বকস্ যদিও আফ্রিক ও রোমকদিগের নিকট অসভ্য বলিয়া পরিগণিত, তথাপি এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমতঃ নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে মেরিয়সের সহকারী সিল্লার বাক্‌চতুর্য্যে

আবর্জ্জিত হইলেন, এবং যুগার্থাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক রোমকদিগের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে খৃঃ পূঃ ১০৬ অব্দে যুগার্থার সহিত যুদ্ধ নিঃশেষিত হইল। ইহাতে মেরিয়স্ ও সিল্লা উভয়েই অত্যন্ত দুর্নামগ্রস্ত হন এবং রোমানদিগেরও চরিত্রে চিরকলঙ্ক নিবেশিত হয়।

ইহার পরেই, ইউরোপের উত্তর ভাগস্থ জাতিদিগের উপদ্রব রোমায় পুরাবৃত্তে এক প্রধান ঘটনা বলিয়া পরিগণিত। কালক্রমে ইহাদের দ্বারাই সমস্ত রোম রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়। খৃঃ পূঃ ১০৯ অব্দে সিম্ব্রি, টিউটোনিস্ এবং অন্যান্য জাতিরা ইউরোপ খণ্ডের উত্তর অঞ্চল হইতে দলে দলে আসিয়া আল্প্ পর্ব্বতের ওদিকে (উত্তরে) রোমকদিগের নবার্জ্জিত গলপ্রদেশ ছারখার করিয়া ফেলে। ইহার চারিবৎসর পরে তাহারা ক্রমান্বয়ে রোমক সেনাপতি সিলানস্, স্করস্ এবং সিপিয়োকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া মহাবীর হানিবলের ন্যায় সমস্ত ইটালীকে পুনর্ব্বার ভয়কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।

তৎকালে এই অসভ্যদিগের হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করে ঈদৃশ সেনাপতি মেরিয়স্ ব্যতিরেকে রোমে এক জনও ছিল না; সুতরাং সকলেরই দৃষ্টি তাঁহাতে নিপতিত হইল। ফলতঃ ইহাদের আক্রমণে রোমকদিগের মনে এত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহারা "কোন ব্যক্তিকে কন্সল্ মনোনীত করিবার সময় যদি তিনি অনুপস্থিত থাকেন, অথবা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব কন্সল্ পদ

পরিত্যাগের পর যদি দশ বৎসর অতীত না হইয়া থাকে, তবে তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইতে পাইবেন না।" এই দুই প্রচলিত আইন রদ করিয়া মেরিয়সের অনুপস্থিতিতে এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব কন্‌সল্ পদ পরিত্যাগের পর তিন বৎসর অতীত না হইতেই তাঁহাকে তৎপদে পুনঃস্থাপিত করেন।

অনন্তর মেরিয়স্ সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া খৃঃ পূঃ ১০৩ অব্দে গলে যাত্রা করিলেন এবং তথায় পহুছিয়া শুনিলেন, অসভ্য জাতিরা রোণ নদী হইতে পিরিণিস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুঠ ও ছার খার করিয়া দক্ষিণমুখে স্পেনদেশে গমন করিয়াছে। তখন তিনি ঐ স্থানে তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন এবং ঐ অবকাশে স্বীয় সৈন্যদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মেরিয়স্ এই রূপে সৈন্য শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন ইহার মধ্যেই রোমকেরা তাঁহাকে তৃতীয় ও চতুর্থবার কন্‌সল্ পদে অভিষিক্ত করেন। তৃতীয় বৎসরে অসভ্যেরা স্পেন হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাহাদের সমস্ত সৈন্য দুই দলে বিভক্ত করিল। তন্মধ্যে আম্ব্রোণিস্ ও টিউটোনিস জাতিরা মিলিত হইয়া যে দল হইয়াছিল তাহা প্রবেন্সের মধ্য দিয়া এবং এক কেবল সিম্ব্রি জাতি লইয়া যে দল তাহা কিছু দূরে আসিয়া টিরনের কাছ দিয়া ইটালীতে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিল।

মেরিয়স্ ক্রমাগত আম্ব্রোণিস জাতির চেষ্টাচরিত্রের বিষয় সতর্কতা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগি-

লেন, এদিকে সিম্বি্রা তাহাদের লক্ষ্য প্রদেশের অভি-
মুখে যাত্রা করিল। অনন্তর তিনি আম্ব্রোণিস্ জাতিকে
বর্ত্তমান এক্স নগরের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় করিলেন।
এই যুদ্ধে অসভ্য জাতিদিগের ১,০০,০০০ এক লক্ষ লোকের
অধিক নিহত ও বন্দীকৃত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সিম্বি-
জাতি আল্প পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইল; কিন্তু তাহা-
দের গতি রোধ জন্য কাটলসের অধীনে যে সকল সৈন্য
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিকে
পলায়ন করিল। মেরিয়স এই সময়ে রোমে প্রত্যাগত
হওয়াতে, রোমকেরা তাঁহাকে নানা স্তুতিবিনীতি দ্বারা
উপস্থিত যুদ্ধের ভার গ্রহণে সম্মত করিলেন। তদনু-
সারে তিনি উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া পো নদীর তীরে
অসভ্যদিগের দেখা পাইয়া তথায় তাহাদিগের সহিত
এক তুমুল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণ
রূপ পরাজিত ও তাহাদের ১,৪০,০০০ লোক
নিহত হইল, এবং সমস্ত ইটালী প্রদেশও উপস্থিত
ঘোর বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

প্রায় এই সময়েই সিসিলি দ্বীপে দাসগণ সমরানল
প্রজ্জ্বলিত করে। প্রভুদিগের অত্যাচার নিবন্ধন দুঃসহ
যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং স্বাধীনতা লাভের
নিমিত্তে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, তাহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক
রণে প্রবৃত্ত হয় এবং সমরদক্ষ সেনানী সংগ্রহ করিয়া
রোমক সেনাগণকে বারম্বার যুদ্ধে পরাভূত করে। পরি-
শেষে এই হতভাগাদিগের ন্যূনাধিক দশলক্ষ লোক

নিধন প্রাপ্ত হওয়াতে উহারা নির্জীব হইয়া পড়িল এবং আনুষঙ্গিক উক্ত দ্বীপে পুনর্ব্বার শান্তিসমাগম হইল।

খৃঃ পূঃ ৯৮ অব্দ হইতে ৯১ অব্দ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের নায়ক মেটেল-সের নির্ব্বাসন ব্যতিরেকে রোমে আর কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। মেরিয়স অর্থবলে ষষ্ঠবার কন্‌সল্ পদে অধিরূঢ় হইয়া কতক গুলা অসম-সাহসিক নষ্টলোকের সহিত মিলিত হইলেন। নগর-মধ্যে এই সকল ব্যক্তির দৌরাত্ম্যের এতদূর আতি-শয্য হইয়া ছিল যে, যাঁহারা নিতান্ত ভাল মানুষ ও গণ্ডগোলের কাছেও যাইতেন না, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই দুষ্টদিগের দমনার্থ যত্নবান্ হইয়া উঠিলেন; সুতরাং মেরিয়স্‌কে তাহাদের সহবাস পরিত্যাগ করিতে হইল। সাটর্নিয়স এবং গ্লসিয়স্ নামক ইহাদের দুই জন সর-দার প্রথমতঃ কাপিটলে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু কিছু-তেই জীবন রক্ষার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে অবরোধকদিগের নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং অচিরাৎ বিনিপাতিত হইলেন। অতঃপর মেরিয়স্ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ সিল্লার যে সমস্ত নৃশংসতর ব্যবহার বর্ণিত হইবে এই দুই ব্যক্তি তৎসমুদায়ের পথ পরি-ষ্কার করিয়া যান।

মেরিয়স্ ও সিল্লার সময়ে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা দ্বারা রোমে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তৎ-

সমুদায়ের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে এস্থলে ইহা উল্লেখ করা উপযুক্ত বোধ হইতেছে যে, প্রথমে কতকগুলি চোরডাকাইতের দল লইয়া রোম নগর সংস্থাপিত হয়। তৎপরে কতিপয় শতাব্দী ইহা অনক্ষর থাকিয়া অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। কিন্তু যখন ইটালীর বহির্ভাগে নানা দেশ জয় করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে সমধিক সভ্যতাসম্পন্ন দেশ সকলের সহিত ইহার সংস্রব হইল, তখন নগরবাসীদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা বিদ্যারসের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রীক্‌ভাষা যত্নপূর্ব্বক অনুশীলিত হইতে লাগিল; এবং লাটিন ভাষা এরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, পরিশেষে ইহা ওজোগুণ ও প্রসাদগুণে প্রায় গ্রীক্‌ভাষার সমকক্ষ হইল। রোমকেরা শস্ত্রে গ্রীকদিগকে জয় করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রে তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইলেন। রাজকার্য্যের সমধিক বাহুল্য হওয়াতে নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ধীশক্তির পরিচালনার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিল, এবং বক্তৃতাতে যাঁহারা নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন সমাজমধ্যে তাঁহারা ধনে মানে পুরস্কৃত হওয়াতে নগরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে একান্ত যত্নসহকারে বিদ্যা ও সভ্যতার বিশেষ অনুশীলন হইতে লাগিল।

এই সময়ে রোমে নাইটদিগের ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। উল্লিখিত হইয়াছে, কেইয়স গ্রাকসের

প্রবর্ত্তিত আইন অনুসারে বিচার বিষয়িণী ক্ষমতা তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল, তাহাতে আবার এই রূপ ক্ষমতা লাভ হইল, সুতরাং তাঁহারা যে এক্ষণে অবাধে ও অসঙ্কোচে লোকের উপর যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিবেন বিচিত্র কি? রাজস্বের আদায় ও বিচারনিষ্পত্তি (কালেক্টরী ও দেওয়ানী) এই দুই প্রকার কার্য্যের ভার এক জনের হস্তে অর্পিত থাকিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারে, রোম রাজ্যের অধিকৃত নানা প্রদেশে তৎ সমুদায় সম্পূর্ণ রূপে ঘটিয়া ছিল। নাইটদিগের সংখ্যা ৩,৯০০ ছিল। এই বহুসংখ্যক ব্যক্তির যেমন পরাক্রম বৃদ্ধি হইল তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দাম্ভিকতাও বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে যখন উহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ড্রুসস্ নামা একজন ট্রিবিউন্ তাঁহাদের ক্ষমতা অর্দ্ধেক খর্ব্ব করিলেন, কিন্তু তিনি নগরের পথিমধ্যে নিহত হইলেন।

ড্রুসস এই সময়ে আর একটী প্রস্তাব করেন যে রোমনগরের অধিবাসীদিগের যাদৃশী ক্ষমতা আছে, ইটালী প্রদেশীয় মিত্রগণকে তাদৃশী ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। ড্রুসসের এই প্রস্তাব সুসম্পন্ন হইলে ইটালীয়েরা রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনায় অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু সেনেট ও সাধারণ লোকেরা সমান প্রতিবন্ধক হওয়াতে প্রস্তাবিত বিষয় আপাততঃ অনুমোদিত হইল না। ইটালীয়েরা ড্রুসসের অঙ্গীকারে অভিলষিত

প্রাপ্তিবিষয়ে বড় আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এইরূপে নিরাশ হওয়াতে বাহুবলে কৃতকার্য্য হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই প্রকার কৃতাধ্যবসায় হইয়াছেন এমন সময়ে ড্রুসসের হত্যাসম্বাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হওয়াতে, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে মনোরথ সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এপর্য্যন্ত যুদ্ধকালে রোমকদিগের যত সৈন্য সমবেত হইত, তাহার দুই তৃতীয়াংশ ইটালীয় মিত্রগণের প্রদত্ত। সিসাল্পাইন গলের দক্ষিণস্থ প্রায় সমুদায় জাতিই স্বাধীনতালাভে হতাশ হইয়া রোমের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কেবল লাটিন, সাবাইন, হিট্রুরিয় ও অম্ব্রিয় ইহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহারা নিয়ত রোমকদিগের বিশ্বাসভূমি ও তাঁহাদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল।

ঐ সকল সম্মিলিত জাতি প্রকাশ্যরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে এই বলিয়া রোমে দূত পাঠাইয়াদিল যে, এপর্য্যন্ত রোমকদিগের যত যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে তৎসমুদায়ে আমরা প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছি এবং প্রতিবৎসরই দ্বিগুণ সৈন্য যোগাইয়াছি। অতএব প্রার্থনা, যে নগর আমাদের সহায়তায় এতাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইয়াছে সেই নগরের অধিবাসীদিগের যেরূপ ক্ষমতা আছে আমাদিগকেও সেইরূপ প্রদত্ত হয়। সেনেট অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উভয় পক্ষই যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইল। ইটালীয়েরা

রোমের পূর্ব্বদিকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে কর্ফিনিয়ম-নামক স্থানকে তাহাদের রাজধানী স্বরূপ মনোনীত করিয়া এইরূপ আশা করিতেছিল যে, ইহাকে সমস্ত ইটালীর রাজধানী করিব। তাহারা রোমকদিগের অনুকরণে ঐ স্থানে পাঁচশত মেম্বর লইয়া একটী সেনেট সংস্থাপনপূর্ব্বক কন্‌সল্‌, সেনাপতি ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিল। যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা খৃঃ পূঃ ৯০ অব্দ হইতে ৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনবৎসর কাল চলিয়াছিল।

এইযুদ্ধে রোমকেরা ইটালীয়দিগেরনিকট বারম্বার পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সিল্লার কার্য্যনৈপুণ্য প্রভাবে জয়লাভ করেন। এইব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে যুগার্থীন যুদ্ধে মেরিয়সের অধীনে সহকারী সেনাপতির কর্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ উভয় পক্ষে অনেক জয় পরাজয়ের পর সেনেট একে একে ইটালীয়দিগকে, রোমনগরের অধিবাসীদিগের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তাদৃশ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। সেই দিতে হইল, কিন্তু যদি অগ্রে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতেন তাহা হইলে অনর্থক এত(তিনলক্ষ)লোকের জীবন নষ্ট হইত না। ইটালীয়দিগকে এইরূপে রোমনগরবাসীদিগের সমকক্ষ করাতে এই ফল জন্মিয়াছিল যে, রোমকদিগের চিরপ্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং চিরকালের মত শান্তিদেবী নগর হইতে অন্তর্হিত হইলেন; কারণ একণে যে কোন অধিনায়ক মনে করিলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে স্বমত-

প্রতিপোষক বহুসংখ্য লোক আনিয়া নগর আকীর্ণ করিতে পারিতেন এবং স্বপ্রস্তাবিত বিষয় উগ্রতাসহকারেও সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রোমকেরা মিথ্রি-ডেটিসের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করেন। ইনি আসিয়া-মাইনরের ঈশান কোণে অবস্থিত পণ্টস্ রাজ্যের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসামান্য-মনীষা-সম্পন্ন ও যুদ্ধাদি কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল সদ্গুণাবলী বিশ্বাসঘাতকতারূপ দোষকলঙ্কে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের উত্তর ভাগে অধিকাংশ প্রদেশে জয়-পতাকা উড্ডীন করেন, এক্ষণে সমস্ত আসিয়া জয় করিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তারে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। অনন্তর রোম সাম্রাজ্যের সীমার অব্যবধানে অবস্থিত কাপা-ডোসিয়া প্রদেশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া রোমকদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত করিলেন।

এই ঘটনাতে রোমকেরা অবিলম্বেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পণ্টস্-রাজের দুরাকাঙ্ক্ষা বিষয়ক সঙ্কল্প দৃঢ়রূপে দমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মিথ্রি-ডেটিসের সহিত রোমকদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহা খৃঃ পূঃ ৮৯ অব্দে আরব্ধ হইয়া খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে তদীয় মৃত্যুতে পর্য্যবসিত হয়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রোমকদিগের উক্ত প্রতীতি বিলক্ষণ প্রতিপোষিত হইয়া-ছিল। তাঁহারা মহাবীর হানিবলের সময়ের পর হইতে

আর কখন ঈদৃশ দুর্জ্জয় বিপক্ষের সহিত সমরে প্রবিষ্ট হন নাই।

মিথ্রিডেটিস্ বিথিনিয়া এবং কাপাডোসিয়া অধিকার করিয়া তথায় একাধিপত্য স্থাপন করিলে তত্তৎ-প্রদেশীয় দুইজন সিংহাসনভ্রষ্ট রাজা রোমে গমন করিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। ইহাতে সেনেট ঐ দুইজন রাজাকে স্বপদে পুনঃ স্থাপিত করিবার অনুমতি দিয়া আসিয়াতে কমিসনর পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা উপস্থিত হইলে মিথ্রিডেটিস্ কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা-চরণ করিলেন না, কারণ তিনি মনোমধ্যে স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অভিসন্ধি সকল সুসিদ্ধ হইবার এখনও সময় হয় নাই। তিনি অনতিবিলম্বেই স্বীয় পুত্রকে কাপাডোসিয়াতে প্রেরণ করিয়া, কমিসনরেরা পক্ষপাত করিয়াছেন এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়া উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এদিকে কমিসনরেরাও সেনে-টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এক উদ্যমেই মিথ্রিডেটিসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মিথ্রিডেটিস্ এই যুদ্ধে তাঁহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া অবিলম্বে রোডস দ্বীপ ভিন্ন আসিয়ামাইনরের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশ হইতে রোমকদিগকে দূর করিয়া দিলেন। খৃঃ পূঃ ৮৭ অব্দে এই ঘটনা উপস্থিত হয়।

আসিয়ামাইনরের এই দুর্ঘটনার সংবাদ রোমে পঁহুছিলে সেনেট মিথ্রিডেটিসের প্রতিকূলে একদল পরাক্রান্ত সৈন্য

প্রেরণ করিয়া বীরতাসহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তৎকালে রোমে মেরিয়স্ ও সিল্লা ব্যতিরেকে উপস্থিত যুদ্ধে সেনানীপদে অভিষিক্ত হয় এমন উপযুক্ত লোক কেহই ছিলনা। মেরিয়স লোকপ্রিয় ও সিম্বি দিগকে পরাজয় করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন. যদিও এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছিল তথাপি জগদ্বিখ্যাত হইবার লালসা ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হয় নাই। তিনি এই বর্ত্তমান যুদ্ধে স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষা ও ধনলিপ্সা উভয়কেই চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেখিয়া ইহার নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইলেন। এদিকে সিল্লা সেনেট ও অভিজাততন্ত্রের প্রিয়ভাজন এবং অচিরাবসিত ইটালীয় যুদ্ধে মহীয়সী কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিও মেরিয়সের ন্যায় স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির আশয়ে বর্ত্তমান যুদ্ধে নিয়োজিত হইবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, পরিশেষে সিল্লার অদৃষ্টই প্রসন্ন হইল। তিনিই উপস্থিত যুদ্ধে সেনানী পদে অভিষিক্ত হইলেন।

মেরিয়স্ ইহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি, যাহাতে সিল্লার নিকট হইতে যুদ্ধের ভার অপসারিত হইয়া তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয় তজ্জন্য নগরের কতকগুলা নষ্ট লোকের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন এবং সেনেটে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য

সভ্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই প্রাণ-বধ করিলেন। সিল্লাও তৎকালে সেনেটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভয়ে পলায়ন করিয়া নোলা নগরের অবরোধে নিযুক্ত স্বীয় সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই আকস্মিক বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। সেনেট মেরিয়সের ঈদৃশী প্রচণ্ডতা দর্শনে ভয়ব্যাকুল হইয়া তদীয় হস্তে মিথ্রিডেটিক যুদ্ধের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন। মেরিয়স এইরূপে অসামান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রোম নগরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং সিল্লার আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদের সমস্ত ধনসম্পত্তী রাজসাৎ করিলেন। সিল্লা এই সমাচার প্রাপ্তিমাত্রেই সত্বর হইয়া পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য সমভি-ব্যাহারে রোম নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও রোমের বিরুদ্ধে রোমক সেনাগণকে অস্ত্রধারণ করিতে দেখা যায় নাই, এইরূপ ঘটনার এই প্রথম উদা-হরণস্থল।

সিল্লা সহজেই রোমনগর হস্তগত করিলেন। অনন্তর সাধারণতন্ত্রের উচ্ছ্রায় দলনার্থ কতিপয় আইন প্রচার করিয়া দিলেন এবং মেরিয়সের অনেক আত্মী-য়ের প্রাণবধ ও স্বয়ং মেরিয়সকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি মেরিয়সের ছিন্ন মুণ্ড দেখাইতে পারিবে তাহাকে যথো-চিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সিল্লা এইরূপে নগরমধ্যে স্বপক্ষের প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া সিন্না ও অক্টেভিয়সকে

কন্সল পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধার্থ স্বয়ং সসৈন্যে পূর্ব্বরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মেরিয়স্ রোম হইতে অপসৃত হইয়া ইটালীর দক্ষিণাঞ্চলে পলায়ন করিলেন। শত্রুরা তীব্রতা সহকারে এপর্য্যন্তও অনুসরণ করাতে তিনি একটা জলার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইলেন। বিপক্ষেরা অবিলম্বে ইহা জানিতে পারাতে সকর্দ্দম, বিবর্ণ মেরিয়স্‌কে তথা হইতে বহির্নিঃসারিত করিয়া কারাগৃহে সমর্পণ করিল। কিন্তু মেরিয়স্ কৌশল ক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে পৌঁছিবামাত্র অত্রত্য শাসনকর্ত্তা (প্রীটর) সিল্লার অনুরোধে তাঁহাকে অবিলম্বে ঐ স্থান পরিত্যাগের অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন! দূত আসিয়া এইসংবাদ দিলে মেরিয়স্ তাঁহাকে এইবলিয়া বিদায় করিলেন "তুমি তোমার প্রভুকে আমার নাম করিয়া এই কথা বলিও যে, স্বদেশ নির্ব্বাসিত মেরিয়স কার্থেজ নগরের ভগ্নাবশেষে উপবিষ্ট রহিয়াছেন"। ইহার দ্বারা প্রীটরকে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, তাহার সাক্ষী—যে কার্থেজ নগর এক সময়ে রোমের প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, এবং যে আমি কিছু দিন পূর্ব্বে রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলাম সেই আমি আজি নিরন্ন দুর্গতের ন্যায় অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছি।

অনন্তর মেরিয়স তথা হইতে পোতাধিরোহণ করিয়া প্রায় সমুদায় শীতকাল জলে জলে অতিবাহিত করিলেন। উল্লিখিত হইয়াছে সিল্লা যুদ্ধযাত্রার সময় সিন্নাকে রোমে কন্সল পদে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া যান। সিন্না যেমন কার্য্যকুশল সেই রূপ পাপাত্মা ও নির্লজ্জ ছিল। এই সময়ে ইহাকেও মেরিয়সের পক্ষ অবলম্বন করাতে অনেক রক্তারক্তির পর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হয়। পলায়ন করিল বটে, কিন্তু একেবারে স্বার্থ-সাধনে ভগ্নোৎসাহ হইল না; একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এবং মেরিয়স্ ও হতাবশিষ্ট আত্মীয় বর্গের সহিত মিলিত হইয়া রোমের অভিমুখে যাত্রা করিয়া ঐ নগর দৃঢ়-রূপে অবরোধ করিয়া রহিল। কন্সল অক্‌টেবিয়স্ এবং যুগার্থীন যুদ্ধের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি মেটেলস ইঁহারা উভয়ে অসামান্য পরাক্রম সহকারে নগররক্ষার্থে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সিন্না নগরবাসীদিগকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে যে, অবশেষে সেনেটকে অগত্যা তদীয় হস্তে নগর সমর্পণ করিতে হইল; কেবল তাঁহারা এই মাত্র প্রার্থনা করিলেন যে, নাগরিকদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণ বধ করা না হয়। সিন্না যেমন সহজে স্বীকার পাইল, তেমনি অসংকোচে তাহার অন্যথাচরণ করিল।

মেরিয়স্ পুনঃ পুনঃ আহূত হইলেও, যাবৎ তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড প্রতিসংহৃত না হইবে, নগরে প্রবেশ

করিতে চাহিলেন না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার দণ্ড-মোচনের বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া চারি হাজার দাস সমভিব্যাহারে নগরে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুপক্ষ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া অনুষ্ঠিত বৈরনির্যাতনের আন্দোলনে আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন, এবং যাহাদিগের প্রতি তাঁহার সন্দেহ ছিল তাহাদিগের হত্যা আদেশ করিলেন। এই ব্যাপারে নগরের কতক গুলি বড় বড় লোকও পড়িয়া গেলেন। এইরূপ কড়াকড়ি করিতেছেন এমন সময়ে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া খৃঃ পুঃ ৮৭ অব্দে একাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

আমরা এক্ষণে পুনর্ব্বার সিল্লার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উল্লিখিত হইয়াছে, মিথ্রিডেটিস্ এক উদ্যমেই রোড্স নগর ভিন্ন রোমকদিগের আসিয়ামাই-নরস্থ সমস্ত অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিয়া পরিশেষে উক্ত নগর অবরোধ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মিথ্রিডেটিস্ আসিয়ামাইনরে অবস্থিত রোমকদিগকে পশুর ন্যায় হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে একদিবসেই আশী হাজার লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই হতভাগ্যদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজকোষে আনীত এবং তাহাদের সমুদায় দলিল ও কাগজপত্র ভস্মীকৃত হইল। মিথ্রিডেটিসের এই ভয়ানক আজ্ঞা প্রতিপালিত হওয়াতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে রোমকদিগের উৎ-

পীড়না ও স্বেচ্ছচারিতাদোষই তাঁহাদিগের আসিয়িক প্রজাগণের মানসে এরূপ বিষম বিদ্বেষবুদ্ধি উদ্দীপিত করিয়াছিল।

এই ঘটনাতে সমুদায় দলিলপত্র নষ্ট হইয়া যাওয়ায় রোমে মহতী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যাহা হউক, সিল্লা মিথ্রিডেটিসের এই নিদারুণ কৃতঘ্নতার সমুচিত প্রতিফল দিতে ক্ষণ কাল ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত একান্ত অধীর হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আসিয়ামাইনর পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া, মিথ্রিডেটিস্ স্বীয় যোগ্যতম সেনাপতি আর্কেলসের অধীনে গ্রীস দেশে সৈন্য প্রেরণ করেন। রোমকেরা ইতিপূর্ব্বে আথেন্সীয়দিগের অর্থদণ্ড করাতে তাহারা এক্ষণে আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল, এবং এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য প্রদেশীয়েরাও ঐ সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। সিল্লা খৃঃ পূঃ ৮৭ অব্দে গ্রীসে সসৈন্যে উত্তীর্ণ হইয়া আথেন্স নগর অবরোধ করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আথেন্সীয়েরা দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দুই বৎসর ধরিয়া তদীয় সমুদায় চেষ্টা বিফল করিয়া দেয়। কিন্তু পরিশেষে ঐ নগর অধিকৃত হইলে সিল্লা স্বীয় সৈন্যদিগকে তত্রত্য অধিবাসীদিগের নির্ব্বিশেষে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশে এরূপ ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই উপলক্ষে এত [illegible] প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল যে, সমস্ত রাজপথ

আপ্লাবিত করিয়া পুরদ্বারের বাহর্ভাগ পর্য্যন্ত শোণিতনদী প্রবাহিত হয়। অনন্তর হত্যাপ্রবৃত্ত স্বকীয় সেনাগণের ক্রোধাবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে সিল্লা বন্ধুবর্গের আগ্রহাতিশয়ে হতাবশিষ্ট অধিবাসীদিগের হত্যাসাধনে নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে আথেন্স নগর শত্রুহস্তে পতিত হইলে মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি আর্কেলস্ বিয়োসিয়ার অন্তর্গত চিরোণিয়া নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিল্লাও তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় সৈন্যের অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় সমুদয় সেনাই নিধন প্রাপ্ত হয়, কেবল দশ সহস্র সৈনিক রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করে। পণ্টস্-রাজের ডরিলস্ নামক অপর একজন সেনাপতি অনতিবিলম্বেই একদল নূতন সেনা সমভিব্যাহারে উত্তর দিক্ দিয়া গ্রীসদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এখানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহার সেনাবর্গ অর্কমিণস্ নগরে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। মিথ্রিডেটিস্ তদীয় সেনাপতিদ্বয়ের উপর্য্যুপরি পরাজয় শ্রবণ করিয়া আর্কেলস্কে যে কোন নিয়মে হউক, সিল্লার সহিত সন্ধি সংস্থাপনের অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। সিল্লাও তাহাতে অসম্মত ছিলেন না; কারণ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত মেরিয়সের পক্ষীয় একজন সেনাপতি রোম হইতে সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছেন।

মিথ্রিডেটিসেরও সন্ধিসংস্থাপনে সমুৎসুক হইবার উত্তেজক এই যে, পূর্ব্বোদ্দিষ্ট রোমক সেনাপতি ফিম্ব্রিয়া আসিয়ামাইনরে পহুছিয়া তাঁহাব একজন পুত্রকে পরাজয় করিয়া পিটানিস্ নামক স্থানে স্বয়ং তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন। ফিম্ব্রিয়া এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া ট্রয় নগরের সন্নিহিত প্রদেশ সকল বিলুণ্ঠন করিবার মানসে তথায় প্রস্থান করিলেন। সিল্লাও তচ্ছ্রবণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে আসিয়ামাইনরে যাত্রা করিলেন। হেলেপ্সণ্ট পার হইবামাত্র মিথ্রিডেটিস্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই করারে সন্ধি স্থাপন করিলেন যে, আসিয়ামাইনর ও পাফ্লাগোনিয়া রোমকদিগকে এবং বিথিনিয়া ও কাপাডোসিয়া তত্তদ্দেশীয় রাজাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং দ্বিসহস্র টালেণ্ট (প্রায় চল্লিশলক্ষ টাকা) ও সত্তর খানা যুদ্ধজাহাজ রোমকদিগকে প্রদান করিবেন। এই রূপে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে সিল্লা স্বকীয় সেনাপতি ফিম্ব্রিয়ার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। এদিকে ফিম্ব্রিয়া নিজ সৈন্য হইতে অনেককে ছাড়িয়া যেতে দেখিয়া আত্মঘাতী হইলেন।

সিল্লা আসিয়াতে এইরূপে আপনাকে নিঃশত্রু জানিয়া সৈন্যদিগকে তৎপ্রদেশ বিলুণ্ঠনে আদেশ করিলেন। সৈন্যেরা সকলেই এই উপলক্ষে এত উপার্জ্জন করিয়াছিল যে, ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনিও, যাহারা এপর্য্যন্ত রোমের প্রতি অনুরক্ত ছিল তদ্ব্যতীত উক্ত প্রদেশীয় সমস্ত অধিবাসীর অর্থদণ্ডবিধান [illegible] অন্যূন চারিকোটী টাকা সংগ্রহ করেন এবং ইহারই

উপর নির্ভর করিয়া খৃঃ পূঃ ৮৪ অব্দে বৈরনির্যাতনার্থ ইটালী প্রত্যাগমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে রোমনগর—সমুদয় ইটালী মেরিয়সের পক্ষীয় লোকদিগের আয়ত্ত ছিল। বিজয়িনী সেনা, বহুসংখ্য রণতরি এবং অতুল সম্পত্তি লইয়া সিল্লা পঁহুছিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কন্‌সলেরা ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কায় সৈন্যসংগ্রহ ও রণপোত সুসজ্জ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্যূন দুইলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন। এই বিষম আত্মবিগ্রহে ক্রমাগত দুইবৎসর ধরিয়া উভয় দলে নানাস্থানে শোণিতস্রাবী নানা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ সকল যুদ্ধেই সিল্লা জয়শ্রী লাভ করেন। সমস্ত ইটালী অধিবাসীদিগের স্বহস্তপাতিত শোণিতপ্রবাহে আপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নগর অধিকৃত হইলে সিল্লা তদীয় বিপক্ষকুলের দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই রূপে রোম নগর সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়াও তদীয় একজন অধিবাসীর ক্রীড়নক স্বরূপ হইল। সিল্লা সেনেটের সভ্যদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে আট হাজার বন্দীর প্রাণ সংহারের অনুমতি করিলেন। তাহাদের আর্ত্তনাদে সেনেট্ ভয়ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু সিল্লা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অম্লানবদনে তাঁহাদিগেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, উহা কেবল আমার আদেশ-দণ্ডিত জন কতক বিদ্রোহীর আর্ত্তনাদ মাত্র, উহাতে এত ভীত

হইবার বিষয় কি? সংপ্রতি আমাদের যে প্রসঙ্গ চলিতেছে তদ্বিষয়ে অবহিত হও। ইহার পরে তিনি রোম নগর হতদেহে পরিপূর্ণ করিলেন। যাহাকে মেরিয়সের অনুগত বলিয়া অণুমাত্র সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার আর নিস্তার ছিল না। এই সুযোগে তাঁহার বন্ধুগণও তদীয় হৃদ্গত অভিসন্ধি বুঝিয়া তলে তলে স্ব স্ব বিপক্ষদিগকে অপসারিত করিতে লাগিল। সম্পত্তিই অপরাধের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যাহাদিগকে নিপাতিত করিলে সিল্লার অনুগত ব্যক্তিদিগের স্বার্থ সম্পাদিত হইবার উপযোগিতা দৃষ্ট হইত, তাহাদের পরিত্রাণের উপায়ান্তর ছিল না।

একদা সেনেট্ সভায় সিল্লার প্রিয়বয়স্য মেটেলস্, কতদিনে এই দুর্ঘটনার অবসান হইবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই মাত্র উত্তর করিলেন, আমি কাহাকে জীবিত রাখিব এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। এই সকল কথোপকথনের পর দিবসই তিনি যাহাদিগের প্রাণ সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছিলেন, তাহাদের নামাবলী প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া দিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের মস্তক ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। দাসেরা স্ব স্ব প্রভুর বিনাশ সাধনে অনুমত এবং পুত্রেরা পিতৃবধে প্রোৎসাহিত হইয়াছিল। তদানীং দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের বিষয়বিভবাদি দুরাত্মা সিল্লার আদেশে আক্রান্ত হইয়া তদীয় অনুগত ব্যক্তিদিগকে

প্রদত্ত হইতে লাগিল। দিন দিন সেই সাংঘাতিক পত্রে নূতন নূতন নাম নিবেশিত হইতে আরম্ভ হইল। পরিশেষে দেখা গেল তাহাতে ৪,৭০০ হতভাগ্যের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, পত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদি-গের সংখ্যা অপেক্ষা হতব্যক্তিদিগের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহাতে রোমের একজন ইতিহাসলেখক বলেন, মিথ্রিডেটিসের সাংঘাতিক আজ্ঞাক্রমে রোমকদি-গের মধ্যে যত লোক নিধন প্রাপ্ত হয়, সিল্লার হাতে তদ-পেক্ষ অনেকাংশে অধিক লোক প্রাণত্যাগ করে। এ কথা কোন প্রকারেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কথিত আছে, সিল্লার চরেরা ইটালীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ পূর্ব্বক, যাহাদিগকে মেরিয়সের পক্ষ বলিয়া সন্দেহ হইত, তাহাদিগের প্রাণবধ করিত। যাহা হউক, এই ব্যাপারে মেরিয়সের পক্ষ বলিয়া তত লোক নয় যত লোক অর্থ-নিবন্ধন মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত সিল্লা স্বীয় অনুচরগণকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন সাংঘাতিক পত্রে নাম নিবেশিত করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইটালিতে পাঁচ খানি নগর একেবারে সমভূমি হইয়া যায়, এবং তত্রত্য অধিবাসীরা সকলে হৃতসর্ব্বস্ব ও বিনিপাতিত হয়।

এই নৃশংস ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া সিল্লা কলে কৌশ-লে দীর্ঘ কালের নিমিত্ত ডিকটেটরের পদে নিযুক্ত হইলে-ন এবং একটী আইন প্রস্তুত করিয়া অধিবাসীদিগের ধন ও প্রাণের উপর আপনার অপ্রতিহত আধিপত্য সংস্থা-

পন করিলেন। এইরূপে রোমনগরের স্বাধীনতা একপদে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে সিল্লার মরণোত্তর প্রধান মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করণে সাধারণ লোকদিগের যে ক্ষমতা শুনা যাইত তাহা নাম মাত্র; বস্তুতঃ নগরস্থ সমস্ত সভাই দুই এক জন ক্ষমতাশালী অধিবাসীর হস্তগত ছিল। সিল্লা দুই বৎসর ধরিয়া ডিকটেটরের পদে অধিরূঢ় ছিলেন এবং সেই কাল মধ্যে তৎকালপ্রচলিত শাসপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করেন। সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া সেনেটের আধিপত্য বৃদ্ধি হয় ইহাই তাঁহার সমস্ত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সিল্লা নিজের ও মেরিয়াসের নৃশংস ব্যবহারে সেনেটের যত সভ্যের হ্রাস হইয়াছিল, নাইট শ্রেণীস্থ লোক হইতে তৎসমসংখ্যক সভ্য লইয়া ইহার পূর্ব্বতন সংখ্যার পূরণ করেন। তিনি, ট্রিবিউন্‌দিগের আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা রহিত করিয়া দিলেন, এবং যাহারা একবার ট্রিবিউন পদে অধিষ্ঠিত হইবে তাহারা আর কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবেনা এই নিয়ম করিয়া উক্তপদনিবন্ধন মর্য্যাদার একেবারেই লাঘব করিয়া ফেলেন। তিনি বিচারনিষ্পত্তির অধিকার হইতে নাইটদিগকে বঞ্চিত করিয়া সেনেট্‌কে উক্ত ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করেন। ইত্যাদি নানাপ্রকার নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া তিনি সেনেটকে পূর্ব্বের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু ইহার ভূতপূর্ব্ব উদারতা পুনরুদ্দীপিত করিতে পারেন নাই। তিনি এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নগরের ও ব্যক্তিগণের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া

লইয়াছিলেন, তাহা হইতে স্বীয় একলক্ষ সৈন্যের বৃত্তি সংস্থান করিয়া দেন। এই সকল উপকৃত ব্যক্তিরা সিল্লাকে আপনাদের ঐশ্বর্য্যের মূল জানিয়া তাঁহার অটল সহায় হইয়াছিল।

সিল্লা এইরূপে মনোরথ সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রোমরাজ্যের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য ভোগ করিতেছেন এমন সময়ে একদিন সহসা বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিউমি নামক প্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিলেন। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সিল্লাকে এইরূপে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অসহায় হইতে দেখিয়াও তন্নিপাতিত অসংখ্য হত-ভাগ্যদিগের আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকেও তদীয় বিনাশ-সাধনে কৃতোদ্যম হইতে দেখা যায় নাই। তিনি কিউ-মিতে নির্জ্জনবাস সময়ে স্বীয় জীবনচরিত লিখিয়া যান এবং যৎপরোনাস্তি ইন্দ্রিয়সেবায় আসক্ত হয়েন। অতঃ-পর তিনি এক বীভৎস রোগে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুর প্রাক্কালেই তাঁহার সমস্ত শরীর কীটনিষ্কুষিত হইয়া যায়। তিনি স্বীয় সমাধিস্তম্ভে লেখ্য বিষয়টী আসন্নকালে স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। উহার মর্ম্মার্থ এই যে, শত্রুর দমন ও মিত্রের অনুরঞ্জনে তাঁহাকে অতিক্রম করে এমন লোক ভূমণ্ডলে অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই। ফলতঃ এই বিষয়টী তাঁহার চরিত্রের অভ্রান্ত পরিচয় দিতেছে। সিল্লা ও মেরিয়সের পরস্পর সংগ্রাম উপলক্ষে ৩৩ জন কন্‌সল লইয়া দুই শত সেনেটর মেম্বর এবং

একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর জীবন নষ্ট হয়। খৃঃ পূঃ ৭৭ অব্দে সিল্লা মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এক্ষণে রোম একজন প্রভুর অধীনে থাকিতে পারে এরূপ বোধ হওয়াতে কন্‌সল লেপিডস্‌ সিল্লার মৃত্যু সংবাদে স্বীয় একাধিপত্য সংস্থাপনে সবিশেষ যত্নবান্‌ হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। তিনি এককর্ম্মা কন্‌সল কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি দুইবার পরাজিত হইয়া সার্ডিনিয়া প্রদেশে পলায়ন করিলেন, এবং ঐ স্থানেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ নিরন্তর আত্মবিগ্রহে অনেকানেক উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী রোমক সেনাপতি,--বিশেষতঃ পম্পি ও সিজর স্ব স্ব ধীশক্তি পরিচালিত করিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রোমকদিগের শাসনপ্রণালীর সমমানতা একপদে লুপ্ত হইয়া যায়। যদিও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, সমস্ত রোমরাজ্য অচিরাৎ একজন স্বেচ্ছাচারী প্রভুর অধীন না হইয়া যায় না, তথাপি সিল্লার পদত্যাগ হইতে অগষ্টস্‌সিজরের সম্রাট্‌পদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সাত চল্লিশ বৎসর অমনি অমনি অতিবাহিত হয়। পরিশেষে এই শেষোক্ত ব্যক্তির অধিকার কালে রোমকদিগের স্বাধীনতা আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সিল্লার মৃত্যুর পর রোমকেরা যে সকল যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্পেনদেশে সার্টোরিয়সের সহিত যুদ্ধই প্রথম ঘটে। সার্টোরিয়স মেরিয়সের পক্ষীয় একজন যোগ্যতম সেনাপতি ছিলেন। সিল্লার যুদ্ধ সময়ে

তিনি তদীয় সহকারীদিগের কার্য্যবিশৃঙ্খলতা ও মত-বিভিন্নতা প্রযুক্ত বিরক্ত হইয়া খৃঃ পূঃ ৮২ অব্দে স্পেন-দেশে উপস্থিত হন এবং দশবৎসরকাল তথায় স্বাধীন-ভাবে অবস্থিতি করেন। সার্টোরিয়সের চরিত্র যেরূপ নির্ম্মল ও প্রশংসনীয়, সমস্ত রোমীয় পুরাবৃত্তে কাহারও সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি পিরিণিস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া স্পেনদেশে প্রবেশ করিবার সময় একদল সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তদানীং রোম-কদিগের সহিত লুসিটেনিয় অর্থাৎ পর্টুগিজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত থাকায় তাহারা তাঁহাকে সেনানীপদে অভিষেক করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই কেবল লুসিটেনিয়দিগের নহে সমস্ত স্পেনবাসীদিগেরই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে দ্বিতীয় হানিবল বোধে সম্ভাষণ করিতে লাগিল।

সার্টোরিয়স্ যুদ্ধকার্য্যে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, আট-হাজার মাত্র সৈন্য সহায় করিয়া চারিজন রোমক সেনাপতি ও তাঁহাদের সমবেত অন্যূন একলক্ষ কুড়িহাজার সৈন্যকে নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে, রোমনগরীয় সেনেটের যে সকল সভ্যেরা ও তথাকার যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ সেনেটের প্রতিরূপ একটী নূতন সেনেট সংস্থা-পিত করিলেন। তিনি এই স্বপ্রতিষ্ঠিত অভিনব সেনে-টকেই প্রকৃত রোমীয় সেনেট বলিতেন এবং তদানীন্তন

রোমনগরস্থ সেনেট সিল্লার অনুগত সভ্যপরিপূরিত হওয়াতে তাহার প্রভুতা একবারেই অস্বীকার করিতেন। সার্টোরিয়স্ স্পেনদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বিদ্যা-শিক্ষার্থ উক্ত প্রদেশের নানাস্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপনে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের উন্নতিসাধনপক্ষে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তিনি রোম নগরকে সপত্নদিগের অধিকৃত দেখিয়া তাহার প্রভুতা অস্বীকার করাতে তাঁহাকে দমন করা রোমকদিগের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশে যে সমস্ত সেনাপতি সসৈন্যে তাঁহার প্রতিকূলে যাত্রা করেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত অবমানিত হইয়া প্রত্যাগত হন। পরিশেষে লোকপ্রিয় বিখ্যাত সেনাপতি পম্পি সৈন্যসমন্বিত প্রেরিত হন। কিন্তু সার্টোরিয়স্ তাঁহারও সৈন্য সকলকে উপর্য্যুপরি পরাভূত করিয়া তদীয় সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দেন। পরিশেষে দশ বৎ-সর যুদ্ধের পর তিনি স্বীয় সেনাপতি পর্পেন্না কর্ত্তৃক নিহত হন। যে কোন ব্যক্তি সার্টোরিয়সের শিরশ্ছেদ করিবে, পম্পীর এককর্ম্মা লুকল্লস্ তাহাকে সমুচিত পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করেন; সেই পুরস্কার লোভ ও ঈর্ষা উভ-য়েই পর্পেন্নাকে এই ঘোর পাপাচরণে প্রবৃত্তি দেয়।

যে বৎসর সার্টোরিয়স্ নিধন প্রাপ্ত হন, সেই বৎসরেই ইটালিতে গ্লাডিয়েটর অর্থাৎ তলবারীদিগের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। রোমকেরা ইহাদিগকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া আনিয়া পরিশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ

করেন। কোন উৎসব বা সমারোহ উপলক্ষে পরস্পর কাটা-কাটি করিয়া রোমক প্রভুদিগের আমোদ উৎপাদন করিতেই ইহারা শিক্ষিত হইয়াছিল। যুদ্ধে বন্দীকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহারাও রোমকদিগের ন্যায় স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত ছিল। একদা কাপুয়াস্থ একদল তলবারী স্ব স্ব দুরবস্থা নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপরবশ হইয়া রক্ষিগণের প্রতিকূলে সশস্ত্রে অভ্যুত্থান করে, এবং তাহাদের তুল্যাবস্থ স্পার্টেকস্ নামক একজন হতভাগ্যের প্রোৎসাহনায় স্বাধীনতার প্রত্যুদ্ধরণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। স্পার্টেকস্ বিমৃষ্যকারিতা, অনৌদ্ধত্য ও অসামান্য-যুদ্ধ-নৈপুণ্যে দ্বিতীয় সার্টোরিয়স্ ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দাসরূপী একজন বীরপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। তলবারীদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহারা তিন বৎসর ধরিয়া রোমকদিগের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দেয়। স্পার্টেকস্ চারিজন রোমক সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া দেখিলেন তাঁহার অধীনে ৪,০০০ চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পরিণামে রোমের অসীম পরাক্রমে গ্লাডিয়েটরদিগের নিঃসন্দেহ ধ্বংস হইবে; অতএব তিনি তাহাদিগকে, ইটালির দক্ষিণ হইতে উত্তরসীমায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎকালারক্ষিত আল্পপর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক স্বদেশ প্রস্থানে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। এরূপ করিলে তাহাদিগের স্বাধীন হইয়া সুখে কালযাপন করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহারা ইটালি, বিশেষতঃ রোম-

নগর লুঠ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে এরূপ দুরাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহার উপদেশবাক্যে ঔদাস্য ও অবহেলা প্রদর্শন করে। রোমক সেনাপতি ক্রাসস্ একদল পরাক্রান্ত সেনা সমভিব্যাহারে তলবারীদিগের দমনার্থ প্রেরিত হন। ইহারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও ইহাদের ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার সৈন্য সমরশায়ী হইলে বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। স্পার্টেকস্ যুদ্ধে অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পরিশেষে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া খৃঃ পূঃ ৭০ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সিল্লা যে বিধিদ্বারা সেনেটকে বিচারবিষয়িণী ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করেন, কিছু দিনের মধ্যে তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। যে অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সময়ে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য যার পর নাই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন জনপদে শাসনভার গ্রহণ করিতেন, স্ব স্ব অধিকৃত প্রজাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া রোমে নূতন নূতন পদ প্রাপ্তির উপযোগী ধনসঞ্চয় করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উৎপীড়িত প্রজাগণের রোমে আবেদন করিয়াও কোনপ্রকারে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তাহারা জানিত যে, যাঁহারা তাহাদিগের পীড়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই রোমে সর্ব্বেসর্ব্বা ও তাঁহারাই তাহাদের রোদনে কর্ণপাত করিবেন। দুর্ণয় ও অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ক্ষমতা-

শালী বা ধনী ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে কেহই সাহসী হইত না। অতএব যদিও করসংগ্রহে নিয়োজিতপূর্ব্ব নাইটদিগের হস্তে বিচারভার ন্যস্ত করা মহানর্থকর হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মহৎ মহৎ পাপাচরণ করিয়াছিল এবং যাহারা নানাপ্রদেশ বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া রোমে প্রত্যাগত হইত, সেই সকল জঘন্য লোকে পরিপূরিত, অর্থপিশাচ সেনেটে উক্ত ভার সমর্পণ করা তদপেক্ষা সহস্রগুণে মন্দ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরিশেষে সুবিচক্ষণ পম্পি একটী আইন বিধিবদ্ধ করেন যদ্দ্বারা সেনেটের সভ্য, নাইট ও ট্রিবিউন্ এই ত্রিবিধ ব্যক্তিদিগের হস্তে বিচারবিষয়িণী ক্ষমতা বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হয়।

আমরা এক্ষণে জলদস্যু (বোম্বেটে) দিগের সহিত সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বিবরণ উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সাগরের উত্তর উপকূলে আসিয়ামাইনরের অন্তর্গত সিলিসিয়া প্রদেশে তাহাদের আদিম বসতি ছিল। আসিয়ামাইনরের উপপ্লব সময়ে রোমক শাসনকর্ত্তাদিগের দৌরাত্ম্যে উদ্বেজিত হইয়া তাহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। যাহারা তাহাদের হস্তে পতিত হইত তাহাদিগকে ডেলস দ্বীপে লইয়া যাইত, এবং রোমনগরস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের যে সকল কর্ম্মচারীরা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত দাসক্রয় করিতে তথায় উপস্থিত হইত তাহাদিগের নিকট ঐ হতভাগ্যদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে উক্ত দ্বীপ দাসরূপ পণ্যের এক অদ্বিতীয় বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে।

তাহারা প্রথমতঃ সমুদ্রের ধারে ধারে লুঠপাট করিয়া বেড়াইত। অন্তঃসমরের সময় রোমীয়দিগকে অত্যন্ত বিব্রত দেখিয়া অসঙ্কোচে তাহারা আপনাদিগের দস্যুবৃত্তির আয়তন বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এতদূর করিয়া তুলিয়াছিল যে পরিশেষে যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিয়া তৎকালারক্ষিত নগর সকল আক্রমণ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠন করিতে অণুমাত্র ভীত হয় নাই। এপর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিকূলে যে যে রোমক সেনাপতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাহাদের নিকট পরাভূত হওয়াতে তাহারা নির্ভয়ে সিলিসিয়া প্রদেশে একপ্রকার অভিনব শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করে। এই প্রদেশের উপকূলভাগ জলমগ্ন প্রস্তরখণ্ডে সঙ্কুল থাকায় নৌকাদি দ্বারা নিতান্ত দুর্গম। দস্যুরা এই উপকূলের ধারে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা ঐ সকল স্থানে জয়লব্ধ দ্রব্যজাত ও জাহাজের জীর্ণসংস্করণোপযোগী সামগ্রী সকল সঞ্চয় করিয়া রাখিত। ফলতঃ তাহাদের পরাক্রম এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, এক হাজার সবল সমরপোত তাহাদের অধিকারে দৃষ্ট হইত এবং ঐ সকল পোতের অধ্যক্ষেরা নিরুদ্বেগে বিবিধ বিলাসবস্তু সম্ভোগে কালযাপন করিত। তাহারা চারিশত নগর অধিকার ১৩টী অতিসমৃদ্ধ দেবালয় লুঠ করিয়াছিল।

ইহাদের উপদ্রবে রোমে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষ-নিবন্ধন ক্লেশই গুরুতর ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত। অর্ণবপোত দ্বারা দেশান্তর হইতে আনীত শ-

স্যই রোমনগরবাসীদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন ছিল। একদল দস্যু ঐ সকল শস্যের আমদানি বন্ধ করিয়া ভুবনজয়িনী রোমনগরীকে অনাহারে মারিবার উদ্যোগ করিয়া ছিল। অতএব অনতিবিলম্বেই কোন উপায়ে এই দস্যুদিগের দমন করা রোমকদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। যখন এই রূপ দাঁড়াইয়াছে এমন সময়ে পম্পির নিতান্ত বশম্বদ গাবিনিয়স্ খৃঃ পূঃ ৬৬ অব্দে সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রস্তাব করে যে, দস্যুদিগের উন্মূলনার্থে পম্পিকে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। কিন্তু সেনেট ও নগরের প্রধান প্রধান লোকেরা, অপ্রতিহত-ক্ষমতা-নিবন্ধন সিল্লাকৃত ভূতপূর্ব্ব ইটালীর দুরবস্থা স্মরণ করিয়া এই প্রস্তাবের বিষম বিরোধী হইলেন। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পম্পি সাধারণ লোকদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুতরাং তাহারা কোন বাধা না শুনিয়া যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত তাঁহাকে ১,২৫,০০০ সৈন্য ও ৫০০ সমরপোত সংগ্রহ করিয়া দেয়, এবং রাজকোষ হইতে অন্যূন এক কোটি নগদ টাকা লইতে অনুমতি প্রদান করে। পম্পি এরূপ দৃঢ়তা ও দক্ষতা সহকারে যুদ্ধকার্য্য চালাইয়া ছিলেন যে, তাঁহার ইটালী পরিত্যাগ দিবস হইতে চল্লিশ দিনের মধ্যেই সমস্ত রোমকাধিকার দস্যুদিগের দৌরাত্ম্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়।

এত অল্পকাল মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন

করিয়া নগরবাসীদিগকে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করাতে পম্পির যশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছিল, এবং সম্মান ও আধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। মিথ্রিডেটিসের যুদ্ধে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইতে তাঁহারপোষিত যে চিরপোষিত অভিলাষ ছিল তাহাও এক্ষণে পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। সার্টোরিয়স, স্পার্টেকস্ এবং জলদস্যুদিগের পরাজয়ের পর মিথিডেটিস ভিন্ন রোমকদিগের জেতব্য শত্রু আর কেহই অবশিষ্ট ছিল না।

খৃঃ, পূঃ ৮৫ অব্দে সিল্লা ও মিথ্রডেটিস এই উভয়ের পরস্পর সন্ধিসংস্থাপন হয়। সেই অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসররের মধ্যে আসিয়াখণ্ডে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল এক্ষণে তদ্বিষয়ের কিছু উল্লেখ করা নিতান্ত উপযুক্ত বোধ হইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সন্ধির কোন একটা লেখাপড়া ছিল না, কেবল কথার উপর নির্ভর ছিল। এই ছল পাইয়া তদনীন্তন রোমক সেনানায়ক মিউরেণা দুই এক বৎসর পরেই মিথ্রিডেটিসকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পণ্টস্ রাজ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলে তৎকালে রোমের সর্ব্বময় কর্ত্তা সিল্লার আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে ইহাতে নিরস্ত হইতে হইল। সচরাচর ইহাই দ্বিতীয় মিথ্রিডেটিক যুদ্ধ বলিয়া পুরাবৃত্তে প্রসিদ্ধি আছে। খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দে বিথিনিয়ার রাজা নাইকোমেডিস্ মৃত্যুকালে

রোমকদিগকে স্বীয় সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এই রাজ্যের এক দিকে রোমকদিগের, অপর দিকে মিথ্রিডেটিসের অধিকার ছিল। ঐ রাজ্যটী হস্তগত হয় অনেক দিন হইতে মিথ্রিডেটিস এই রূপ চেষ্টায় ফিরিতে ছিলেন। অতএব উহা যে সহজেই রোম রাজ্যের অন্তর্গত হইবে ইহা একবার ও মনে হয় নাই। মিথ্রিডেটিস তদনুসারে বহুসংখ্য সমরপোত প্রস্তুত ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একদা জল ও স্থল দুই দিক্ দিয়া উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রূপে দশবর্ষব্যাপী তৃতীয় মিথিডেটিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে তদানীন্তন কন্‌সল, যুদ্ধবিশারদ, অমিতাচারী লকল্লস্ প্রচুর ধন লাভ প্রত্যাশায় অসদুপায় দ্বারা সেনানীপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা মিথ্রিডেটিসের সৈন্যসংখ্যা হইতে অনেক ন্যূন হইলেও তিনি কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। মিথ্রিডেটিস আসিয়ার অন্তঃপাতী সিজিকম্ নামক একটী প্রধান স্থান অবরোধ করেন, কিন্তু তাহার সমুদ্ধরণে লুকল্লস কর্ত্তৃক তদীয় তিনি লক্ষ যোদ্ধা নিহত হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা ঐ অপরোধ ভঙ্গ করিতে হইল। লুকল্লস অনতিবিলম্বেই ভূপতির সমস্ত রণতরি ছিন্নভিন্ন করাতে তিনি বিথিনিয়া ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর লুকল্লস্ মিথ্রিডেটিসের পৈতৃক রাজ্যের মধ্যে শরব্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

মিথ্রডেটিস্ এই বিষম বিপদে তাতার দেশ হইতে একদল বহুসংখ্য সেনা সংগ্রহ করেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া খৃঃ পূঃ ৭১ অব্দে আর্ম্মিণিয়ার অধিপতি স্বীয় জামাতা টাইগ্রেণিসের আশ্রয় লইলেন। টাইগ্রেণিস্ স্বভাবতঃ তাদৃশ ধীসম্পন্ন ছিলেন না, তথাপি ভাগ্যবলে আসিয়াব মধ্যে তদানীন্তন একজন পরাক্রান্ত নরপতি বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি পিতৃক্রমাগত আর্ম্মিণিয়ারাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তাহার বৃদ্ধিকল্পে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মেসোপোটেমিয়া জয় করিয়া আরবদিগকে আয়ত্ত ও সারিয়ার অধিবাসীদিগকে রোমকদ্বিগের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার এই সকল জয়লাভে তদীয় ভুজবল অপেক্ষা তৎপরাজিত ব্যক্তিদিগের কাপুরুষতাই প্রধান কারণ বলিতে হইবে। তিনি যে, সকল প্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন, পাঠকবর্গকে তৎ সমুদায়ের হীনবীর্য্যতার বিষয় সবিশেষ পরিচয় দিতে হইলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাহারা কাপুরুষ টাইগ্রেণিসের বশ্যভাব স্বীকার করিয়াছিল। টাইগ্রেণিস এই সকল অসীম জয় লাভে গর্ব্বিত হইয়া পরিশেষে রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। রোমক সেনাপতি কিঞ্চিৎ প্রভুতা দেখাইয়া তদীয় হস্তে মিথ্রিডেটিসকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি অনেক দিনের পর ঈদৃশ

অশ্রুতপূর্ব্ব পরুষবাক্যশ্রবণ করিয়া একবারে স্তব্ধ হইলেন, কিন্তু উত্তর প্রদান সময়ে তাদৃশ চপল না হইয়া শান্ত ভাবে বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রাণ থাকিতে শরণাগত শ্বশুরকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না।

অনন্তর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল, এবং অবিলম্বেই উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থে টাইগ্রাণোসার্টা নগরে উপনীত হইল। এই নগর অল্প দিন হইল টাইগ্রেণিস্ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ইহার সীমা পরিবর্দ্ধন ও শোভাসম্পাদনে সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। লুকল্লসের সৈন্যসংখ্যা ১৩,০০০, কিন্তু তদীয় বিপক্ষ পক্ষের ২,৬০,০০০ ছিল। অতএব এত অল্প সৈন্য লইয়া ঈদৃশ অপরিমেয় সৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়া লুকল্লসের পক্ষে অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিপক্ষদিগের দৌর্ব্বল্য ও ক্লীবতা এবং স্বীয় সাংযুগীন যোদ্ধৃবর্গের শূরতা ও উৎসাহ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যাহা হউক, জয়শ্রী রোমকদিগের পক্ষপাতিনী হইলেন। এই উপলক্ষে শত্রুপক্ষের একলক্ষ পদাতি ও সমস্ত অশ্বারোহী সমরশায়ী হইয়াছিল। আর্ম্মিণিয়দিগের পরাজয় এত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, পরিশেষে রোমীয় সৈনিকপুরুষেরা, ঐ সকল হীনবল ও অসার শত্রুদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছিল বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ছিল। পরবৎসর (খৃঃ পূঃ ৬৮ অব্দে) আর্টাক্সাটাতে টাইগ্রেণিসের সহিত লুক-

লসের আর এক যুদ্ধ ঘটনা হয়। এবারেও রোমক সেনা-পতি বিজয়ী হইলেন এবং বৃথা গর্ব্বিত ভূপতির হীনতা হইতে পারে তাহা হইয়াছিল।

জয়লক্ষ্মী অনতিবিলম্বেই রোমকদিগে প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইলেন। লুকল্লস পর্য্যন্ত যত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কুত্রাপি পরাহত হন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিধাতা অন্যরূপে তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বারম্বার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিল। মিথ্রিডেটিস সর্ব্বদা জাগরূক ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। অত-এব তিনি এই সুযোগে লুকল্লস কর্ত্তৃক পরাজিত স্বীয় অধিকার সকল প্রত্যুদ্ধার করিতে লাগিলেন, কিন্তু উক্ত রোমক সেনাপতি তাহার কিছুই প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। এ দিকে রোমনগরে লুকল্লসের সপক্ষেরা প্রবল হইয়া সাধারণ লোকদিগের নিকট হইতে তৎপরিবর্ত্তে পম্পির হস্তে যুদ্ধের সমস্ত ভারার্পণের সম্মতিলাভ করিল। তদনুসারে পম্পি খৃ পূঃ ৬৭ অব্দে বর্ত্তমান সমরে সেনা-পতিত্বে অভিষিক্ত হইলেন। পরবৎসর রাত্রিযুদ্ধে ইউফ্রে-টিস্ নদীতীরে মিথ্রিডেটিসকে পরাজয় করাতে তিনি আট শত সেনামাত্র সহায় করিয়া পলায়ন করিলেন। মিথ্রিডেটিস্ এই বিষম বিপদ্‌কালে পুনর্ব্বার জামাতা টাইগ্রেনিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাইলেন। কিন্তু এই মন্দধী, নীচপ্রবৃত্তি রাজা রোমকদিগের ভয়ে সাহায্য প্রদান করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত যে তাঁহার শিরচ্ছেদ করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এইরূপ

ঘোষণা করিয়া দিলেন। এক্ষণে পণ্টস্ রাজের বয়ঃক্রম ৭০ সত্তর বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। তথাপি কার্য্যকালে এরূপ স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না, বরং টরস্ পর্ব্বত হইতে আল্প পর্য্যন্ত স্থানে যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি বসতি করিত তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় হানিবলের ন্যায় ইটালীতে উত্তীর্ণ হইয়া রোমনগর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ উচ্ছিন্ন করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু এই অবসরে তাঁহার পুত্র ফ্রাটিস তদীয় পক্ষ পরিত্যাগ করাতে তাঁহার সমুদায় সঙ্কল্প নিষ্ফল হইয়া যায়। তখন তিনি একান্ত নিরুপায় হইয়া রোমকদিগের হস্তে পতন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ এই বিবেচনায়, তাঁহাদের হস্ত অতিক্রম করিবার জন্য সর্ব্বদা সমভিব্যাহারে যে বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন তাহা পান করিয়া খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রোমকেরা প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া যাহার ন্যায় দুর্জ্জয় শত্রু দৃষ্টিগোচর করেন নাই সেই মহাবীর মিথ্রিডেটিসের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম হইল। মিথ্রিডেটিস যেমন অলৌকিক বীর্য্যশালী তেমনি অসামান্যধীসম্পন্ন ছিলেন। অভ্যুদয় কালে যে বাইশ জাতির উপর তাঁহার আধিপত্য ছিল, তিনি তাহাদের সকলেরই ভাষায় কথোপকন করিতে পারিতেন। কিন্তু একমাত্র নিষ্ঠুরতা তাঁহার উজ্জ্বল নামে কলঙ্করেখা আরোপিত করিয়াছিল।

পম্পি এইরূপে মিথ্রিডেটিস্কে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বরাজ্যের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। আর্মিনিয়ামেজর টাইগ্রে-

গিসের হস্তে প্রদত্ত হইল। আরিয়োবর্জেনিস্কে কাপাডো সিয়া এবং ফার্ণেসিস্‌কে বস্‌ফোরস্ প্রদেশ অর্পণ করি- লেন, জুডিয়া অধিকৃত ও হির্কেণস্‌কে প্রদত্ত হইল। সীরি- য়া, ফিনিসিয়া, পণ্টস্, পাফ্লাগোনিয়া, পাম্ফিলিয়া এবং সিলিসিয়া এই ছয়টী প্রদেশ ক্রমান্বয়ে দুই দুইটী করিয়া রোম রাজ্যের অন্তর্গত তিনটী প্রধান জেলায় পরিণত হইল। এক্ষণে সাধারণতন্ত্র যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল তাহা শুনিলে কাহার মনে বিস্ময়রসের আবির্ভাব না হইবে? সাতশত বৎসর পূর্ব্বে রমিউলস কতক- গুলি দস্যু ও নষ্টলোক লইয়া টাইবর নদীতীরে কুটীরকল্প গৃহ সকল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক একখানি পল্লী সংস্থাপন করিয়া তাহার 'রোম' এই নাম প্রদান করেন। এক্ষণে সেই পল্লী প্রবলপ্রতাপ ও ভুবনবিখ্যাত নগরে পরিণত হইয়া তৎকা- লপরিচিত মনুষ্যজাতির একমাত্র বিধাতাস্বরূপ হইয়া উ- ঠিল, এবং ইহার একজন সেনাপতি একবৎসর মধ্যেই সমস্ত ইটালি অপেক্ষাও বৃহৎ রাজ্য সকল অবলীলাক্রমে বিতরণ করিলেন।

এইরূপে পূর্ব্বরাজ্যে সৌরাজ্য সংস্থাপন করিয়া পম্পি ইটালীতে প্রত্যাগমনার্থ উদযোগ করিতে লাগিলেন। প্রথম মিথ্রিডেটিক্ যুদ্ধের অবসানে বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে ইটালীতে প্রত্যাগত হইয়া সিল্লা রোমের অধিবাসীদিগের যে দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা সেনেটের মনে অদ্যাপি বিলক্ষণ জাগরূক ছিল। সুতরাং তাঁহারা সিল্লার তুল্যাবস্থ

হইয়া উপাগত পম্পি পাছে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হন এই ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু পম্পি সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি ইটালিতে উত্তীর্ণ হইয়াই স্বকীয় সমস্ত সৈন্যকে বিদায় দিয়া সেনেটকে নির্ভয় করিলেন, এবং সমারোহ পূর্ব্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকোষে অন্যূন চারিকোটি টাকা দাখিল করিয়া দিলেন।

পম্পি যখন এইরূপে পূর্ব্বরাজ্যের যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে রোমে কাটালাইনের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হয়। কাটালাইন সদ্বংশজাত ছিলেন, কিন্তু ব্যসনতন্ত্র হইয়া সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে সিল্লাকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে অর্থাৎ বলপুর্ব্বক রোমে আধিপত্য স্থাপন করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তদানীন্তন বাগ্মিবর ও কন্‌সলপদারূঢ় সিসিরো তাঁহার ও তদীয় সঙ্গিগণের সমস্ত কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেন। তখন তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবন আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমে অগ্নি প্রদান ও সিসিরোর হত্যাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু সিসিরোর অদ্ভুত কৌশলে কাটালইনকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং ইতিপূর্ব্বে সন্নিহিত প্রদেশে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে হইল। তাঁহার সহচরেরা নগরমধ্যে ধৃত হইয়া নিহত হইল, এবং

তিনিও আপনার প্রতিকূলে প্রেরিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে যদিও রোমকদিগের প্রাচীন শাসনপ্রণালীর আপাততঃ কোন প্রকার অঙ্গবৈকল্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু ইহার সারবত্ত্বা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। রোমনগরের,—তৎকালপরিচিত সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য নগরবাসীদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান ব্যক্তির হস্তগত ছিল। তন্মধ্যে পম্পি, সিজর, ক্রাসস্ কেটো এবং সিসিরো এই পাঁচ জনই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পম্পিকে লোকে সচরাচর সৌভাগ্যের তনয় বলিত। তিনি নিয়ত জয়লাভ এবং সামান্য লোকদিগের চিত্তানুরঞ্জন দ্বারা সাধারণতন্ত্রে সর্ব্বাতিশায়িনী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সিজর সুপ্রসিদ্ধ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদানীন্তন একজন প্রধান সেনাপতি বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা এত বলবতী ছিল যে, তিনি সর্ব্বদা স্বমুখে ব্যক্ত করিতেন, "রোমে সামান্য লোকের ন্যায় অবস্থিতি করা অপেক্ষা পল্লীগ্রামে প্রধান হইয়া থাকা উত্তম কল্প"। ক্রাসস্ অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্পত্তি ও লালসাই তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তির কারণ ছিল। তাঁহার মতে, "যাহারা স্বব্যয়ে সৈন্য রাখিতে পারিত তাহারাই ধনী ব[illegible] পরিগণিত হইত"। কেটো স্বভাবতঃ দৃঢ়চিত্ত

ছিলেন এবং রোম রাজ্য দুই এক জন পরাক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা শাসিত না হইয়া যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ লোক ও সেনেটের শাসনাধীন হয় ইহাই তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে ভূয়সী চেষ্টা করিয়াও কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিসিরো তৎকালে বক্তৃতা ও নীতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে কিছু মাত্র অধ্যবসায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এক্ষণে এই পাঁচ ব্যক্তিতেই রোম রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর দৃষ্টি নিপতিত হইল এবং ইঁহাদের চরিত্রের উপর তাহাদের শুভাশুভ সকলই নির্ভর করিয়াছিল।

এই পাঁচ জনের মধ্যে সিজরই সমধিক ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে লুসিটেনিয়ার অর্থাৎ পর্টুগালের শাসন কার্য্যে নিয়োজিত হন এবং তত্রত্য অবস্থিতি কালে অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠেন। কথিত আছে তিনি এত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, যৎকালে পর্টুগালে গমন করেন তখন বলিয়াছিলেন যে, এখন বিংশতি লক্ষ টাকা পাইলেও আমি নিঃসম্বল। তিনি রোমে প্রত্যাগত হইয়া কন্সল পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের স্বার্থসাধনে আনুকূল্য করিতে পারিবেন এই উদ্দেশে পম্পি ও ক্রাসসের সহিত একবাক্য (মিলিত) হইয়া স্বীয় ভাবী আধিপত্যের সূত্রপাত করিলেন। সিজর, পম্পি ও ক্রাসসের পরস্পর এই ঐক্যবন্ধকে প্রথম ত্রিসং-

যোগ বলে। এই রূপে ঐ তিন জনের মধ্যে যাবতীয় বিষয় স্থিরীকৃত হইলে সিজর পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত গল অর্থাৎ আধুনিক সুইজরলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐ প্রদেশের অধিকাংশ ভূভাগ এ পর্য্যন্ত অনধিকৃত ছিল। সিজর উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্বীয় একবর্ম্মা পম্পি ও ক্রাসস্, এবং বিশেষক্ষমতাপন্ন অথচ দুশ্চরিত্র ক্লডিয়সের সহিত চক্রান্ত করিয়া কেটো ও সিসিরোকে নগর হইতে অপসারিত করেন। সাইপ্রস দ্বীপ অধিকারচ্ছলে কেটো তথায় প্রেরিত হইলেন এবং সিসিরোর নির্ব্বাসন হইল। কিন্তু ক্লডিয়সের দৌরাত্ম্যে নগর মধ্যে এরূপ গোলযোগ হইয়া উঠিল যে, সিসিরোর প্রত্যাগমনে পম্পিকে অগত্যা অনুমোদন করিতে হইল। তদনুসারে এক বৎসর নির্ব্বাসনের পর সিসিরো খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রোমে প্রত্যাগত হইলেন।

খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দ হইতে ৫০ অব্দ পর্য্যন্ত এই আটবৎসর সিজর গল প্রদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন এবং যাবৎ ঐ দেশ সম্পূর্ণ রূপ আয়ত্ত না হইয়া ছিল তাবৎ তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনি সরলভাষায় যে সমস্ত আখ্যান রচনা করেন তদ্দ্বারা তাঁহার রণব্যাপার সকল বিষদীকৃত ও চিরপ্রাণিত হইয়াছে। তিনি হেলবিটিয়াই জাতির অর্থাৎ আধুনিক-সুইজরলণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিত প্রথম সমরে প্রবৃত্ত হন এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপ পরাজয় করেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সমস্ত

গল জয় করিয়া অন্যান্য রোমক সেনাপতিদিগের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পাশ্চাত্য সাগরের উপকূলে উপনীত হইলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৫৭ ও ৫৬ অব্দে ক্রমান্বয়ে বেলজি ও আকুইটানিদিগেকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করেন এবং কিয়দ্দূরবর্ত্তী, আটলাণ্টিক-মহাসাগর-স্থিত একটী দ্বীপের বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে সসৈন্যে তথায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত দেখিলেন। তাহারা হল চালনায় অনভিজ্ঞ ও বর্ণজ্ঞানশূন্য কিন্তু বিলক্ষণ সাহসী ছিল। ঐ দ্বীপকেই ব্রিটেন বলিত। সিজরের প্রয়াণের পূর্ব্বে রোমকেরা উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। প্রথম বৎসর সিজরের এই দ্বীপ আক্রমণ নাম মাত্র হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসর (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ৫৪ অব্দে) অপেক্ষাকৃত অধিক সৈন্য লইয়া ব্রিটেনে উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডন নগর পর্য্যন্ত জয়পতকা উড্ডীন করেন। কিন্তু এই নবাধিকারের পরিপালনার্থ তথায় কোন প্রকার সৈন্য না রাখিয়া গলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সিজর খৃঃ পূঃ ৫৪ ও ৫৩ অব্দে বিজয়িনী সেনা লইয়া জর্ম্মণি অক্রমণ করেন. কিন্তু কেবল গলজাতির উপর্য্যুপরি বিদ্রোহ বিনন্ধন উক্ত দেশ আয়াত্ত করিতে পারেন নাই। অতএব জর্ম্মণিতে অস্ত্রপ্রভাবজনিত ভয় ব্যতিরেকে তদীয় যুদ্ধযাত্রার কোন প্রকার চিহ্ন অভিলক্ষিত হয় নাই। এক্ষণে যে সকল দেশ সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত, যে সকল দেশ পৃথিবীর

অন্যান্য ভাগের প্রশাসনী ক্ষমতার কেন্দ্রভূত, সেই সকল দেশে সিজরই প্রথম রোমকদিগের আধিপত্য বিস্তার করেন। হায়! কালের কি পরিবর্ত্তন! সিজরের সময়ে ইটালি সভ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মানবজাতির উপর একাধিপত্য সংস্থাপন করে। এদিকে গল, জর্ম্মণি ও ব্রিটেন শিল্পসাহিত্যালোক বিবর্জ্জিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু আঠার শতাব্দীর মধ্যেই ঐ সকল দেশ সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্যান্য ভূভাগের উপর ইউরোপ খণ্ডের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছে এবং মনুষ্যের নৈপুণ্য ও বুদ্ধিবলে যতদূর হইতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এমন কি, তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়ে যে, যে পরিমাণে রোম সিজরের সময়ে গল ও ব্রিটেনের অসভ্য জাতিদিগকে এই বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছিল, সেই পরিমাণে তাদৃশ অভ্যুদয়স্থ রোমকে ইহারা অতিক্রম করিয়াছে! এদিকে রোমে আর তাদৃশী শোভা সমৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ইটালি ইউরোপের মধ্যে প্রভুশক্তি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীমধ্যে কথঞ্চিৎ পরিগণিত হইতে পারে।

সিজর এইরূপে গলে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বপক্ষ সহযোগে রোমনগরে স্বার্থসাধনে অণুমাত্র উপেক্ষা করেন নাই। তিনি নিয়ত যে জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন তাহার দীপ্ত প্র[illegible] রোমকেরা প্রতিহতচক্ষুঃ হওয়াতে তাঁহার অভীষ্ট

সিদ্ধির পথ আরও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কারণে সিজর, পম্পি ও ক্রাসস, এই তিন জনের মানসে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছিল, এবং সিজর ইটালির অন্তর্গত লুকা নগরে স্বয়ং উপনীত হইয়া তদীয় সহচরদ্বয়ের সহিত যে এক সভা করেন তাহাতে ঐ বিদ্বেষবুদ্ধি যদিও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই, তথাপি কিছু দিনের নিমিত্ত সম্বৃত হইয়া ছিল। ঐ সভাতে পুনর্ব্বার নূতন বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে এই স্থির হইল যে, সিজর আর পাঁচবৎসরের নিমিত্ত গলে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। পম্পি ও ক্রাসস্ আপনাদিগের নিমিত্ত কন্সলপদ হস্তগত করিতে পারিবেন; পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি স্পেন ও আফ্রিকার এবং শেষোক্ত সীরিয়ার অথবা স্বরূপতঃ বলিতে গেলে আসিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ক্রাসসের সীরিয়া গ্রহণের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি ঐ সুযোগে পার্থিয়দিগের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন। পম্পি ও ক্রাসস কন্সলপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদিগকে কেটোর মহতী প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; যেহেতু সমস্ত ক্ষমতা এক অথবা দুইজন ক্ষমতাশালী নগরবাসীর হস্তগত থাকে ইহা কেটোর একান্ত অনভিমত ছিল। ক্রাসস্ অনতিবিলম্বেই স্বব্যয়ে রণসজ্জা করিয়া পার্থিয়দিগের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন; কিন্তু ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া কারিনামক স্থানে পার্থিয় সেনাপতি সুরেণা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। উক্ত সেনাপতি তাঁহার

শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক তদীয় বিজাতীয় লোভের তিরস্কার স্বরূপ উদরে গলিত সীসক ঢালিয়া দেন। খৃঃ পূঃ ৫৩ অব্দে এই বিষয় ঘটিয়াছিল।

পম্পি রোমেই অবস্থিত থাকিয়া নানা প্রতিনিধি কর্ম্মচারী দ্বারা স্বাধিকৃত প্রদেশের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রাসসের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অপসৃত হইল, এবং সাধারণতন্ত্র ও সেনেটের উপর তাঁহার চিরপ্রার্থিত একাধিপত্য প্রাপ্তির যে কামনা ছিল তাহার সিদ্ধি বিষয়ে আর অধিক বিলম্ব রহিল না। এই অভিপ্রায়ে তিনি আপনাকে অদ্বিতীয় কন্‌সল নিয়োজিত করিবার চেষ্টা পান এবং আট-মাস ধরিয়া ঘোর বিবাদবিসম্বাদের পর এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন। সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়াতে অবিলম্বে সিজরের সহিত তাঁহার বৈরভাব আরম্ভ হইল। পম্পি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পারিতেন না, সিজরেরও আপন অপেক্ষা অন্যের প্রাধান্য সহ্য হইত না। অতএব যিনি গল জয় করিয়াছেন এবং রণপ্রবীণ সেনা সকল যাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত তিনি যে অবিরোধে পম্পিকে রোম রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে দিবেন এরূপ কখনই বিবেচনা হয় নাই। এই সময় হইতে তাঁহাদের পরস্পর সংগ্রাম অপরিহর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। সেনেটের অধিকাংশ লোক ও রোমের প্রায় সমুদায় প্রভাবশালী সম্পন্ন ব্যক্তিরা পম্পির অনুকূলবর্ত্তী থাকাতে তিনি সাফল্য প্রাপ্তি বিষয়ে এত

বিশ্বস্ত ছিলেন যে, সিজরের সহিত বিপক্ষতা বলিয়া পূর্ব্বাঃহ্নে যে সকল উপায় অবলম্বন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

সিজর বিদেশে থাকিয়া কন্‌সল পদের প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। যদি তাঁহাকে অপদস্থ ও তাঁহার উচ্ছায় দলন করা সেনেটের দৃঢ়তর সঙ্কল্প না হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই প্রার্থনা নিয়মবহির্ভূত হইলেও সুসিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সেনেট তাঁহার এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না, প্রত্যুত সমুদায় সেনাকে বিদায় দিয়া সামান্য নগরবাসীর ন্যায় তাঁহাকে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। এরূপ করিলে সিজরকে পম্পির হস্তগত হইতে হইত; অতএব তিনি এই বলিয়া উত্তর লিখিলেন, যাবৎ পম্পি নিজ সৈন্য বিদায় না করেন তাবৎ তিনি ঐ আদেশ প্রতিপালনে সম্মত নহেন। বৈরভাব দূরীভূত হইয়া পরস্পরের মিলন হয় বারম্বার এরূপ যত্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা উভয়েরই মনোগত না হওয়াতে কোন প্রকার ফলোৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইত্যবসরে সিজর সসৈন্য আর্ম্মিণিয়মে উপনীত হইলেন। এই স্থান প্রকৃত ইটালির উত্তর সীমায় অবস্থিত ছিল। এপর্য্যন্ত কোন রোমক সেনাপতি সেনেটের বিনা অনুমতিতে ঐ স্থান সসৈন্যে অতিক্রম করেন নাই। অনন্তর পম্পির নির্বন্ধাতিশয়ে সেনেট এই আদেশ প্রচার করিলেন, সিজর যদি নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বীয় সৈন্য সকল বিদায় না করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণতন্ত্রের অরা-

তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। উত্তরকালে আর যে মিলন হইবে এরূপ আশা ভরসা এই হইতেই একবারে অন্তর্হিত হয়। সিজর সেনেটের উল্লিখিত আদেশ শ্রবণ করিয়া রুবিকন্ নামক ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া আত্মবিগ্রহ আরম্ভ করিলেন।

সিজরের সসৈন্যে আগমন বার্ত্তা রোমে পহুছিলে পম্পি ও সেনেটের অধিকাংশ সভ্যেরা এরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিলেন যে, রাজকোষস্থিত সমুদায় সম্পত্তি অরক্ষিত পড়িয়া রহিল। ঐ সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে সিজরের হস্তে পতিত হওয়াতে উত্তর কালে তদ্দ্বারা তাঁহার মহোপকার দর্শিয়াছিল। পম্পি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন যে, তিনি একবার ভূতলে পদাঘাত করিলেই ইটালিতে তাঁহার সৈন্যের অভাব থাকিবে না। কিন্তু ইহা কাযে কতদূর সত্য হইয়াছিল, তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সিজর ষাটিদিনের মধ্যেই ইটালির অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন; এদিকে পম্পি, কেটো ও সিসিরো পরস্পর মিলিত হইয়া সদলে নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে গ্রীস দেশে প্রস্থানার্থ পোতাধিরোহণ করিলেন। সিজর আপাততঃ তাঁহার অনুসরণ না করিয়া স্পেন দেশে অবস্থিত তদীয় সৈন্যদিগকে পরাজয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিলেন, যে হেতু তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, পম্পির যাবতীয় পরাক্রম ঐ সকল সৈন্যের উপর নির্ভর করে। তদনুসারে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতগতি স্পেনে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ

পর্ব্বত বাহুল্য নিবন্ধন উক্ত দেশ স্বভাবতঃ অধৃষ্য হইলেও পম্পির সহকারীদিগকে এরূপ সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব অধীনস্থ সেনাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি নক্ষত্রবেগে গলের মধ্য দিয়া আসিয়া আল্প পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং সমস্ত ইটালি পর্য্যটন পূর্ব্বক ব্রণ্ডুসিয়ম বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীস গমনার্থ তথায় পোতাধিরূঢ় হইলেন। পম্পি ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে পূর্ব্বরাজ্যের নানাস্থান হইতে প্রভূত সেনা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেনা বিপক্ষ সেনা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রশক্তি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বোধ হয়, পম্পি ইতিপূর্ব্বে যে অবিচলিত অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে ভূরি ভূরি ঘটনাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এই ঘোর বিপত্তি সময়ে তাঁহার সে সমুদায় বিলপ্ত হয়। সিজরের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বলবিক্রম অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিল এবং সিজর তাহাদের আত্মাস্বরূপ ছিলেন।

প্রথমতঃ কতগুলি অবান্তর প্রক্রিয়ার পর খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে ২০ শে জুলাই উভয় দলে থেসালীর অন্তর্গত ফার্সেলিয়াতে যুদ্ধার্থ সমবেত হয়। পম্পি সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হইয়া পলায়নতৎপর হইলেন এবং স্বকীয় অভ্যুদয়সময়ে মিসরদেশীয় রাজবংশের যে সকল মহৎ মহৎ উপকার করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তথায় আশ্রয়প্রাপ্তি সুলভ মনে করিয়া এক অথবা দুই জনমাত্র অনুচর সম-

ভিব্যাহারে মিসরে গমন করিলেন, কিন্তু তথাকার মন্ত্রীর নিষ্ঠুর আদেশে বিনিপাতিত হইলেন। এই দুরাত্মা বিজয়ী সিজরের অনুগ্রহ লাভের আশয়ে এবম্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে। পম্পির মৃতদেহ সমুদ্রতীরে বিবস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ স্থানে একজন বৃদ্ধ রোমীয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সিজর অত্যন্ত বেগের সহিত পম্পির অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হত্যার তিন দিন পরে মিসরে উপনীত হন। তথায় যখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পির ছিন্নমস্তক তাঁহার সমক্ষে আনীত হইল, তখন তিনি নিজ দয়ালু স্বভাব প্রযুক্ত শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া একবারে রোদন করিয়া উঠিলেন। ফার্সেলিয়ার সংগ্রামে পম্পির পক্ষ সাকল্যে নির্ম্মূলিত না হইলেও উহাকে সাধারণতন্ত্রের আয়তির একপ্রকার নিয়ন্তা বলিতে হইবে, যেহেতু অতঃপর ইহার স্বাধীনতা আর কখন প্রত্যুদ্ধৃত হয় নাই।

অনন্তর সিজর ভুবনমোহিনী ক্লিয়োপেট্রার অসামান্য রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া এবং তদীয় ভ্রাতার সহিত সমরে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমাগত ছয় মাস মিসরে অবস্থিতি করেন। এই যুদ্ধে ক্লিয়োপেট্রার ভ্রাতা নিধন প্রাপ্ত হইলে সমস্ত মিসর দেশ ঐ কামিনীর করে সিজর কর্ত্তৃক সমর্পিত হয়। মিথ্রিডেটিসের একজন পুত্র বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে তাহার দমনার্থ সিজর মিসর হইতে আসিয়া-মাইনরে যাত্রা করিলেন, এবং বিদ্রোহী পরাজিত ও নিহত হইল। এই জয়লাভ এত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল

যে, সিজর সেনেটে ইহার সংবাদ লিখিবার সময় কেবল এই তিনটী কথা লিখিয়া পাঠাইলেন "আগতম্, দৃষ্টম্ বিজিতম্" (আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম)। পরে তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু আফ্রিকাতে পম্পির পক্ষীয় যে সকল প্রধান ব্যক্তি হতাবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন শুনিয়া তাঁহাকে অগত্যা তাঁহাদের প্রতিকূলে পুনর্ব্বার উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিতে হইল। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় কৃতকার্য্য হইলেন। সেনানায়ক কেটো স্বপক্ষ রক্ষণে নিরুপায় হইয়া অটিকাতে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং সিপিয়ো, জুবা ও পেট্রিয়স্ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন।

সিজর জয়যুক্ত রোমে প্রত্যাগমন করিয়া চারিমাস মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইয়াছিলেন। পম্পির দুই পুত্র পরাজিতপক্ষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্য সকল পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়া দুর্জ্জয়তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। অতএব সিজর আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেনাসমবেত তাঁহাদের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। মণ্ডা নামক স্থানে উভয় দলে একটী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সিজর জয়ী হইলেন এবং পম্পির এক পুত্র নিহত ও সমস্ত সৈন্য সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইল। উক্ত বিজেতা রোমসাম্রাজ্যের সর্ব্বময় অধীশ্বর হইয়া খৃঃ পূঃ ৪৫ অব্দে রোম নগরে প্রত্যাগত হইলেন। এই প্রত্যাগমনই তাঁহার শেষ প্রত্যাগমন হইল এবং তিনি

যাবজ্জীবন ডিক্‌টেটরের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সকল ক্ষমতাই তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি যদি সিল্লার ন্যায় দুশ্চরিত্র হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে বিপক্ষবর্গকে তাহাদের পূর্ব্বাপরাধ নিবন্ধন বিলক্ষণ প্রতিফল দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে রূপ লোক ছিলেন না। তিনি স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন; সুতরাং শত্রু দমন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত যত দিন জীবিত ছিলেন, সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের হিত সাধন করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী আত্মবিগ্রহে ইটালির অধিবাসীরা বিদ্বেষবুদ্ধি, আত্মবিচ্ছেদ, দলাদলি প্রভৃতি যে সকল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল তাহার আরোগ্য বিধানেই পর্য্যবসিত হয়। তিনি মনকে কখন অলস হইয়া থাকিতে দিতেন না। তিনি সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী কতিপয় মহৎ মহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়াতে পঞ্জিকার সংশোধন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে রোমের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সিজর সদৃশ একজন বিচক্ষণ ও সদ্বোদ্ধা ব্যক্তির অধিনেতৃত্ব (শাসনকর্ত্তৃত্ব) সমধিক সৌভাগ্যসূচক বলিতে হইবে। কিন্তু তিনি রোমে এক-বৎসর অবস্থিতি না করিতে করিতেই যাহারা তাঁহার অনুকম্পায় জীবিত ছিল এবং যাহারা তাঁহার অনুগ্রহে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, তাহারাই খঃ পূঃ ৪৪

অব্দে সেনেট মন্দিরে চক্রান্ত করিয়া বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করে। ব্রুটস্ ও কাসিয়স্ এই ষড়্যন্ত্রের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। স্বদেশানুরাগিতা-নিবন্ধন এই দুই ব্যক্তির ঈদৃশী প্রবৃত্তি প্রশংসনীয় হইলেও আমাদের এবিষয়ে যৎপরোনাস্তি অনুতাপ হইতেছে. যে হেতু ইহার দ্বারা এমন এক ব্যক্তি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন যিনিই কেবল ইহার শাসনে সমর্থ ও পারদর্শী ছিলেন।

সিজরের মৃত্যুতে রাজকার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল। তদীয় প্রিয়বয়স্য মার্ক্ আণ্টনি যদিও তাঁহার ন্যায় সদ্গুণ-ভূষিত ও ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না, তথাপি এক্ষণে রাজ্যে প্রধান্য প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত দেখিয়া তদ্বিষয়ে ভূয়সী চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ সিসিরো সেনেটের সহিত যোগ দিয়া দ্বাবিংশতিবর্ষবয়স্ক সিজরের ভ্রাতৃপুত্র অক্টেবিয়স্‌কে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিলেন। তাহাতে আণ্টনিকে আপাততঃ আল্প পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বেই অক্টেরিয়সকে কৌশল ক্রমে সেনেটের পক্ষ হইতে বিযুক্ত করিয়া, তাঁহার ও লেপিডসের সহকারে সিজরের কল্পিত ত্রিসংযোগের ন্যায় আর একটী (দ্বিতীয়) ত্রিসংযোগ স্থাপন করিলেন। অনন্তর বলগ্না-সমীপবাহিনী স্রোতস্বতী শাখাদ্বয়ে বিভক্ত হওয়াতে যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছিল তথায় তাঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া বিপক্ষবর্গের সমুচ্ছেদ ও আপনাদের প্রভু

ত্বের দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত, ষড়্যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা সেনেট অথবা রোমের অধিবাসীদিগের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত আপনাদিগকে উক্ত সাধারণতন্ত্রের ডিকরক্টর ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা প্রদেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। অনন্তর ব্রুটস, কাসিয়স প্রভৃতি যাঁহারা সিজরের শোণিতে হস্ত দিগ্ধ করিয়াছিলেন ও সাধারণতন্ত্রের প্রাচীন শাসনপ্রণালীর প্রত্যুদ্ধারে সযত্ন ও উৎসুক হইয়াছিলেন তাঁহারাও এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তির বিনাশসাধনে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরিশেষে যাহাদের প্রতি তাঁহাদের স্ব স্ব আন্তরিক কোপ ছিল তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে লাগিলেন। ইহাতে সেনেটের তিন শত সভ্য, দুই হাজার নাইট, এবং অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রাণ বিনষ্ট হইল। অক্‌টেবিয়স্ স্বীয় মিত্র সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও নীতিজ্ঞ সিসিরোকে আণ্টনির প্রতিজিঘাংসা বৃত্তির পরিতোষার্থ সমর্পণ করিলেন। যে সকল ঘাতক সিসিরোর অন্বেষণে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের হস্তেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। অনন্ত তাঁহার শিরশ্চেদ করিয়া ফল্‌বিয়া নাম্নী আণ্টনির দুঃশীলা স্ত্রীর নিকট আনীত হইলে উক্ত রমণী ক্ষণকাল একদৃষ্টি তাহা নিরীক্ষণ করিয়া এবং সিসিরো যে জিহ্বা দ্বারা ঐ স্ত্রীর ব্যভিচার দোষ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা সূচী দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিয়া পরি-

শেষে সিসিরোর বাগ্মিতা দ্বারা গৌরবিত বক্তৃতাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি করিলেন। সিল্লার সময় যেন আবার উপস্থিত হইল এবং ইটালি পুনর্ব্বার যোগ্যতম অধিবাসীদিগের শোনিত প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ত্রিমণ্ডল এই রূপে স্ব স্ব শত্রুদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে ব্রুটস্, কাসিয়স্ ও তাঁহাদের সহচরদিগের অনুসরণ মনস্থ করিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বরাজ্য ব্রুটস প্রভৃতির অধিকারে ছিল; তন্নিবন্ধন যথেষ্ট ধন সঞ্চয় হওয়াতে তাঁহারা অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। পম্পির যে পুত্র মণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অতিকষ্টে পলায়ন করিয়া স্পেন, সিসিলি এবং সার্ডিনিয়া অধিকার পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন, এক্ষণে তিনিও এই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং ব্রুটসাদির পক্ষ কি জলে কি স্থলে কি সেনাপতিদিগের বুদ্ধি বৈচক্ষণ্যে সর্ব্বপ্রকারেই অক্টেবিয়স্ ও তদীয় সহচরগণের পক্ষ অপেক্ষা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহারা স্বসৈন্য পোতারোহণে গ্রীস দেশে গমন করিলেন এবং তথায় মাসিডোনিয়া প্রদেশে ফিলিপি নামক স্থানে উভয় দলে এক ভয়ানক সংগ্রাম হইল। এই যুদ্ধে ত্রিমণ্ডলদিগের সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত ন্যূন হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ করিলেন। ব্রুটস্ এবং কাসিয়স রোমের শুভাদৃষ্টে হতাশ হইয়া

আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে অনেক সদ্বংজাত খ্যাত্যাপন্ন রোমকেরাও নেতাদিগের মৃত্যুর পর জীবন ধারণ অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া আত্মঘাতী হইলেন। খৃঃ পূঃ ৪২ অব্দে ফিলিপির যুদ্ধ ঘটনা হয় এবং সাধারণতন্ত্রের পুনঃস্থাপনে অধিবাসীরা যে সকল চেষ্টা করিয়া ছিলেন এই যুদ্ধেই তাহার অবসান হয়।

ফিলিপির যুদ্ধ হইতে অকটিয়মের যুদ্ধ পর্য্যন্ত এগার বৎসর, রোমে যাঁহারা সকল ক্ষমতা অন্যসাধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিরন্তর বিবাদবিসম্বাদে অতিবাহিত হয়। ঐ সকল বিবদমান পরাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে সুচতুর অকটেবিয়স পরিণামে আণ্টনিকে পরাস্ত করিয়া জয়শ্রী লাভ করেন। এই সময়ের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইলে পাঠকবর্গের বিরক্তি বই আনন্দের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল। কেবল ব্রুটসের এককর্ম্মা সেক্‌টস্‌ পম্পিয়স ত্রিমণ্ডল-দিগের সহিত ক্রমাগত যুঝিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির যত পরাক্রম সমুদ্রে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতা যে সকল জলদস্যুদিগের উন্মূলন করেন, তিনি তাহাদের ন্যায় খাদ্য-সামগ্রীর আমদানি বন্ধ ও সমুদ্রতটস্থিত বন্দর সকল অবরুদ্ধ করিয়া রোমবাসীদিগকে অনাহারে মারিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। অতএব অকটেবিয়স ও তদীয় সহচরেরা সেকটসের সহিত সানন্দে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু পম্পিয়স অবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈদৃশ অসীম পরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সম্প্রীতিতে পরিণামে

তাঁহারই বিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব তিনি সন্ধি অপেক্ষা বিগ্রহ শ্রেয়ঃজ্ঞানে অকটেবিয়সের প্রতিকূলে অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। আণ্টনি ও লেপিডস্ অকেটেবিয়সের সাহায্যার্থ স্ব স্ব রণতরি পাঠাইয়া দিলেন। অকটেবিয়স এইরূপ উপকরণসম্পন্ন হইয়া পম্পিকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করাতে তিনি পরাজিত হইয়া আসিয়াতে পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ঐ স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক্ষণে পম্পির মৃত্যুতে সিসিলির সিংহাসন শূন্য হওয়াতে লেপিডস্ তাহা আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অকটেবিয়স্ কৌশলক্রমে তাঁহার সমুদয় সৈন্য হস্তগত করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি হীনাবস্থায় অবস্থাপিত করেন। এইরূপে ত্রিমণ্ডলদিগের মধ্যে একজন অপসারিত হওয়াতে অকটেবিয়স্ ও আণ্টনি ইঁহারা দুইজনে সমস্ত ক্ষমতা বিভক্ত করিয়া লইলেন; কিন্তু অনুমিত হইয়াছিল, ঐ দুই ব্যক্তিতেও অধিক দিন সম্প্রীতি থাকিবে না। আণ্টনি স্বীয় সহচর অকটেবিয়সের ভগিনী সাধ্বী অকটেবিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আসিয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে মিসরে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য রাজ্ঞী ক্লিয়োপেট্রার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সুখসম্ভোগে যৎপরোনাস্তি আসক্ত হন। তিনি এই সময়ে পরিণীতপূর্ব্বা সহধর্ম্মিণী অকটেবিয়াকে বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করাতে তদীয় শ্যালক মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার

সহিত সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। অক্‌টেবিয়স্‌ বস্তুতঃ আপনার স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৌশলক্রমে রোমকদিগের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি মিসর দেশীয় রাজ্ঞী কর্ত্তৃক সাধারণতন্ত্রের আয়ত্তীকরণ নিবারণার্থই সেনেট্‌ ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। গ্রীস-দেশীয় আক্‌টিয়ম নামক বন্দরে তাঁহার ও আণ্টনির নাবী বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। আণ্টনির রণতরিসম্প্রদায় সমধিক প্রবল ছিল এবং তাঁহারই জয়লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিগ্রহ চলিতে চলিতে ক্লিয়োপেট্রা আপনার যুদ্ধজাহাজ গুলি লইয়া পলায়ন করিলেন। আণ্টনিও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষই পরাজিত হইল। আণ্টনি মিসরদেশে পলায়ন করিলেন, অক্‌টেবিয়স কর্ত্তৃক অনুসৃত হইলেন এবং ক্লিয়োপেট্রার মৃত্যু বিষয়িণী অলীক কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। মিসরদেশীয় রাজ্ঞী যেরূপ অক্‌-টেবিয়সের পিতৃব্য ও তাঁহার সহচর সিজর ও আণ্টনিকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহাকেও সেই রূপ করিবার আশায় স্বীয় মোহিনী শক্তি সকল প্রয়োগ করিতে লাগি-লেন, কিন্তু অক্‌টেবিয়স্‌ তাঁহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইলেন না। যখন ক্লিয়োপেট্রা বুঝিতে পারি-লেন যে, অক্‌টেবিয়স্‌ তাঁহাকে জীবিত রোমনগরে লইয়া যাইয়া জয়সমারোহের সময়ে লোকসমক্ষে প্রদর্শন করাইতে উৎসুক হইয়াছেন তখন তিনি টলেমি-বংশী-